Celebrating 40 Years of FOBANA

40th
FOBANA
CONVENTION 2026
Los Angeles, California, USA

প্রত্যয়

উত্তরণের পথে আগামীর প্রত্যয়ে প্রবাস বাংলাদেশ



Federation of Bangladeshi Associations in North America

Best Wishes

for the

40TH FOBANA CONVENTION

Los Angeles, California

Celebrating 40 Years of FOBANA



Proud Title Sponsor

Wishing the **40TH FOBANA Convention** great success and a memorable gathering of our vibrant community.
May this milestone inspire continued unity, collaboration, and progress.

- Mislamafrin Hospitality Inc.
- Mehsun Hospitality LLC
- Mehvesh Inc.
- N & S Hospitality Group Inc.
- Aberdeen Lodging LLC.
- Cleansteam Inc.
- Sadiamislam Hospitality LLC
- Kew Garden Hospitality Inc.

With warm regards,

Munirul Islam

CEO

(661) 373-1528 | mydcexpress@gmail.com



উত্তরণের পথে আগামীর প্রত্যয়ে প্রবাস বাংলাদেশ

প্রত্যয়

৪০তম ফোবানা সম্মেলন
লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া
সেপ্টেম্বর ০৪, ০৫, ০৬, ২০২৬
স্মারক সংকলন

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় পরিষদ:
প্রধান সম্পাদক
লস্কর আল মামুন

প্রধান সমন্বয়কারী:
এ্যান্থনী পিউস গোমেজ

সম্পাদনা পরিষদ সদস্য:
ফরহাদ হোসেন
এ জেড ইকবাল খান

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন:
এম এম আফজাল বাকী

মুদ্রণে:
NORTHRIDGE
GRAPHICS &
PRINTING SERVICES
Tel : 818-775-0255
Fax : 818-775-0223
E-mail: order@nccprint.com

প্রকাশনায়:
৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬
হোস্ট অর্গানাইজেশন:
BANGLADESH ASSOCIATION OF CALIFORNIA (BAC)
Los Angeles, California, USA

শিরোনাম	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় পরিষদ	02
সম্পাদকীয়	03
Message from the Convenor	04
Message from the Member Secretary	05
Message from the President, Host Committee	07
Message from the FOBANA Chairman	08
Message from the FOBANA Vice-Chairman	09
Message from the Executive Secretary	10
Minister, Ministry of Labour and Employment	11
Consulate General of The People's Republic of Bangladesh	12
FOBANA Committee 2025-2026	15
Fobana Election Commission 2026	29
Articles -	
উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন: ১৯৮৭	31
বৃহত্তর লস অ্যাঞ্জেলেসের বৈচিত্র্য এবং এশিয়ার অবদান: বাংলাদেশের গৌরবময় উপস্থিতি	35
যুক্তরাষ্ট্রের গৌরবময় ২৫০ বছর ও বাংলাদেশি-আমেরিকানদের গৌরবগাঁথা	37
বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অসমাপ্ত যাত্রা	41
'আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি'	43
লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রবাসে শিকড়ের টান- প্যাসিফিকের তীরে অবিনাশী বাংলা	45
স্বপ্নের দেশে আমাদের স্বপ্নগুলো	47
শেকড়ের সন্ধানে প্রবাস: আমেরিকান বাঙালি কমিউনিটির আত্মপরিচয়ের সংকট	49
Beyond Remittance:	55
FOBANA's Mainstream Impact	57
কেমন আছেন বদলে যাওয়া কানাডার বাংলাদেশিরা?	59
আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির সুস্থ জীবন: ছোট ছোট পরিবর্তনেই বড় সাফল্য	61
Leadership in Mainstream America	63
Building a Legacy Together	67
The Future Begins with Us	69
আগামী প্রজন্মের হাতে প্রবাসে বাংলাদেশের আলোকিত ভবিষ্যৎ	71
পথ চলতেই তো আনন্দ	73
FOBANA: Where Music Became Family	77
Into The Light	79
অন্তরের আয়না	83
প্রজাপতির নদীনৃত্য	87
নব্বইয়ের দশক ও শৈশবের রঙিন দিনগুলো	91
নীরবে নিভৃতে	99
How Bangladeshi Cuisine Builds Community Across North America	107
উত্তরণ	111
মঞ্চের আলোয় শিকড়ের সন্ধান: প্রবাসে রঙ্গমঞ্চের জন্মকথা	115
কবিতা	119
ফোবানার সুখ-দুঃখের পাশে ছাব্বিশ বছর	121
সাউথ কেরোলিনার চার্লসটনে দাস বিক্রির অকশন প্লেসে কয়েকটা দিন	123
Our Culture, Our Pride	125
এ্যালবাম- FOBANA Activity	135



সম্পাদকীয় পরিষদ



Lasker Al Mamun
Chief Editor



Anthony Pius Gomes
Chief Publication Coordiantor



Farhad Hossain
Co-Editor



AZ Asif Iqbal Khan (MO)
Co-Editor



সম্পাদকীয়



প্রযুক্তির কল্যাণে আজ পুরো বিশ্ব যেন হাতের মুঠোয়। টেকনোলজি আমাদের বাইরের দূরত্ব কমিয়ে এনেছে ঠিকই। ভেতরের মানবিক দূরত্ব কমাতে আমরা কতটা আন্তরিক?

প্রযুক্তি নির্ভরতায় আবেগ, ভালোবাসা আর সম্পর্কগুলোও যেন ক্রমেই যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। অনুভূতি, নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, সৃজনশীলতা, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে পাশ কাটিয়ে মানবিকতাকে লালন করা যেমন কঠিন। তেমনি অনলাইনকে প্রিয়জন নয় প্রয়োজন ভেবে নেটওয়ার্কের বাইরে এসে মনুষ্যত্ব কে বাঁচানোও জরুরি।

ইদানীং বই, পত্রিকা, ম্যাগাজিন, সংকলন ও প্রকাশনা সবই অনলাইনে। পত্রিকার জন্য প্রতিক্ষা নেই পাঠকের। কাঁধে ব্যাগভর্তি বই নিয়ে কোনো সাহিত্যিকের হেঁটে যাওয়ার দৃশ্য আজ বিরল।

অনেক অনুষ্ঠানে দিয়াশলাই কাঠি দিয়ে মোমবাতি জ্বালানো হয় না। বাজারে পাওয়া যায় জলন্ত মোমবাতি। প্রকৃতির গাছ থেকে তোলা ফুলের বদলে অনেক সময় ফুলদানিতে জায়গা করে নিয়েছে কৃত্রিম ফুল। ভালোবাসার প্রকাশটাও যেন কোথাও কোথাও কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্যাটেলাইট, রোবটিকস, ক্লাউড কম্পিউটিং, স্বয়ংক্রিয় গাড়ি কিংবা ইন্টারনেট আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ। অজানাকে জানতে কিংবা কোনো জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমরা নিজের মেধা ও চিন্তাশক্তির চেয়ে দ্রুত আশ্রয় নিই গুগল কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার।

আমি প্রযুক্তি বিরোধী নই।

ডিজিটাল যুগে আমরা উন্নতির পেছনে ছুটছি। জীবন ও জীবিকা সহজ হচ্ছে। কঠিন হয়ে উঠছে আমাদের সম্পর্কগুলো। হারিয়ে ফেলছি আন্তরিক আলিঙ্গন। হৃদয়ছোঁয়া স্পর্শ কিংবা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

সময় এসেছে কিছুক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ানোর। স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে প্রিয় মানুষের চোখের দিকে তাকানোর। নোটিফিকেশনের শব্দের বাইরে গিয়ে মানুষের কণ্ঠ শোনার। ভার্চুয়াল সম্পর্কের ভিড় পেরিয়ে বাস্তব ভালোবাসাকে অনুভব করার। শক্তিশালী স্যাটেলাইট বা নেটওয়ার্কের উর্ধ্বে উঠে হৃদয়ের সংযোগ বাড়ানো।

এখানেই একটি মুদ্রিত সংকলনের আবেদন অন্যরকম।

চার দশকের ধারাবাহিকতায় ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা ফোবানা'র এবারের সংকলনও পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার এই প্রয়াস। এটি কেবল একটি প্রকাশনা নয়। এটি যেন প্রযুক্তির দ্রুতগতির সময়ে ভালোবাসা, স্মৃতি ও শেকড়কে স্পর্শ করার এক আন্তরিক আয়োজন।

ফোবানা প্রবাসে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ডের একটি পরিচিত প্ল্যাটফর্ম। সংস্কৃতি, সমাজ ও কমিউনিটির নানা ক্ষেত্রে সংগঠনটি দীর্ঘদিন ধরে ভূমিকা রেখে চলেছে। আর সেই দীর্ঘ্য পথচলার স্মৃতি ও সৃজনশীলতাকে ধারণ করে নিয়মিত সংকলন প্রকাশের এই উদ্যোগ প্রবাস জীবনে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

মুদ্রিত সংকলনের পাশাপাশি এর বিষয়বস্তু অনলাইনেও পৌঁছে যাবে পাঠকের কাছে। প্রযুক্তিকে দূরে ঠেলে নয়, বরং প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়েই আমরা ধরে রাখতে চাই বইয়ের ঘ্রাণ, লেখার আবেগ এবং কাগজে ছাপা স্মৃতির উষ্ণতা।

এ আয়োজনের সঙ্গে যারা যুক্ত স্পন্সর ও বিজ্ঞাপন দাতা সহ সহযোগী সকলের প্রতি রইল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে আমাদের লেখকদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। যাদের ভাবনা, স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও সৃষ্টিশীল লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই সংকলন। আমাদের 'প্রত্যয়'।

লস্কর আল মামুন
প্রধান সম্পাদক
প্রত্যয়



Message from the Convener



Celebrating 40 Years of Unity, Heritage and Vision
Assalamu Alaikum and warm greetings to all.

It is my great honor and privilege to welcome you to the 40th OBANA Convention 2026 in Los Angeles, California.

Forty years is much more than a milestone—it represents four decades of dedication, sacrifice, friendship, achievement, and community building. Since its inception, FOBANA has provided a vital platform for bringing together Bangladeshi associations and communities from across North America. Through the years, it has played an important role in preserving and promoting our language, culture, heritage, and shared identity, while fostering unity and strengthening the bonds within our community.

As we celebrate this historic milestone, we look back with gratitude at the generations of leaders, volunteers, families, artists, professionals, entrepreneurs, and community members whose contributions have strengthened FOBANA over the decades. FOBANA's greatest strength has always been its people and the spirit of volunteerism that brings us together.

Our program brings together culture, music, arts, business, investment, education, youth, community leadership, and networking. We especially want to create opportunities for our young generation to connect with their roots while building bridges toward the future.

I firmly believe that the future of the Bangladeshi American community depends upon unity, cooperation, mutual respect, and inclusion. We may come from different cities, organizations, and professional backgrounds, but our heritage gives us a common bond. FOBANA can be strongest when we work together and place the interests of our broader community above individual differences.

This convention is also a celebration of our volunteers. Behind every successful convention are hundreds of individuals who give their time, energy, resources, and passion without expecting anything in return. I extend my heartfelt appreciation to every member of the Host Committee, the FOBANA Executive Committee, subcommittees, volunteers, sponsors, community organizations, performers, media partners, and supporters who have worked tirelessly to make this event possible.

I would also like to express my sincere gratitude to our sponsors, patrons, business leaders, distinguished guests, and community partners. Your support is an investment in our community and in the future of FOBANA.

As Convener, my vision has been simple: to make the 40th FOBANA Convention a milestone that we can remember with pride for many years to come. I hope that when we look back at Los Angeles 2026, we will remember not only the spectacular programs and celebrations, but also the friendships we created, the ideas we exchanged, the young people we inspired, and the unity we strengthened.

Four decades, forty conventions, and one shared journey of unity and pride. It is my immense joy and privilege to host this historic 40th FOBANA Convention in Los Angeles.

On behalf of the entire 40th FOBANA Convention Host Committee, I warmly welcome you to Los Angeles. Let us come together as one community and make this historic 40th FOBANA Convention a celebration of Bangladesh, our heritage, our achievements, and our shared future.

Welcome to Los Angeles. Welcome to the 40th FOBANA Convention.

With warmest regards,

Zainul Abedin, PhD
Convener, 40th FOBANA Convention 2026
Los Angeles, California



Message from the Member Secretary



As we entered the 4th decade of celebrating "FOBANA" welcoming everyone with great pleasure and boundless joy that we got a gift of another chance to strengthen our cultural identity among us along with future generations within North America. I am extremely proud and honored to serve "Member Secretary's legacy to orchestrate our vibrant cultural shows along with a series of variable seminars to showcasing -a symbol of who we are and what we can achieve under one umbrella and one diaspora.

Again, welcome to 40Th FOBANA convention hosting by Bangladesh Association Of California

While we are extremely thrilled to observe these valuable moments, we need to remind that the potential benefit of FOBANA, to narrow down the gap of understanding and respecting one another to live smoothly among people of Bangladeshi origin in our adopted countries. FOBANA has been serving as a bridge among communities, generations and cultures. This has empowered our younger generations to embrace their roots and while unlocking their potential and dreaming beyond and above the horizon.

Organizing an event of this scale requires immense efforts and huge collaborations. I am pleased to share that each committee and subcommittee have done an exceptional job in their respected areas, contributing to the success of this convention. The dedication, time, and efforts invested by all have been truly inspiring, and we are proud to achieve your generous support and cooperation. This spectacular journey has been very rewarding, from the beginning of its inception till now, with the opportunity of receiving positive vibes among Bangladeshi communities among Nort America. With great appreciation for our combined efforts, sincere gratitude for personal sacrifices, and deep admiration for the families and friends for their unwavering support,

The annual FOBANA convention is the epicenter of fun and excitement for Bangladeshis in Nort America. Each year, organizers in host city undertake the huge responsibility of putting together plans for searching & reaching excellence, navigating through challenges for staying on course, and continuously seeking opportunities for executing planned activities efficiently. They aligned with core principals of the FOBANA organization and inspired by successes archived in the past. Our host committee developed plans with contingencies, established an intermediate check point with a ZBB line, and monitored activities for ensuring continuous progress improvement and any sign of too much to handle, it was terminated with a time frame, and todays' celebration of success demonstrate those



principals and the strength of this community and yielding determination of team's members exceeded expectations.

I want to extend my heartful appreciation and indebtedness to each, and everyone involved from the beginning till the end for their support physically and/or financially. It was not an easy journey, but we did stride forward despite all the challenges to make it successful. This was possible only because of all the community leaders' support from east to west and North to South of greater Los Angeles. All committee leaders and their team members, advisors, sponsors, patrons, donors, volunteers - everyone worked diligently to make it happen. None of your efforts went in vain, even your suggestions were not taken but that may have raised issues that solved unexpected challenges. We are happy and proud that we, together, could make this convention a success. Your unparallel dedicated support has been vital in making this event possible, and I am deeply thankful to all of you.

I sincerely hope that the comprehensive program layout at the 4oth FOBANA convention will stimulate your interest and will transform ordinary moments into everlasting memories. Your experience will measure our success, and your memories will define our legacy. Stay safe, relax, and enjoy time in "Hollywood city" as you know our 40th Fofana Convention host city.

To our generous sponsors and supporters, especially thank you for standing with us at every moment with our downtime along with normal pace of moving forward. Your continued belief in our mission enables FOBANA to grow and thrive year after year. To our Distinguish guest and attendees, whether it's first time, 4oth and/or in between… on behalf of host committee, I am extending my deepest appreciation, your esteemed presence not only honor the convention, it inspire members of the diaspora a sense of great meaning of unity.

As our chief Cuest' Minister of labor and employment minister of expatriate's welfare and overseas employment', that multiplied our vison of "Focus on the Expat Generation and Bangladesh Globalization" and wishing a big success with your help and continued support.

Yours sincerely;

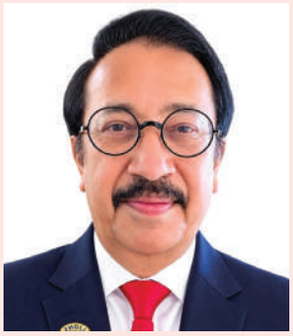
Eng. Mo. Iqbal

Member Secretary

40th FOBANA Convention 2026



প্রেসিডেন্টের শুভেচ্ছা বাণী



উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ ও মর্যাদাপূর্ণ আয়োজন ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৪০তম সম্মেলন লস অ্যাঞ্জেলেসে আয়োজন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

দীর্ঘ চার দশকের পথচলায় ফোবানা উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, সম্প্রীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐক্য সুদৃঢ় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এবারের সম্মেলন সেই গৌরবময় ধারাবাহিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিতব্য এই সম্মেলনে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সাংস্কৃতিক অঙ্গনের শিল্পী, সংগঠক এবং নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করবেন। আমাদের লক্ষ্য–একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত আয়োজনের মাধ্যমে প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরা।

এই সম্মেলন কেবল বিনোদন বা মিলনমেলার আয়োজন নয়; এটি আমাদের শেকড়ের সঙ্গে নতুন প্রজন্মের সেতুবন্ধন গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম। একই সঙ্গে এটি পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন আরও সুদৃঢ় করার একটি অনন্য সুযোগ।

৪০তম ফোবানা সম্মেলন সফল করতে আয়োজক কমিটির সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক, পৃষ্ঠপোষক, গণমাধ্যম সহযোগী এবং কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করছে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবারের আয়োজন একটি স্মরণীয় ও সফল সম্মেলনে পরিণত হবে–এই প্রত্যাশা করি।

৪০তম ফোবানা সম্মেলনে উত্তর আমেরিকার সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশিদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সবাই মিলে সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও ঐক্যের বন্ধনে একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাংলাদেশি কমিউনিটি গড়ে তুলি।

মোয়াজ্জেম এইচ. চৌধুরী, MPharm (DU)
প্রেসিডেন্ট, হোস্ট কমিটি
৪০তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৬
লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোরনিয়া



চেয়ারপারসনের শুভেচ্ছা বাণী



বাংলাদেশি অভিবাসীদের ইতিহাসে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) আজ একটি গৌরবময় অধ্যায়ের নাম। চার দশকের দীর্ঘ পথচলায় অসংখ্য স্বপ্ন, ত্যাগ, শ্রম, সাফল্য এবং চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে ফোবানা উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ঐক্য, সম্প্রীতি ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের এক অনন্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে। হাটি হাটি পা পা করে আজ ফোবানা ৪০ বছরে পদার্পণ করেছে–এটি কেবল একটি সংগঠনের বার্ষিকী নয়, বরং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্মিলিত অগ্রযাত্রার এক উজ্জ্বল মাইলফলক।

আগামী ৪৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সাল সিটির হিলটন লস অ্যাঞ্জেলেস হোটেলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফোবানার ৪০তম সম্মেলন। লেবার ডে সপ্তাহান্তে আয়োজিত এই সম্মেলনকে ঘিরে ইতোমধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এবারের সম্মেলন উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে।

এই বিশাল আয়োজনকে সফল করতে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালিফোর্নিয়া (বাক)-এর নেতৃবৃন্দ, আয়োজক কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক এবং অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী গত এক বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। তাদের আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, দূরদর্শিতা এবং সংগঠনের প্রতি ভালোবাসা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আমি আয়োজক কমিটি, আহ্বায়ক কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা জানাই।

ফোবানা শুধু একটি সম্মেলনের নাম নয়; এটি উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের আত্মপরিচয়, ঐক্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের শেকড়কে পৌঁছে দেওয়ার এক শক্তিশালী সেতুবন্ধন। এই প্ল্যাটফর্ম আমাদের ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, ব্যবসা, শিক্ষা, পেশাগত উৎকর্ষ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি।

আমরা এমন একটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি, যেখানে ২০৪০ সালের মধ্যে ফোবানা উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত সকল বাংলাদেশির সর্ববৃহৎ, সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বশীল এবং সর্বজনগ্রহণযোগ্য সংগঠনে পরিণত হবে। সেই লক্ষ্য অর্জন কোনো একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, উদার মানসিকতা, নেতৃত্বের প্রজ্ঞা এবং সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। মতের ভিন্নতা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এক–প্রবাসে বাংলাদেশকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় চেতনাকে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরা।

আসুন, বিভেদের দেয়াল ভেঙে আমরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে যাই। ফোবানাকে আরও শক্তিশালী, আধুনিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আগামী প্রজন্মের উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করি। ঐক্যের শক্তিই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, আর সেই শক্তিকে ধারণ করেই আমরা আগামী দিনের পথচলা আরও সমৃদ্ধ করব।

ফোবানার ৪০তম সম্মেলনের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এই সম্মেলনের মাধ্যমে উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির বন্ধন আরও সুদৃঢ় হোক–এই কামনাই রইল।

জয় হোক প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যের।

জয় হোক ফোবানার।

রবিউল করিম বেলাল
চেয়ারপারসন, নির্বাহী কমিটি
ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)



Message from the Vice Chairman



It is with great joy and heartfelt gratitude that I welcome you all to the 40th Annual FOBANA Convention 2026 in Hollywood,Los Angeles USA. This remarkable Convention stands as a testament to the incredible unity resilience and cultural heritage that define our North American Bangladeshi diaspora.

As Vice Chairman of FOBANA, I'm honored to share that the recent collaborative efforts by Los Angeles host committee, enlisted FOBANA members organizations, and standing committees have helped to significantly furthered our reach to both those from our motherland and in various mainstream platforms in both the United States and Bangladesh. Through strategic partnerships with donors, community leaders, institutions, and government bodies, we have strengthened our presence and amplified the impact we shall leave. We have additionally furthered our presence in several new cities and communities across the U.S., fostering broader engagement and building deeper, more meaningful connections nationwide.

Our presence on social media platforms has helped amplify our voice and impact, allowing us to both engage and share our culture with a wider audience. The digital footprint we leave continues to grow, serving as a reflection of our presence within today's interconnected world.

We remain deeply committed to youth leadership, inspiring the next generation through increased participation, mentorship, and visibility in FOBANA events and forums. Women's empowerment also continues to be a priority as we strive to provide inclusive platforms and celebrate the many contributions of the women within and outside of our community.

Above all, our journey this year has been guided by one clear vision: to build bridges not only within our community, but between various cultures, generations, and nations.

As you immerse yourself in the convention, experience the joy of cultural programs, engaging in seminars, exploring the book fair, connecting via networking opportunities, and visiting booths that bring homage and commemorate our rich culture and heritage. I hope you feel the same pride and excitement that I do for FOBANA's vibrant presence and its inspiring future.

I would like to extend my heartfelt thanks to the Bangladesh Association of California and to the host committee of the 40th FOBANA convention, for their tireless dedication and hard work in making this convention possible.

My sincerest appreciation also goes to the FOBANA Executive Committee and General Members for their continued support and contributions via scholarships and providing platforms to talented youth throughout the year. This collective effort is what keeps the spirit of FOBANA alive and growing.

Sincerely,

MD M Rahman Zahir,
Vice Chairman,
FOBANA 2025-2026



সাধারণ সম্পাদকের বাণী



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ফোবানা-এর ৪০তম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারক ম্যাগাজিনে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত সকল প্রবাসী বাংলাদেশি, প্রতিনিধি, অতিথি এবং সুধীজনকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

ফোবানা কেবল একটি সংগঠন নয়, এটি সুদূর প্রবাসে আমাদের শিকড়, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার এক অনবদ্য মঞ্চ। দীর্ঘ পথচলায় ফোবানা উত্তর আমেরিকার বুকে এক খণ্ড বাংলাদেশকে বিনির্মাণ করেছে। আমাদের ভাষা, কৃষ্টি এবং সামাজিক মূল্যবোধকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি।

গত বছরগুলোতে আপনাদের সবার অকুণ্ঠ সমর্থন ও ভালোবাসায় আমরা বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাইলফলক স্পর্শ করেছি। আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন প্রবাসের মাটিতে থেকেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির গৌরব বুকে ধারণ করতে পারে, সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। পাশাপাশি, বাংলাদেশের সংকটে ও প্রয়োজনে ফোবানা সবসময়ই মানবতার কল্যাণে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এবারের ম্যাগাজিনটি আমাদের অতীত কর্মযজ্ঞের দলিল এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নের প্রতিফলন। এই সুন্দর প্রকাশনাটি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য আমি প্রকাশনা কমিটি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকল পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী ও ভলান্টিয়ারদের, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফোবানা আজ এই পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আসুন, আমরা সবাই মিলে ফোবানার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ থাকি এবং আমাদের সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে আরও উঁচুতে তুলে ধরি। ফোবানার ৪০তম সম্মেলন সার্থক ও সুন্দর হোক।

খালেদ আহমদ রউফ
সাধারণ সম্পাদক
ফোবানা (২০২৫-২০২৬)



আরিফুল হক চৌধুরী, এমপি
মন্ত্রী
শ্রম ওকর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
এবং
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Ariful Haque Choudhury, MP
Minister
Ministry of Labour and Employment
&
Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment
Government of the People's Republic of Bangladesh

Message from the Chief Guest



It is my immense pleasure and great honor to address the esteemed Bangladeshi-American community as the Chief Guest of the **40th FOBANA** (Federation of Bangladeshi Associations in North America) **Convention 2026** in Los Angeles.

Reaching its 40th milestone is a historic achievement for FOBANA. For four decades, FOBANA has played a vital role in promoting unity, preserving our Bengali language, culture, heritage, traditions, and strengthening the bond between the Bangladeshi diaspora and our beloved homeland.

I take great pride in the remarkable achievements of Bangladeshi expatriates, who continue to serve as true ambassadors of Bangladesh through their hard work, talent, and professional excellence. Your valuable contributions. including through remittances, continue to play an important role in the development of our country.

Under the strong leadership of the Hon'ble Prime Minister, Mr. Tarique Rahman the Government of Bangladesh remains firmly committed to the welfare, rights, and prosperity of our expatriate community and overseas workfbrce. We will continue our efforts to protect the interests of Bangladeshi workers abroad and strengthen the meaningful engagement of Non-Resident Bangladeshis (NRBs) in our national development.

I extend my heartfelt congratulations to the organizers and host committee of the 40th FOBANA Convention. I am confident that this historic gathering will further strengthen our unity, celebrate our rich heritage, and inspire future generations.

I look forward to joining you all in Los Angeles in celebrating our culture, achievements, and the enduring spirit of Bangladesh.

With best wishes and warm regards,

(Ariful Haque Choudhury, MP)



Consulate General
of
The People's Republic of Bangladesh
Los Angeles, California
United States of America



Message on the Occasion of the 40th FOBANA Convention

It gives me great pleasure to extend my warm greetings and congratulations to the organizers, participants, and distinguished guests of the 40th FOBANA Convention.

For four decades, FOBANA has played an important role in promoting Bangladesh's rich culture, strengthening unity within the Bangladeshi diaspora, and deepening friendship between Bangladesh and North America.

The present Government of Bangladesh, under the leadership of the Hon'ble Prime Minister, Mr. Tarique Rahman, places strong emphasis on engaging expatriate Bangladeshis as valued partners in our national development. I encourage FOBANA to help channel the knowledge, experience, networks, and resources of our diaspora, particularly the younger generation, towards education, technology, entrepreneurship, investment, and community service in Bangladesh.

I wish the 40th FOBANA Convention every success and convey my best wishes to all participants.

Kazi Muhammad Jabed Iqbal
Consul General
Consulate General of Bangladesh
Los Angeles, CA

WASHINGTON UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Creating an ecosystem between industry and academia!

Triple Mission

WUST offers **Degree, Skills** and **Career** assistance until every graduate lands a job.

Earn Your BACHELOR'S DEGREE

with Up to 100% Tuition Assistance

— Available to Eligible U.S. Citizens and Permanent Residents.

WUST OFFERS

School *of* Business

- Bachelor of Science in Business Administration (BSBA)
- Master of Business Administration (MBA)

School *of* Information Technology

- Bachelor of Science in Information Technology (BSIT)
- Master of Science in Information Technology (MSIT)
- Master of Science in Cybersecurity (MSCS)
- Master of Science in Applied Software Engineering

School *of* AI, Innovation & Entrepreneurship

- Master of Science in Applied Data Science and Artificial Intelligence

School *of* Health Sciences

- Associate of Occupational Science (AOS) in Clinical Lab Science
- Medical Assistant Certificate
- Medical Billing and Coding Certificate



wustedu | wustedu
wustedu | wustedu
wustedu | wust-edu
wustedu | wustedu Group

For more Information

wust.edu

SCAN TO APPLY

info@wust.edu (703) 941-2020

WUST is certified to operate by SCHEV. Accredited by ACCSC.

GI Bill. ACCSC CHEA CIQG

This institution is approved to offer GI Bill® educational benefits by the Virginia State Approving Agency. "GI Bill® is a registered trademark of the U.S Department of Veterans Affairs (VA).



RAIHAN ZAMAN
CEO

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.

Utshob Group

utshob.com
YOUR ULTIMATE ONLINE SHOPPING EXPERIENCE

Khubsurat
Tailored Perfection

utshobbd.com

infinite media

AESTHETIC INTERIOR-BD
aesthetically brilliant

MANAGEOLOGY
HOLDINGS
Your Address, Our Expertise

utshob
SOLUTIONS

STYLING

utshob
courier

TRAVELYAN

UTSHOB ENERGY

DESHBIDESHE.COM
ভালোবাসার উৎসব দেশে বিদেশে

Utshob Agro

PAWFACTION
THEY DESERVE ONLY THE BEST

FASHION BLITZS

ÉLAN
BY UTSHOB

Framework Finance Limited
Get the Loan, Get the Home

NEXT
Dreams Made Reality

É ERVÉ
BY UTSHOB

UTSHOB
FOUNDATION



FOBANA EXECUTIVE COMMITTEE 2025-2026



Rabiul Karim Belal (PA)
Chairman



M. Rahman Zahir (FL)
Vice Chairman



Khaled Rouf (IL)
Executive Secretary



Anthony Pius Gomes (VA)
Joint Executive Secretary



Mohin Uddin Dulal (GA)
Treasurer

FOBANA OUTSTANDING MEMBERS



Masud Rob Chowdhury (CA)



Nahidul Khan Sahel (GA)



Mahbubur Bhuiyan (GA)



Dr. Mohammad Ali Manik (GA)



Mohammed Arefin Babul (GA)



Jashim Uddin (GA)



Sham Sudduha, Shagor (TX)



Nurul Amin (VA)



Abu Rumi (VA)

EXECUTIVE MEMBER ORGANIZATIONS



Dr. Zainul Abedin (CA)
Bangladesh Association California



Imtiaz Ahmed Pavel (TX)
Bangladesh American Society of Greater Houston



Nurul Amin Nuru (VA)
Bangladesh Association of Greater Washington DC (BAGWDC)



Abir Alamgir (NY)
Drama Circle



Shafiqul Islam Jewel (FL)
Bangladesh Association Of Florida Inc. (FI)



Mohammed Kazal (MD)
Maryland Friends and Family



Nahida Naser Yasmin (TX)
Bangladesh Theater Houston (BTH), TX



Akter Hossain (VA)
Friends and Family DMV (VA)



Nadim Bhuiyan Apu (TX)
Friends and Family Houston



Rehan Reza (KS)
Bangladesh Association of Greater Kansas



Kazi Nahid
U S Bangla Association of Georgia (GA)



Jabed Chowdhury (MI)
Bangladesh Association of Michigan (BAM)



Azmal A Khan (TX)
Bangladedh Association, Houston (TX)



Hashmat Mobin (TX)
Outstanding Member



Tawfiq S. Khan Tuhin (CA)
Bangladesh Mela INC. (CA)



Babul Hai (FL)
Bangladesh American Foundation of Central Florida



Dilshad Chowdhury (DMV)
Bangladesh Association of America, Inc. (BAAI)



40th FOBANA HOST COMMITTEE



Dr. Zainul Abedin
Convenor



Engr. Mohammed Iqbal
Member Secretary



Moazzem H Chowdhury
Host President



Habib Ahmed Tia
Co-convenor



Lasker Al Mamum
Chair, Media & Publication



Mohammed S. Hoq
Chief Coordinator



Shahid Ahmed Mithu
Secretary, Cultural



Shafiq Rahman
Chair, Registration



Dr. Mushfiqul Hoque
Treasurer



Mo Showkot Anjim
Chair, Business and Booth



Allen Eliyas Khan
Chair, Guest Welcome



Mehedi Hassan
Chair, Guest Accommodation



Mohammed A. Munim
Chair, Business Lunch



Mukhles Bhuiyan
Chair, Awards & Guest Selection



Dr. Yunus Rahi
Chairman, Scholarship



Mahabub R Rahim
Chair, Constitution Committee



40th FOBANA HOST COMMITTEE



Wahid M Rahman
Chairman, Auditorium Logistics



Ziaur Zahid
Chairman, Accounts & Finance



Saptarshy M. Chowdhury
Chairman, Youth



Prof. Salma Khan
Chairman, Women Empowerment



Babul Hai
Chairman, Membership



Dr. Priolal Karmakar
Chairman, Digital Content,
Marketing, Goodwill & Social Networking



Twafiq Khan Tuhin
Chair, Mainstream Liaison



Bashir Ather
Chairman, Poetry Seminar



Shazia Hoq Mimi
Chairman, Women Affairs



Saiful Ansari Chopol
Chairman, Seating & Safety



Dr. Shams Tanvir
Chair, Seminar

Kanta/Kamrul
Chairman
FOBANA Ambassadors

Dr. Aboo Naser Shumohair
Chairman
Medical Seminar & Clinic

Mohammed Khosru
Chairman
Business & Investment



Shiper Chowdhury
Chief Patron



Mikayeel Khan
Joint Member Secretary



Syed Naser Jebul
Joint Member Secretary



Afzal Hossain
Joint Member Secretary



Raju Ahmed
Joint Member Secretary

Engr Kamrul Islam
Joint Member Secretary

Al Masuk
Organizing Joint Member Secretary

Shumon Sayem Mazumder
Joint Chief Coordinator

Rimon Khan
Joint Chief Coordinator

Ferdos Khan
Joint Chief Coordinator

CO-CONVENERS



Kazi Nahid
Exe Co-Convener, Finance



Jamiul Belal
Co-Convener Bangladesh Mela



Farook Howlader
Co-Convener, Magazine



Badrul Alam Masud
Co-Convener



Lukman Hussain
Co-Convener



Layek Ahmed
Co-Convener



Ali Reza
Co-Convener

Dr Tasnim Ara
Exe Co-Convener, Admin

Ahmed Ali Linkon
Co-Convener, BISAC

Humayun Kabir
Senior Co-Convener, BAS, Stage Control

Engr Shahid Alam
Co-Convener, Banglar Pran

Tausif Murshed
Co-Convener, Digital

Amanullah Kabir
Co-Convener, Logistics

Rafiqul Islam
Co-Convener, Reception & Registration

Md Simon Islam
Co-Convener, Registration

Yamin Chowdhury
Co-Convener

Gulam Kibria
Co-Convener

Jamal Hossain
Co-Convener

Abdur Rob Comrade
Co-Convener

Shuel Chowdhury
Co-Convener

Md. Khurshid Alam
Co-Convener

Sohel Islam
Co-Convener

Mohammad Shahjahan
Co-Convener

Urmi Ather
Co-Convener

Shubra Banerji
Co-Convener

Sayeda Farjana Farabi
Co-Convener

Rumana Akhter Nipa
Co-Convener



ADVISORS



Masud Rob Chowdhury
Chief advisor



Zahidul M Zami
Joint Chief Advisor



Kanchon Chowdhury
Joint Chief Advisor



Badrul Chowdhury
Joint Chief Advisor



Abdul Bashit
Joint Chief Advisor



Khandakar Alam
Advisor



Rezaul Karim
Advisor

Jalil Khan
Joint Chief Advisor

Mojib Siddique
Joint Chief Advisor

Nazrul Alam
Senior Advisor

Lincon Khan
Advisor

Mashiha Ishrat, JD
Advisor, Legal

Abul Hasnat Ryhan
Advisor

Daud Bafatia
Advisor

Shimul Baruwa
Coordinator

Sultan Shahriar
Coordinator

Selim Reza, Vegas
Advisor

Engr. Sadik Hossain
Advisor

Mohammed H Raana
Advisor

Sayeed Hussain
Advisor

Syed Hasan
Advisor

Morshed Islam
Advisor

Robi Alam
Advisor

Mahtab Ahmed
Advisor

Ilias Tiger Sikder
Advisor

Jashim Ashrafi
Advisor

Sohel Rahman Badol
Advisor

Shahid Alam
Advisor

Md Rahman Raju
Advisor



FOBANA CULTURAL COMMITTEE 2026



AZ Asif Iqbal Khan (MO)
Chairperson



Jashim Uddin (GA)
Co-chair



Imtiaz Ahmed Pavel (TX)
Co-chair



Akter Hossain (VA)
Co-chair



Masud Chowdhury (CA)
Co-chair



Farhad Hossain (TX)
Co-chair



Anthony Pius Gomes (VA)
Co-chair

FOBANA SEMINAR COMMITTEE



Anthony Pius Gomes (VA)
Chairperson



Dr. Nazrul Islam
Member



Hashmat Mobin (TX)
Member



Dr. Rasha Ahmed (GA)
Member



Duke Khan (GA)
Member



Abir Alamgir (NY)
Member



Mahbubur Bhuiyan (GA)
Member



BANGLADESH LIAISON COMMITTEE



Nahidul Khan Sahel (GA)
chairperson



Duke Khan (GA)
Co-Chair



Rehan Reza (KS)
Co-Chair



Tamanna Rabbani (BD)
Member



Kazi Nahid (GA)
Member



Bipu Chowdhury (BD)
Member



Ismail Chowdhury (BD)
Member



Musa Mohammad (BD)
Member

AWARDS & GUEST SELECTION COMMITTEE



Jashim Uddin (GA)
Chairperson



Mahabub Rahim Reza (AZ)
Member



Hasmat Mobin (TX)
Member



Rehan Reza (KS)
Member

WOMEN EMPOWERMENT COMMITTEE



Nahida Naser Yasmin (TX)
Chairperson

Host Women Empowerment Committee



Dilruba Khan
Vice-Chairperson

Md. Tausif Murshed
Media Architect Support

Afree Fatema Farkhandha

Ratna Sharmin



BUDGET, FINANCE & FUNDRAISING COMMITTEE



Mohin Uddin Dulal (GA)
Chairperson



Dr. Mohammad Ali Manik (GA)
Co-chair



Rashel Bhuiyan (GA)
Co-chair



Nurul Amin (VA)
Co-chair



Abu Rumi (VA)
Co-chair



Parveen Patwary (VA)
Co-chair



Mohammed Kazal (MD)
Co-chair



Nadim Bhuiyan Opu (TX)
Co-chair



Shafiqul Islam Jewel (IL)
Co-chair



Russel Buyan
Co-chair



Suzud Khondoker Omi (GA)
Co-chair

MAINSTREAM LIAISON COMMITTEE



Towfiq khan (CA)
Co-chair



Masud Chowdhury (CA)
Co-chair



Rehan Reza (KS)
Co-chair



Hashmat Mobin (TX)
Co-chair



Duke Khan (GA)
Co-chair



BUSINESS & INVESTMENT COMMITTEE



Mahbubur Rahman Bhuiyan (GA)
Chairperson



M Mowla Dilu (GA)
Co-chair



Nahidul Khan (GA)
Co-chair



Duke Khan (GA)
Co-chair



Enamul Haque Enam (TX)
Co-chair



Kazi Nahid (GA)
Co-chair



Moazzam H Chowdhury (CA)
Co-chair



Raju Mahajan (DC)
Co-chair



Lasker Al Mamun (CA)
Co-chair



Mohammed Munim Ahmed (CA)
Co-chair



Sanjid Rahul Khan (BD)
Member



Mahrufur R Bhuiyan (GA)
Member



Md Mahbubul Alam (GA)
Member

WEB AND TECHNOLOGY COMMITTEE



Masud Rob Chowdhury (CA)
Chairperson



Anthony P Gomes (VA)
Co-chair



Shafiqul Islam (VA)
Co-chair



AZ Asif Iqbal Khan (MO)
Co-chair



Farhad Hossain (TX)
Co-chair



LEGAL COMMITTEE



Mohammad Alamgir (VA)
Chairperson



Rubina Wadwah, Esq (VA)
Co-Chair



John Kapoor, Esq (VA)
Co-chair



Raju Mohajon, Esq (VA)
Co-chair



Zubaida Iqbal, Esq (FL)
Co-chair

Rasheda Haq Generous, Esq
Co-chair



Rehan Reza (KS)
Co-chair



Jashim Uddin (GA)
Co-chair



Mahabub Rahim Reza (AZ)
Co-chair

MEDIA & PUBLIC AWARENESS COMMITTEE



Khaled Rouf (IL)
Chairperson



Farhad Hossain (TX)
Co-chair



Abir Alamgir (NY)
Co-chair



Pulak Mahmud (NY)
Co-chair



Lasker Al Mamun (CA)
Co-chair



Jewel Sadat (FL)
Co-chair



Sabet Sathi (CT)
Co-chair



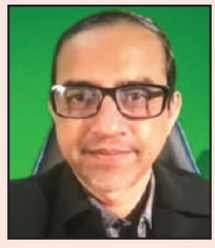
Foysol Ahmed Munna (MI)
Co-chair



Bodruzzaman Ruhel (NY)
Co-chair



Nurullah Syed (GA)
Co-chair



Khairul Mamun (CA)
Co-chair



FOBANA SCHOLARSHIP COMMITTEE



Dilu Mowla (GA)
Chairperson



Rehan Reza (KS)
Co-chair



Mohammad Alamgir (VA)
Co-chair



Masud Chowdhury (CA)
Co-chair



Jashim Uddin (GA)
Co-chair



Golam Faruque Bhuiyan (NJ)
Co-chair



Abir Alamgir (NY)
Co-chair



Anthony Pius Gomez (VA)
Co-chair



Shamsuddoha Sagor (TX)
Co-chair



Mahbub Bhuiyan (GA)
Co-chair



Kazi Nahid (GA)
Co-chair



Mohin Uddin Dulal (GA)
Co-chair



Mohammad Kazal (MD)
Co-chair



Sazia Hoq Mimi (CA)
Co-chair

CONVENTION REVIEW COMMITTEE



Farhad Hossain (TX)
Chairperson



Nahidul Khan Sahel (GA)
Co-chair



Pavel Ahmed (TX)
Co-chair



Shagor Shamsuddoha (TX)
Co-chair



AZ Asif Iqbal Khan (MO)
Co-chair



Anthony Pius Gomes (VA)
Co-chair



SOCIAL NETWORK COMMITTEE



Abir Alamgir (NY)
Chairperson



Anthony Pius Gomes (VA)
Co-chair



Farhad Hossain (TX)
Co-chair



Lasker Al Mamun
Co-chair



Foysol Ahmed Munna (MI)
Co-chair

YOUTH FORUM COMMITTEE



Mohammed Kazal (MD)
Chairperson



Anthony P Gomes (VA)
Co-chair



Mahbubur Bhuiyan (GA)
Member



Mohin Uddin Dulal (GA)
Member



Farhana Islam (MD)
Member



Iftishamul Nihal (FL)
Member



Simon Chowdury (CA)
Member



Adiba Mobin (TX)
Member



Noshin Khan (NY)
Member



Sezan Khan (NY)
Member



Mukta Bain (VA)
Member



Tareque Mehdi (VA)
Member



Fariba Haider (GA)
Member



ALUMNI COMMITTEE



Dr. Abdus Sattar (VA)
Chairperson



Babul Hai (FL)
Co-Chair



Nahida Naser Yasmin (TX)
Co-Chair



Dr. Pryalal Karmakar (VA)
Co-Chair

CONVENTION LIAISON COMMITTEE



Hashmat Mobin (TX)
Chairperson



Rehan Reza (KS)
Co-Chair



Farhad Hossain (TX)
Co-Chair



Masud Rob Chowdhury (CA)
Co-Chair



Duke Khan (GA)
Co-Chair

UNIFICATION COMMITTEE



Maqbul M. Ali (IL)
Chairperson



Rehan Reza (KS)
Co-Chair



Jashim Uddin (GA)
Co-Chair



Masud Rob Chowdhury (CA)
Co-Chair



Golam Faruque Bhuiya (NJ)
Co-Chair

ADVISORS



Mohammed Alamgir



Duke Khan



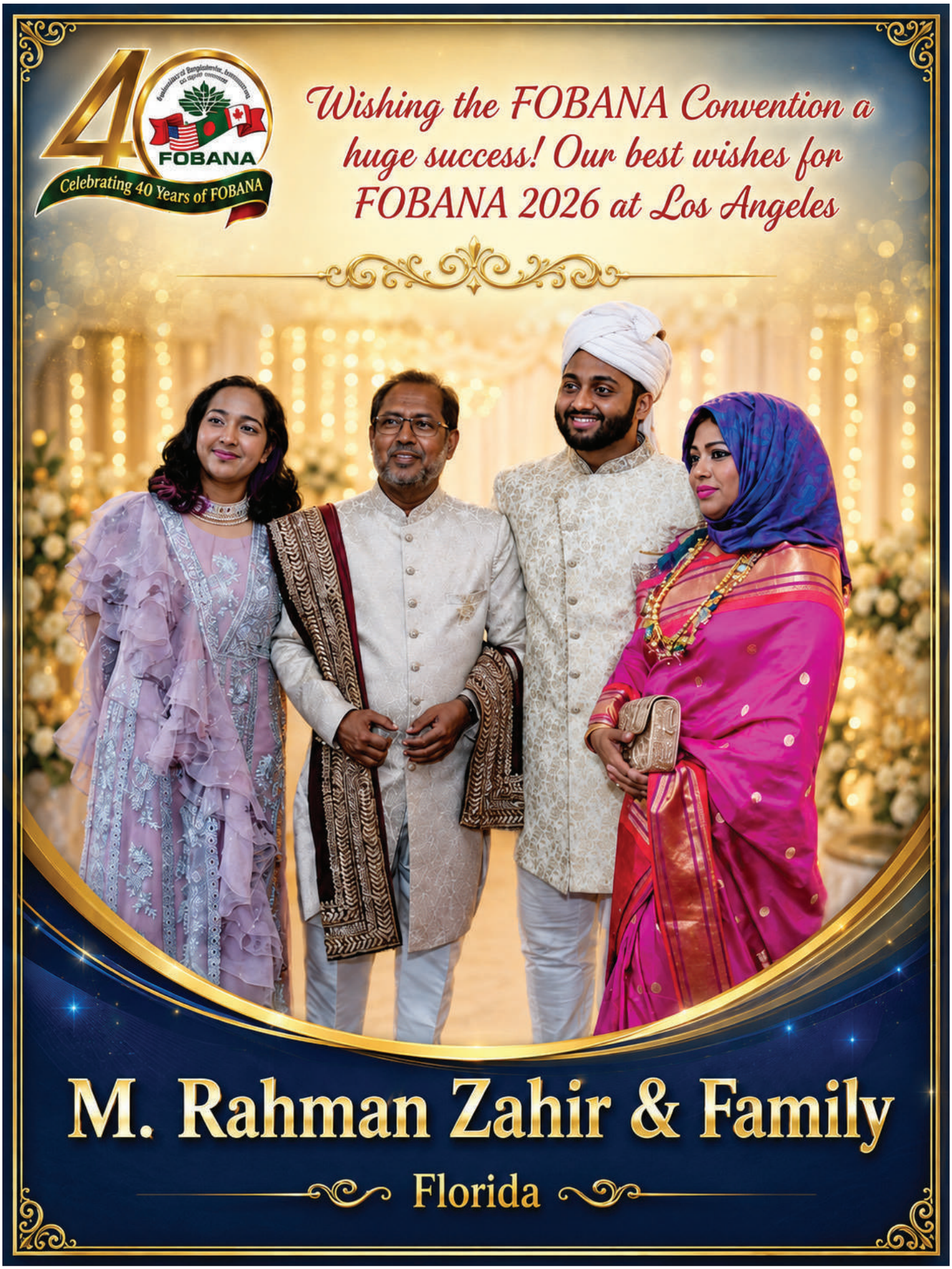
Mahbub Rahim Reza



Golam Faroque Bhuiyan



Nargis Ahmed


40
FOBANA
Celebrating 40 Years of FOBANA
Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles
M. Rahman Zahir & Family
Florida



FOBANA ELECTION COMMISSION 2026



MD Mahabub Reza Rahim
Chief Election Commissioner



Duke Khan
Election Commissioner



Mohamed Alamgir
Election Commissioner



Avishek Chakraborty
IT Consultant

Important FOBANA Election Dates 2026

Election Schedule:

Nomination Call – August 8, 2026

Nomination Paper Submission Last Date – August 21, 2026

Preliminary Candidate List Release – August 23, 2026

Finalized Voter List from Executive Committee to Election Commission – August 15, 2026

Withdrawals or changes with a penalty- August 28, 2026

Final Candidate/Voter List Release – August 31, 2026

Election Date – September 6, 2026 (After AGM)

Nomination Form and Fee:

Fobana 2026 Election Form

All Executive positions & Outstanding Member: $200

Executive Member Organization: $ 100

You can submit nominations for only two positions.

Please pay your nomination fee through online payment on the FOBANA website.

FOBANA – Federation of Bangladeshi Associations in North America

For more information, please Contact : MD Mahabub Rahim

email – cec.fobana@gmail.com; Phone – 602-367-3963

dhaka home
one stop housing solution

BUY | SELL | MANAGEMENT

Apartments • Houses • Land • Commercial Space

- Trusted Property Experts
- Verified Listings
- Professional Service



MD. BELAYET HOSSAIN
CHAIRMAN

OUR AFFILIATES

BASHUNDHARA GROUP

UNIQUE GROUP

kpc — KPC Bangladesh Development

OUR SERVICES

PROPERTY MANAGEMENT
We manage over 300 properties across Dhaka with trusted and professional service.

PROPERTY BUY & SELL SERVICE
We buy and sell properties across Dhaka with the trust of over 9,000 satisfied customers.

SHORT & LONG TERM RENTALS
We provide short and long-term rental homes across Dhaka with trusted service.

COX'S BAZAR HOTEL MANAGEMENT
In addition, we manage three hotels and a restaurant at Cox's Bazar Sea Beach.

"ONE STOP HOUSING SOLUTION"

DHAKA OFFICE
House-09, 8th Floor, Road-02, Sector-03, Uttara, Dhaka-1230

USA OFFICE
9030 W. Sahara Ave. #415. Las Vegas N.V. 89117, USA

+88 0172 222 2005
+1 702 210 2839

www.dhakahome.com | info@dhakahome.com



উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন: ১৯৮৭

ইকবাল বাহার চৌধুরী



১৯৭৩ সাল, আমার জীবনে বাঁক পরিবর্তনের একটা সময়। ভয়েস অব আমেরিকার চাকরি নিয়ে সপরিবার স্বদেশের মাটি ছেড়ে ওয়াশিংটনে এলাম ওই বছরের মে মাসে। এখানে তখন বাংলাদেশিদের সংখ্যা খুবই কম। বাংলাদেশ দূতাবাস, বিশ্বব্যাংক আর VOA-তে কর্মরত কয়েকজন ছাড়া আরও ছিলেন সামান্য কজন বাংলাদেশি। হোসেন আলী সাহেব ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। সেই সময় ওয়াশিংটনে মোটামুটি সবাই সবাইকে চিনতাম আমরা। আমাদের মধ্যে আসা-যাওয়া, মেলামেশা ছিল যথেষ্ট। তখন Bangladesh Association of America, Washington DC এই নামে আমাদের একটা সংগঠন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে আমরা ওয়াশিংটনে কিছু অনুষ্ঠান করতে শুরু করি।



আমাদের শিল্পী ছিল না। হারমোনিয়াম, তবলা বাজানোর মতো লোক পাওয়া যেত না। তা সত্ত্বেও আমরা জোড়াতালি দিয়ে অনুষ্ঠান করেছি। স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি, রবীন্দ্র-নজরুলজয়ন্তী, বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান করেছি সেই ১৯৭০-এর দশক থেকে নিয়মিত। বাংলাদেশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি মোরশেদ চৌধুরীর লেখা একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করেছি। এসব নাটক পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল আমার ওপর।

অন্যদের মধ্যে নাটকে অংশ নিয়েছেন খন্দকার রফিকুল হক, ইকবাল সোবহান, আজমত আলী, এম এ হামিদ, তারেক এবং আরও অনেকে। আমার সতীর্থ ওসমান ফারুকও একবার নাটকে অংশ নিয়েছিলেন। আমাদের এসব অনুষ্ঠান হতো স্থানীয় পর্যায়ে বৃহত্তর ওয়াশিংটন এলাকায়। কিন্তু গোটা যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডা অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশিদের কোনো অনুষ্ঠান বা সম্মেলন তখনও হয়নি। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্য এমন একটা সম্মেলন আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করি।

এ নিয়ে কথা প্রসঙ্গে দু-চারজনের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনাও হয়। ১৯৮৬ সালে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গেছি। নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহর সঙ্গে তখন উত্তর আমেরিকাজুড়ে বাংলাদেশ সম্মেলন করার বিষয় আলোচনা করি। তাকে বললাম, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের উদ্যোগে প্রতি বছর বঙ্গ সম্মেলন হচ্ছে ১৯৮১ সাল থেকে। আমাদেরও উচিত বাংলাদেশ সম্মেলন করা। মোহাম্মদ উল্লাহ আমার এই প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। সহযোগিতার আশ্বাস দিলেন। আমি বললাম, আমেরিকা, কানাডায় বড় শহরগুলোতে বাংলাদেশি যেসব সংগঠন আছে তাদের ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, কর্মকর্তাদের নাম কিছুই জানা নেই আমাদের। প্রবাসী পত্রিকার মাধ্যমে এটা করতে হবে। সেই সময় সেল ফোন, ইমেইল ইত্যাদি কিছুই ছিল না। নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন ফিরে বাংলাদেশের সবার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।







অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠক হলো, কার্যনির্বাহী কমিটির প্রেসিডেন্ট আবু সোলেমানের Bethesda-এর বাড়িতে। কমিটির সেই সভায় প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন করা যাবে, তা কারও জানা ছিল না। তবু সবাই আগ্রহ দেখালেন আমার প্রস্তাবে, পূর্ণ সমর্থন জানালেন। আরও কিছুদিন পরে কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন আয়োজনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক কমিটি হলো। এই কমিটিকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় সম্মেলন আয়োজনের সবকিছু করার—

সাংগঠনিক কমিটি
প্রেসিডেন্ট : ইকবাল বাহার চৌধুরী
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ওয়াহেদ হোসেইনি
জয়েন্ট সেক্রেটারি : সৈয়দ মোজাম্মেল হক
সদস্যরা হলেন—সুলতান আহমদ, ইশতিয়াক আহমদ, জাফর আহমদ, জাহানারা আলী, মোনায়েম চৌধুরী, ওবায়দুল হক, রাশেদুল হোসেন, আমিনুল ইসলাম, ফরিদ খান, মোহাম্মদ হুমায়ুন মুর্শেদ, এনায়েতুর রহিম, এমএ সুলেমান, সৈয়দ মোহাম্মদ ইউসুফ।

প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন কমিটি গঠনের পর 'প্রবাসী' পত্রিকায় খবর ছাপা হলো। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ডক্টর নূরুন্নবী নিউজার্সি থেকে, ডালাস থেকে রাশেদুল হোসেন, অটোয়া থেকে ফরিদ খান এবং আরও অনেকে সম্মেলন সফল করার জন্য পূর্ণ সমর্থন জানালেন। এরপর সম্মেলন আয়োজনের কাজ চলল দীর্ঘ এক বছর ধরে। ওয়াশিংটনের বিশ্বব্যাংক অডিটরিয়ামে ১৯৮৭ সালের ৩১ অক্টোবর দুই দিনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বাংলাদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ে নানা সেমিনার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হলো। যুক্তরাষ্ট্র আর কানাডার বড় শহরগুলো থেকে বাংলাদেশি সংগঠনগুলো সেসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল।



সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ওবায়দুল্লাহ খান। সম্মেলন উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, 'এই সম্মেলন আয়োজনের ফলে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ হলো। এর মধ্য দিয়ে তারা একটি জাতীয় সংগঠন গড়ে তোলার সুযোগ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।'

এখানে একটা কথা বলা দরকার, এই সম্মেলন শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে ঢাকায় আমার মা অনেক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে হঠাৎ আমাকে ঢাকায় যেতে হলো। সম্মেলন শুরু হওয়ার চার দিন আগে মা চলে যান না ফেরার দেশে। আমি সম্মেলনে যোগ দিতে পারলাম না। প্রথম উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন কমিটি এবং Bangladesh Association of America, Washington DC-এর কার্যনিবাহী কমিটির সদস্যরা বিশেষ করে রাশিদ আলম, ওয়াহেদ হুসেইনি, আবু সোলায়মান, সাজেদা সোলায়মান, জাফর আহমদ, সুলতান আহমদ, এনায়েতুর রহিম, এহসান রহমান, জিনা রহমান, আরজিনা হোসেইনি, আজমত আলি এবং অন্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সফলভাবে প্রথম বাংলাদেশ সম্মেলনে হয়েছে।

প্রথম দিককার এসব সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ছিলেন—বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক। উত্তর আমেরিকা বাংলাদেশ সম্মেলন এখন Bangladeshi Associations in North America। ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটনে প্রথম উত্তর আমেরিকা





বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর নানা বাধাবিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা সত্ত্বেও লস এঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়ায় ৪০তম ফোবানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলন আমাদের দেশ আর আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে উত্তর আমেরিকার মানুষের কাছে তুলে ধরায় সহায়ক হবে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করবে।

এবারকার সম্মেলনে উদ্যোক্তাদের আমি অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি এই সম্মেলন বাংলাদেশ আর আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে উত্তর আমেরিকার মানুষের কাছে তুলে ধরার সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশিদের আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, আরও ঐক্যবদ্ধ করবে। ফোবানার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আমেরিকায় বাংলাভাষীদের সংখ্যা এখন অনেক। আজকাল ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে চর্চাও হচ্ছে অনেক, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক, সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে নতুন প্রজন্ম—যেটা আমাদের আগামীর জন্য আমাদের স্বদেশি সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভীষণ সময়োপযোগী একটি প্রয়াস। প্রবাসী বাঙালিদের অধিকাংশই নানা পেশায় সফলতা অর্জন করেছেন, ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু করার সুযোগ রয়েছে।

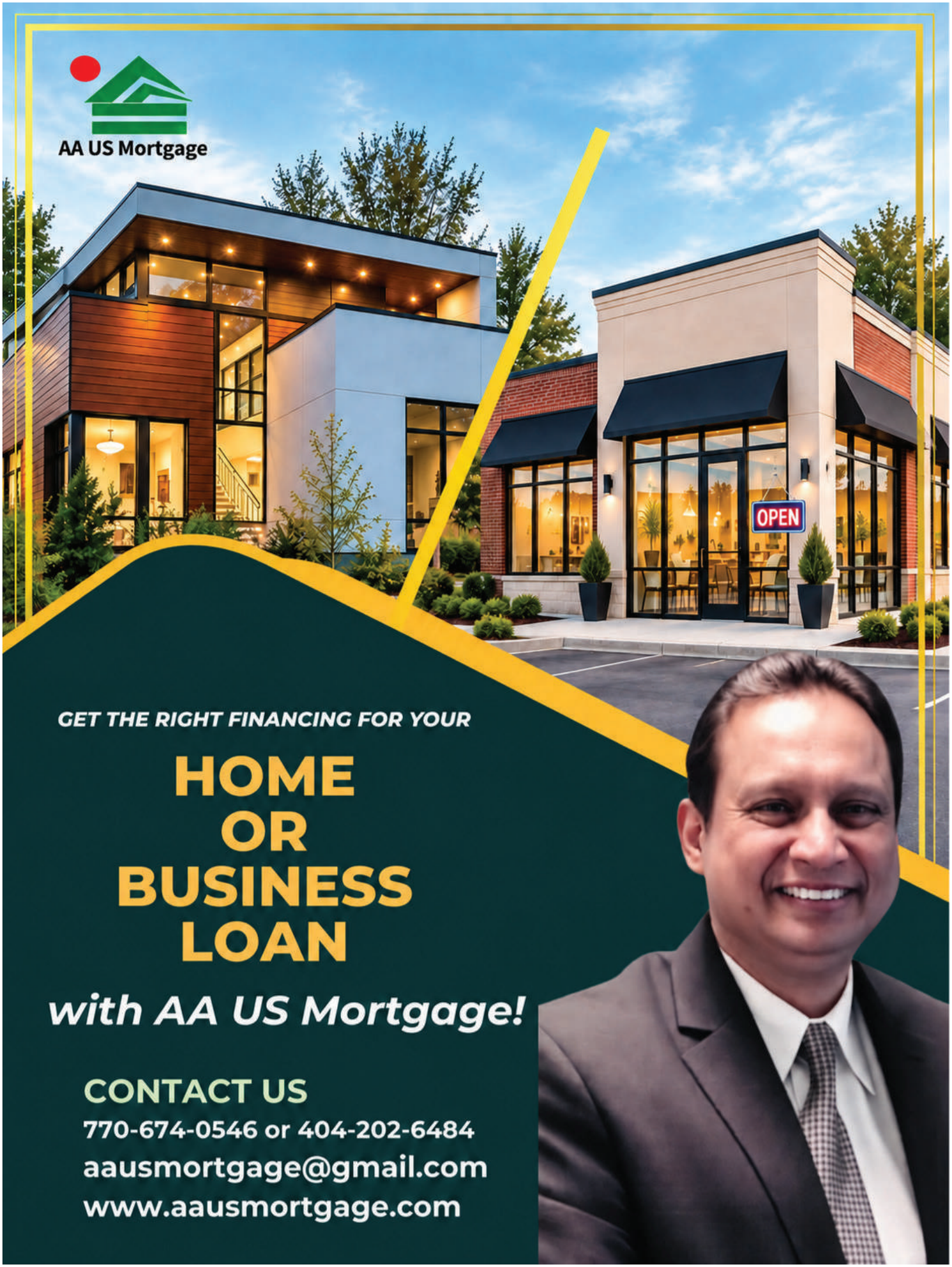
নিউ ইয়র্ক, জর্জিয়া, ভার্জিনিয়াসহ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে আমাদের বাংলাদেশিরা মূলধারার রাজনীতিতে কাউন্টি ও সিনেটে জায়গা করে নিয়েছে, এটা আমাদের জন্য যেমন গর্বের, তেমিন সমাজের অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক। এখনো আরও সুযোগ রয়েছে বিভিন্ন শহরে বাঙালিদের রাজনৈতিক অঙ্গনে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখার, এ দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করার। এ ছাড়া বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ারও সুযোগ রয়েছে অবারিত।

প্রায় প্রতিটি বাঙালি-অধ্যুষিত এলাকায় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হচ্ছে, দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুল এন্ডোওমেন্ট (তহবিল) হয়েছে, যা আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি শেখানো হচ্ছে, সেটাও প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগ বলে মনে করি। তবে চর্চটা আরও বাড়ানো যেতে পারে।



প্রবাসের মাটিতে আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে, মূলধারার মানুষকে বাংলাদেশ সম্পর্কে আরও বেশি করে জানাতে হবে, আরও সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আলোচনা সভার আয়োজন করা দরকার। এ ছাড়া যেসব আমেরিকান বা বিদেশি বাংলাদেশে থেকেছেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে অবগত আছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে বাংলাদেশকে মূলধারায় আরও ভালোভাবে তুলে ধরার জন্য।

এসব আমেরিকানকে নিয়ে ফোবানাসহ নানা অনুষ্ঠানে আলোচনা সভার আয়োজন করে হলে তা হবে সবার জন্য আকর্ষণীয়। ফোবানা এসব ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করি। ফোবানা পরিবারের সবার জন্য এবং প্রবাসী বাঙালিদের জন্য রইল অশেষ শুভকামনা। প্রবাসের মাটিতে বাঙালিদের দৃপ্ত পদচারণ আগামীর বলয়ে আরও বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে যাক, সেই প্রত্যাশা করছি।


AA US Mortgage
OPEN
GET THE RIGHT FINANCING FOR YOUR
HOME
OR
BUSINESS
LOAN
with AA US Mortgage!
CONTACT US
770-674-0546 or 404-202-6484
aausmortgage@gmail.com
www.aausmortgage.com



বৃহত্তর লস অ্যাঞ্জেলেসের বৈচিত্র্য এবং এশিয়ার অবদান: বাংলাদেশের গৌরবময় উপস্থিতি

শিপার চৌধুরী



বিশ্বের অন্যতম প্রাণবন্ত, বৈচিত্র্যময় এবং বহু সাংস্কৃতিক মহানগরী হলো বৃহত্তর লস অ্যাঞ্জেলেস। এটি কেবল যুক্তরাষ্ট্রের একটি অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রই নয়, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত মানুষের স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সাফল্যের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এখানে শতাধিক ভাষায় কথা বলা হয়, অসংখ্য সংস্কৃতি পাশাপাশি বিকশিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যকে ধারণ করেও এক অভিন্ন নাগরিক পরিচয়ে আবদ্ধ হয়েছে। এই বৈচিত্র্যই লস অ্যাঞ্জেলেসের শক্তি, সৌন্দর্য এবং বিশ্বজনীন পরিচয়ের মূল ভিত্তি

এই মহানগরীর বিকাশে এশীয় দেশগুলোর অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও বাংলাদেশের অভিবাসীরা গত কয়েক দশক ধরে শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, গবেষণা, শিল্প-সংস্কৃতি এবং জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। তাদের কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারা লস অ্যাঞ্জেলেসকে আরও সমৃদ্ধ ও আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন নগরীতে পরিণত করেছে।

এই বহুজাতিক সমাজে বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে কম হলেও তাদের কর্মনিষ্ঠা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা আজ সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃত। ২০১০ সালে লস অ্যাঞ্জেলেস সিটি কর্তৃক লিটল বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল এই সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা, ঐক্য এবং সাফল্যের একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। এটি কেবল একটি ভৌগোলিক এলাকা নয়; এটি প্রবাসে বাংলাদেশি সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য এবং আত্মপরিচয়ের এক গর্বিত প্রতীক।

বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা রেস্তোরাঁ, মুদি দোকান, পোশাক ব্যবসা, আমদানি-রপ্তানি, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবহন, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য বিভিন্ন খাতে সফল ব্যবসা গড়ে তুলেছেন। এসব উদ্যোগ স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি হাজারো মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশি চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, আইনজীবী এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা তাদের মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

বাংলাদেশি কমিউনিটির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন সংগঠন নিয়মিতভাবে সাংস্কৃতিক উৎসব, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা ও সংস্কৃতি তুলে ধরছে। একই সঙ্গে তারা শিক্ষা সহায়তা, স্বাস্থ্যসচেতনতা, মানবিক সহযোগিতা, দুর্যোগ ত্রাণ, বৃত্তি প্রদান এবং নতুন অভিবাসীদের সহায়তার মতো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এসব উদ্যোগ শুধু বাংলাদেশি সম্প্রদায়কেই নয়, বৃহত্তর আমেরিকান সমাজকেও সমৃদ্ধ করছে।

বাংলাদেশি-আমেরিকানরা আজ স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা বোর্ড, ব্যবসায়িক সংগঠন এবং বিভিন্ন নাগরিক উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। তাদের এই অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে বাংলাদেশি সম্প্রদায় কেবল নিজেদের উন্নয়নেই নয়, বরং বৃহত্তর সমাজের অগ্রগতিতেও সমানভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি নতুন প্রজন্মের জন্যও এক অনুপ্রেরণার উৎস, যারা নিজেদের শিকড়কে ধারণ করেই বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠছে।



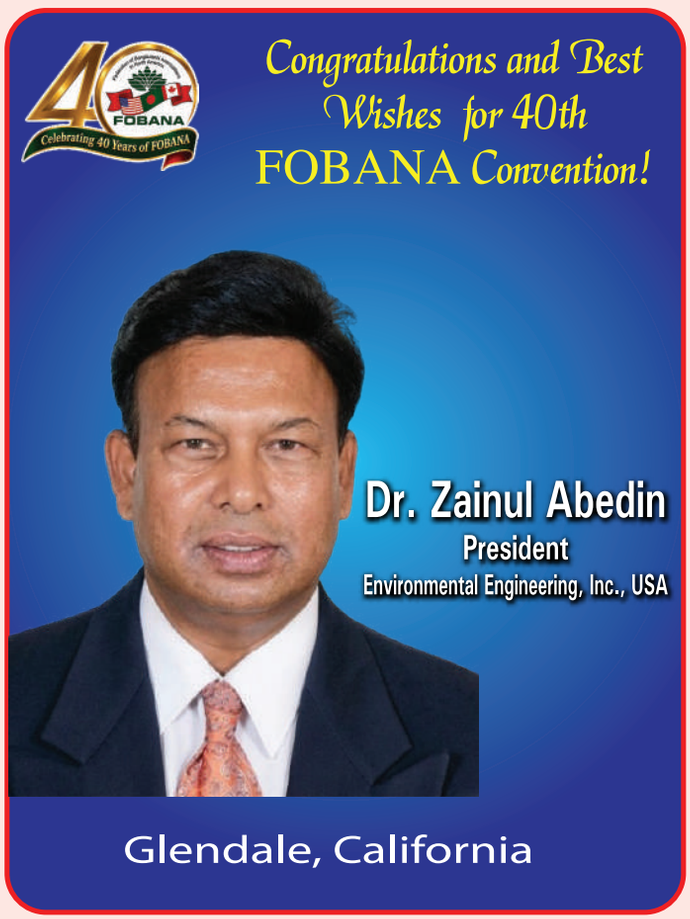
লস অ্যাঞ্জেলেসের সাফল্যের গল্প মূলত অভিবাসীদের গল্প। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মানুষের পরিশ্রম, মেধা এবং স্বপ্নের সমন্বয়েই এই শহর আজ বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী মহানগরীতে পরিণত হয়েছে। এই সাফল্যের ইতিহাসে এশীয় দেশগুলোর অবদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বাংলাদেশের অবদানও ক্রমেই আরও সুস্পষ্ট ও মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠছে।

আজকের বিশ্বে বৈচিত্র্য কোনো বাধা নয়; বরং এটি উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শক্তি। বৃহত্তর লস অ্যাঞ্জেলেস সেই সত্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এখানে প্রতিটি সংস্কৃতি সম্মানিত, প্রতিটি ভাষা মূল্যবান এবং প্রতিটি মানুষের অবদান সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশি সম্প্রদায় তাদের কর্ম, সততা, দেশপ্রেম এবং মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে এই মহানগরীর অগ্রযাত্রায় এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায় শিক্ষা, প্রযুক্তি, ব্যবসা, সংস্কৃতি এবং জনসেবার মাধ্যমে লস অ্যাঞ্জেলেসের উন্নয়নে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বৈচিত্র্যের এই মহান নগরীতে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকার সম্মান আরও উজ্জ্বল হবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা ও গর্ব।

'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই লস অ্যাঞ্জেলেসের শক্তি, আর সেই ঐক্যের এক উজ্জ্বল অংশীদার বাংলাদেশ।'

(শিপার চৌধুরী, সভাপতি, তরঙ্গ অব ক্যালিফোর্নিয়া (Torongo of California), সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ ইউনিটি ফেডারেশন অব লস অ্যাঞ্জেলেস (BUFLA))







যুক্তরাষ্ট্রের গৌরবময় ২৫০ বছর ও বাংলাদেশি-আমেরিকানদের গৌরবগাঁথা

আবুবকর হানিফ



২০২৬ সাল! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৌরবময় ২৫০ বছর! আমরা যারা এই দেশে বহু বছর ধরে আছি, তাদের কাছে যুক্তরাষ্ট্র এক অনন্য দেশ। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয়ভাবে যা কিছুই আমাদের জীবনে ঘটে, তার প্রায় সবটাই আমাদের জন্য এক আনন্দময় নিশ্চিন্ত জীবনের স্বাদ দেয় এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। যদিও তার পেছনে একটা সংগ্রামময় সময় থাকে। তারপরও এই জীবন আমাদের ভালো লাগে। আমরা সুন্দর সময় কাটাই।

আমরা এখন এখানে আমেরিকান বলেই পরিচিত। তবে অতি স্পষ্টভাবে আমাদের এই পরিচয়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকে আরেকটি নাম 'বাংলাদেশ'। আমাদের বলা হয় বাংলাদেশি-আমেরিকান। আমরা তাতে গর্বিত। কারণ আমরা একটি স্বাধীন জাতি। সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কলায় সমৃদ্ধ জাতি। আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসি। আমরা আমেরিকাকে ভালোবাসি। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের মাতৃভূমিকেও ভালোবাসি।

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশিদের পদচারণা বাংলাদেশের সমান বয়সী। বস্তুত তারও বেশি। আমি নিজে এ দেশে এসেছি তিন দশক হবে। কিন্তু এখানে কখনো কখনো কারও সঙ্গে দেখা হয়, যাদের মুখে শুনি, তারা সেই সাড়ে পাঁচ দশক আগে বাংলাদেশের উদ্ভবকাল থেকেই রয়েছেন এই দেশে। কেউ কেউ আছেন যারা তারও আগে এসেছেন, আবাস গেড়েছেন। এ দেশের সঙ্গে তাদেরই ভাষায় 'ন্যাচারালাইজড' হয়েছেন। তারপর হয়তো জন্ম নিয়েছে এ দেশেই তাদের দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রজন্ম। তারা আছেন সেই থেকে, সন্তান-সন্ততি নিয়ে বসবাস করছেন। আমেরিকান জীবনের স্বাদ নিচ্ছেন।

কিন্তু শুধুই কি নিচ্ছেন? না! মোটেই তা নয়। এই মানুষগুলো তাদের শ্রম, মেধা, শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার চমৎকার প্রয়োগ ঘটিয়ে নিরন্তর অবদান রেখে চলেছেন এ দেশের অর্থনীতিতে, সমাজ গঠনে। কেউ কেউ ছাড়িয়ে গেছেন প্রত্যাশারও সব গণ্ডি। এখানে এসেই তারা তাদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন, যা তাদের অমর করেছে। করেছে স্মরণীয় ও বরণীয়।

নাম স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই ভেসে ওঠে স্থপতি প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খানের কথা। এফ আর খান হিসেবে যার বিশ্বজোড়া খ্যাতি। ১৯৭৪ সালে তার ডিজাইনে নির্মিত সিয়ার্স টাওয়ার (পরে উইলিস টাওয়ার) যুক্তরাষ্ট্রকে পথ দেখিয়েছে স্কাই স্ক্র্যাপার (বহুতল ভবন) গড়ে তোলার। সকলে তাকে টিউবলার ডিজাইনের জনক হিসেবেই চেনে। এফ আর খানের মেধা থেকে আসা বান্ডলড টিউব ডিজাইনকে ভিত্তি ধরেই পরবর্তী সময়ে এ দেশে তৈরি হয় ১১০ তলাবিশিষ্ট ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। আকাশচুম্বীর জন্য এই আকাশছোঁয়া খ্যাতির পরও থেমে থাকেননি এফ আর খান। কম্পিউটার যুগ যখন এসে গেল, স্ট্রাকচারাল অ্যানালিসিস অ্যান্ড ডিজাইনে কম্পিউটার ব্যবহারের পদ্ধতিও তারই হাতে গতি পেল। এ ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তিনি ছিলেন বাঙালির গর্ব। বাংলাদেশের গর্ব।

আমাদের গর্বের ইতিহাসে নতুন নতুন যুক্ত হয়েছে আরও কত পালক। বিজ্ঞান প্রকৌশলে আমরা আবুল হুশামকে চিনি, যিনি সোনো নামের আর্সেনিক ফিল্টার তৈরি করে বিশ্বজোড়া নাম কুড়িয়েছেন। কেবল তা-ই নয়, তার সেই অনন্য আবিষ্কার বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের জন্য জীবনদায়ী বিশুদ্ধ পানির সরবরাহে ভূমিকা রেখেছে। ভূষিত হয়েছেন গ্রেইঞ্জার চ্যালেঞ্জ পুরস্কারে। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এম জাহিদ হাসানের কথাই ধরুন না, কোয়ান্টাম ম্যাটেরিয়াল এবং টোপোলজিকাল ফিজিকসে যার অগ্রণী অবদান অনুস্বীকার্য। কিংবা মাকসুদুল আলম। পেঁপে, পাট ও রবারের জেনম সিক্যুয়েন্স আবিষ্কার করায় এ দেশেই যার নামে ধন্য ধন্য পড়ে যায়। প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে আরও উল্লেখ করা যায় জাওয়াদ করিমের নাম। যিনি ইউটিউবের কো-ফাউন্ডার। কিংবা পেপ্যালের প্রধান ডিজাইনারও তিনি।



ক্যানসার চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য নাম কুড়িয়েছেন ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সুলতানা এন নাহার।

ক্যানসার গবেষণায় অপর নাম ড. রায়ান সাদী। চিকিৎসা উদ্যোক্তা হিসেবে তার যেমন উল্লেখযোগ্য সফলতা রয়েছে, তেমনি চিকিৎসা উদ্ভাবনেও তিনি সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশি-আমেরিকান এই চিকিৎসক বর্তমানে টেভোজেন বায়োর চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সাশ্রয়ী ক্যানসার ও জটিল সংক্রামক রোগের চিকিৎসা উদ্ভাবনে কাজ করে যাচ্ছেন। গবেষণা, উদ্ভাবন ও মানবকল্যাণে তার অবদান তাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে সমাদৃত করেছে।

শিক্ষায় আমি খান একাডেমির নামটাই আগে নেব। কারণ বিনামূল্যে অনলাইন শিক্ষার মাধ্যমে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জীবন গড়ে দিতে সালমান খানের ভূমিকা সবারই কাছে জ্ঞাত। যুক্তরাষ্ট্রে ২২ বছর ধরে আমি নিজেও শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের জীবন পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছি। নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান পিপলএনটেকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে ১০ হাজারের বেশি মানুষকে এই দেশের মূলধারায় প্রযুক্তি খাতে লাখ ডলার বেতনের চাকরি পেতে সহায়তা করেছি।

আমার শিক্ষা দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হলো 'Triple Mission: Degree, Skills, Career.' আমি বিশ্বাস করি, শুধু একটি ডিগ্রি অর্জনই যথেষ্ট নয়; সেই ডিগ্রির সঙ্গে বাস্তব দক্ষতা এবং কর্মজীবনের নিশ্চিত প্রস্তুতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দর্শন সামনে রেখেই ২০২০ সাল থেকে চ্যান্সেলর ও চেয়ারম্যান হিসেবে পরিচালনা করছি ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। আমাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, আমাদের শিক্ষকরা শুধু স্কলার নন, তারা নিজ নিজ শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞ পেশাজীবীও। ফলে তারা শ্রেণিকক্ষেই বাস্তব কর্মপরিবেশের প্রতিচ্ছবি তৈরি করেন। শিক্ষার্থীরা শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে না; তারা হাতে-কলমে বাস্তব প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পায়, শিল্পক্ষেত্রের সমস্যা সমাধান শেখে এবং কর্মজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এর ফলে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী তাদের কর্মজীবন শুরু করতে পারে এন্ট্রি-লেভেল নয়, বরং মিড-লেভেল দায়িত্ব পালনের সক্ষমতা নিয়ে।

এরই মধ্যে পাঁচ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি ও বাস্তব দক্ষতা অর্জন করে সফল কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। কোনো বাংলাদেশির নিজ হাতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এটিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রযুক্তি খাতে ইমরান খানের কথাও বলতে চাই। তিনি আরেকজন গর্বিত বাংলাদেশি-আমেরিকান, যার নেতৃত্বে আলিবাবা ও স্ন্যাপের মতো বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

শুধু কি শিক্ষা প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান কিংবা আবিষ্কারে। আমরা এই দেশে অনেক বাংলাদেশি আমেরিকানকে দেখি, যারা ব্যবসা ও বিনিয়োগেও সফল হয়েছেন। নাম কুড়িয়েছেন। মেডট্রোনিকের সাবেক সিইও কিংবা ইনটেলের সাবেক চেয়ারম্যান ওমর ইশরাক, গ্রামীণফোনের প্রতিষ্ঠাতা ইকবাল কাদির কিংবা সেলবাজারের প্রতিষ্ঠাতা ও বিকাশের কো-ফাউন্ডার কামাল কাদিরও কিন্তু গর্বিত বাংলাদেশি আমেরিকান। আমরা বলতে পারি ড. সাইফুর রহমানের কথা। ভার্জিনিয়া টেকের এক অধ্যাপক ও গবেষক যুক্তরাষ্ট্র তথা গোটা বিশ্বে প্রকৌশলীদের সর্ববৃহৎ সংগঠন আইট্রিপলই (ইনস্টিটিউট অব ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার্স)-এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

একইভাবে বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তা ডা. কালী প্রদীপ চৌধুরীর কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন অর্থোপেডিক সার্জন হিসেবে কর্মজীবন শুরু করলেও তিনি পরবর্তীতে কেপিসি গ্রুপের মাধ্যমে বিশ্বের অন্যতম সফল বহুমুখী ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ আটটি দেশে ২৫টিরও বেশি খাতে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা, পাঁচতারকা হোটেল, বাণিজ্যিক উন্নয়ন, মেডিকেল কলেজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, জ্বালানি ও রিয়েল এস্টেটসহ নানা ক্ষেত্রে তার বিনিয়োগ বিস্তৃত। তার দূরদর্শী উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ায় বৃহৎ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন এবং যুক্তরাজ্যে বাকিংহাম প্যালেসের বিপরীতে একটি পরিবেশবান্ধব গ্রিন টাউন নির্মাণ উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য। তার এই অসাধারণ সাফল্য বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তাদের বৈশ্বিক সক্ষমতার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।



আর রাজনীতিতেও মূলধারার দিকে এগিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর কেউ কেউ আমাদের সুপরিচিত। হ্যানসেন ক্ল্যার্ক প্রথম বাংলাদেশি আমেরিকান, যিনি ইউএস কংগ্রেসে নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি সভায় মিশিগানকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তারই পথ ধরে হেঁটে জর্জিয়া স্টেট সিনেটে পঞ্চমবারের মতো নির্বাচিত হয়ে পঞ্চম ডিস্ট্রিক্টের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন শেখ রহমান। তিনি জর্জিয়ার ইতিহাসে প্রথম মুসলিম আইনপ্রণেতা এবং একজন গর্বিত বাংলাদেশি-আমেরিকান। তার এই অর্জন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্য নয়; এটি বাংলাদেশি-আমেরিকানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব, জনসেবা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারায় ক্রমবর্ধমান প্রভাবের এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের প্রথম মুসলিম নারী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শাহানা হানিফ।

ভার্জিনিয়া স্টেট সিনেটে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন সাদ্দাম আজলান সেলিম। তিনি ভার্জিনিয়ার মূলধারার রাজনীতিতে উঠে আসা একজন তরুণ ও প্রভাবশালী বাংলাদেশি-আমেরিকান নেতা। জনসেবা, কমিউনিটি অ্যাডভোকেসি এবং প্রতিনিধিত্বের রাজনীতিতে তার সক্রিয় ভূমিকা বাংলাদেশি-আমেরিকানদের নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

রাজনীতিতেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছেন আবুল বশর খান। তিনি একজন গর্বিত বাংলাদেশি-আমেরিকান এবং নিউ হ্যাম্পশায়ার হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের সাতবার নির্বাচিত সদস্য। তাদের এই অর্জন বাংলাদেশি-আমেরিকানদের রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার নেতৃত্বে অংশগ্রহণের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন আরও অনেকেই রয়েছেন যারা মূল ধারার রাজনীতিতে অগ্রসর।

ড. নিনা আহমদ একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান বিজ্ঞানী, সমাজকর্মী ও জননেত্রী। ২০২৩ সালে তিনি ফিলাডেলফিয়া সিটি কাউন্সিলের অ্যাট-লার্জ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং ইতিহাসে প্রথম দক্ষিণ এশীয়-আমেরিকান, প্রথম মুসলিম নারী এবং সাম্প্রতিক সময়ের প্রথম অভিবাসী হিসেবে এই পদে অধিষ্ঠিত হন। ২০১৪ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার Advisory Commission on Asian Americans and Pacific Islanders (AAPI)-এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান হিসেবে নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ফেডারেল আদালতের নির্বাচিত বিচারক হয়েছেন সোমা সাঈদ।

সাংবাদিকতা তথা সাহিত্যাঙ্গনেও রয়েছে কিছু নাম। যারা শীর্ষস্থানে চলে গেছেন। ম্যানহাটান ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট রেইহান সালামের কথা বলা যেতে পারে, যিনি যুক্তরাষ্ট্র প্রধান সারির প্রকাশন ন্যাশনাল রিভিউর সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। কিংবা বেস্ট সেলিং অথর হিসেবে লিভ দ্য ওয়ার্ল্ড বিহাইন্ডের লেখক রুম্মান আলম নাম কুড়িয়েছেন, যার উপন্যাস অবলম্বনে নেটফ্লিক্স পরে চলচ্চিত্র বানিয়েছে।

আমি জয় ওলফের কথাও বলতে চাই, যিনি ইলেকট্রনিক মিউজিক আর্টিস্ট হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। এ ছাড়া দ্য জার্কি বয়েজ কমেডি গ্রুপে স্থান করে নিয়েছেন কামাল আহমেদ। যুক্তরাষ্ট্র নেভিতে প্রথম যে মুসলিম নামটি যুক্ত হয়, তিনি একজন বাংলাদেশি-আমেরিকান আবুহেনা সাইফুল ইসলাম।

এ ছাড়া অসংখ্য বাংলাদেশি-আমেরিকান এ দেশের চিকিৎসা, প্রকৌশল, শিক্ষা, উদ্যোক্তা তথা সরকারি সেবায় যুক্ত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কেবল নিউইয়র্ক পুলিশেই রয়েছেন ১০০০-এরও বেশি বাংলাদেশি-আমেরিকান, যারা দিন-রাত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

এই দেশে এসে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতা করছেন, এমন বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ-গবেষকের সংখ্যা হবে হাজার হাজার। যারা তাদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান দিয়ে নিজেদের উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি ভূমিকা রেখে চলেছেন এখানকার শিক্ষাব্যবস্থায়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই রাষ্ট্রদূত এম ওসমান সিদ্দিকীর কথা। তিনি একজন বিশিষ্ট



বাংলাদেশি-আমেরিকান, মার্কিন রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক এবং লেখক। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ফিজি, নাউরু, টোঙ্গা এবং টুভালুতে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম এবং প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান, যিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তার এই ঐতিহাসিক অর্জন শুধু বাংলাদেশি-আমেরিকানদের জন্যই গর্বের নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের বহুত্ববাদ, সমান সুযোগ এবং মেধার মূল্যায়নের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তার সাফল্য প্রমাণ করে যে বাংলাদেশি-আমেরিকানরা কেবল ব্যবসা, শিক্ষা বা প্রযুক্তিতেই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতি ও জাতীয় নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পর্যায়েও নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একসময় অসংখ্য বাংলাদেশি-আমেরিকান এই দেশে খুব ছোট পরিসরে ব্যবসা শুরু করেছিলেন—কেউ একটি গ্রোসারি স্টোর, কেউ একটি কনভিনিয়েন্স স্টোর, কেউ একটি গ্যাস স্টেশন বা ছোটখাটো খুচরা ব্যবসা নিয়ে পথচলা শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম, সততা ও উদ্যোক্তা মানসিকতার মাধ্যমে আজ তাদের অনেকেই অসাধারণ সাফল্যের অধিকারী। এমন বাংলাদেশি-আমেরিকান উদ্যোক্তাও রয়েছেন, যারা এখন ৫০০টিরও বেশি খুচরা ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তাদের এসব প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি, করব্যবস্থা ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন।

সমানভাবে আশাব্যঞ্জক আমাদের নতুন প্রজন্মের সাফল্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রজন্মের বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণ-তরুণী হার্ভার্ড, ইয়েল, প্রিন্সটন, কলাম্বিয়াসহ আইভি লিগ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডসহ বিশ্বের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়েছেন বা বর্তমানে সেখানে অধ্যয়ন করছেন। তাদের অনেকেই গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আইন, ব্যবসা, জননীতি এবং সরকারি নেতৃত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন।

শুধু তা-ই নয়, তাদের মধ্যে অনেকেই এসব বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শীর্ষ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত থেকে নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলছেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তাদের এই সাফল্য প্রমাণ করে যে বাংলাদেশি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের অবদান শুধু আজকের আমেরিকায় সীমাবদ্ধ নয়; আগামী দিনের জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, উদ্ভাবন, নীতিনির্ধারণ এবং বৈশ্বিক নেতৃত্বেও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আর যারা সাধারণ মানুষ; যারা এ দেশে পাড়ি জমিয়ে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন এই দেশে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তর যার সুফল ভোগ করছে কিংবা করবে। তাদের কথাও বলতে চাই। পৃথিবীর অর্ধেকটা পথ পাড়ি জমিয়ে বাংলাদেশি মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে এসে তাদের ঘাম-শ্রম ও মেধা দিয়ে এ দেশেরই অর্থনীতিতে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তারা সবাই যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের গৌরবগাথার অংশীজন। তাদের সবার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের এই ঐতিহাসিক মাইলফলক শুধু একটি দেশের জন্মবার্ষিকী নয়; এটি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সুযোগের সমতা এবং অভিবাসীদের স্বপ্নপূরণের এক অনন্য ইতিহাসের উদঘাটন। সেই ইতিহাসে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অবদানও দিন দিন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। আমাদের প্রথম প্রজন্ম সংগ্রামের ভিত্তি গড়ে দিয়েছে, দ্বিতীয় প্রজন্ম মূলধারার নেতৃত্বে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে, আর তৃতীয় প্রজন্ম বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা, চিকিৎসা, উদ্যোক্তা, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও জনসেবার মাধ্যমে আগামী দিনের আমেরিকা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই অর্জন শুধু আমাদের গর্ব নয়, এটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং যৌথ অগ্রযাত্রারও এক উজ্জ্বল প্রতীক।

আবুবকর হানিফ

প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (www.wust.edu)

প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও, পিপলএনটেক (www.peoplentech.com)



বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অসমাপ্ত যাত্রা

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন



সংখ্যাটা বলে দেয় অনেক কিছু, অথচ পুরো গল্পটা বলে না কখনোই। আমেরিকায় বাংলাদেশি অভিবাসনের ইতিহাস এখন প্রায় অর্ধশতাব্দী পেরিয়ে তৃতীয় প্রজন্মের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। যাদের দাদা-দাদি একদিন কাঁপা হাতে গ্রিন কার্ডের কাগজপত্র নিয়ে জেএফকে এয়ারপোর্টে নেমেছিলেন, তাদেরই নাতি-নাতনিরা এখন ওয়াল স্ট্রিটের ট্রেডিং ফ্লোরে। সিলিকন ভ্যালির স্টার্টআপে, কিংবা কলাম্বিয়া ল স্কুলের ক্লাসরুমে বসে আছে। এই দীর্ঘ পথচলার হিসাব কষতে বসলে প্রথম প্রশ্নটাই আসে, এত বছরের এই যাত্রায় আমরা, বাংলাদেশি-আমেরিকানরা, সম্মিলিতভাবে ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে আছি?

উত্তরটা সহজ নয়, আর সৎ থাকতে হলে সেটা মিষ্টি করেও বলা যায় না। ব্যক্তিপর্যায়ে তাকালে গর্ব করার মতো নাম কম নেই। চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, উদ্যোক্তা, এমনকি রাজনীতিতেও এখন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মুখ দেখা যাচ্ছে স্থানীয় পর্যায়ে। নিউ ইয়র্কের অ্যাসেম্বলি বা কাউন্সিল রেসে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত সাফল্যের প্রতিটি গল্পই যেন একেকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত নয়, একে অপরকে শক্তি জোগায় না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, একটি সমষ্টিগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় রূপ নেয় না। আমরা মানুষ তৈরি করেছি, কিন্তু প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারিনি যথেষ্ট পরিমাণে। আমরা প্রতিভা তৈরি করেছি, কিন্তু ক্ষমতার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারিনি।

এই তুলনাটা একটু কষ্টদায়ক হলেও করা দরকার। ভারতীয়-আমেরিকান কমিউনিটি, যাদের যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক আকারে অভিবাসনের ইতিহাস বাংলাদেশিদের চেয়ে খুব বেশি পুরোনো নয়। তারা আজ মার্কিন কংগ্রেসে 'সামোসা ককাস' নামে পরিচিত একটি সংগঠিত শক্তি তৈরি করে ফেলেছে। রাজা কৃষ্ণমূর্তি, আমি বেরা, রো খান্না, প্রমীলা জয়পাল, শ্রী থানেদার, সুহাস সুব্রামানিয়ামের মতো ছয়জন প্রতিনিধি হাউসে বসে আছেন। যারা প্রয়োজনে যৌথ বিবৃতি দেন, একসঙ্গে কাজ করেন, একে অপরের পেছনে দাঁড়ান। এই সংগঠিত শক্তি রাতারাতি তৈরি হয়নি। এর পেছনে আছে দশকের পর দশক ধরে গড়ে তোলা রাজনৈতিক তহবিল সংগ্রহের নেটওয়ার্ক। কমিউনিটি সংগঠন, আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নিজেদের অভ্যন্তরীণ বিভাজনকে জাতীয় স্বার্থের সামনে মাথা নত করানোর একটি সাংস্কৃতিক অভ্যাস।

কিউবান-আমেরিকান কমিউনিটির দিকে তাকালেও একই শিক্ষা মেলে। মায়ামির ছোট্ট একটি এলাকা থেকে শুরু করে তারা আজ ফ্লোরিডার রাজনীতিতে এমন নির্ণায়ক শক্তি হয়ে উঠেছে। কোনো প্রার্থীর পক্ষে তাদের উপেক্ষা করা প্রায় অসম্ভব। এই ক্ষমতা তৈরি হয়েছে একতাবদ্ধ ভোট ব্যাংক, নিজস্ব ব্যাংক, নিজস্ব চেম্বার অব কমার্স এবং প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত রাজনৈতিক সচেতনতার ভিত্তিতে।

কোরিয়ান-আমেরিকানরা লস অ্যাঞ্জেলেসের কোরিয়াটাউনে অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক দুর্গ গড়ে তুলেছে। তার মূলে আছে চার্চ-কেন্দ্রিক নেটওয়ার্ক আর ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়। ভিয়েতনামি শরণার্থীরা, যারা এসেছিল প্রায় শূন্য হাতে, ১৯৭৫ সালের পতনের পর। আজ তাদেরই সন্তানেরা কংগ্রেসে, বিচার বিভাগে, প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ পদে বসে আছেন। কারণ প্রথম প্রজন্ম বুঝেছিল, বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়, প্রতিষ্ঠা করাটাই আসল কাজ।

আমাদের গল্পটা এই জায়গাতেই ভিন্ন পথে মোড় নিয়েছে। আমরা সংগঠন গড়েছি ঠিকই—নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগানের প্রতিটি শহরে বাংলাদেশি সমিতি, সাংস্কৃতিক সংগঠন, পেশাজীবী ফোরামের অভাব নেই। কিন্তু সেই একই উদ্যমে আমরা সংগঠন ভেঙেছিও, প্রায় নিয়মিত বিরতিতে। একটি কমিউনিটি সেন্টারের কমিটি নির্বাচন যেন পরিণত হয় ঢাকার রাজনীতির একটি ক্ষুদ্র সংস্করণে। পক্ষ, প্রতিপক্ষ, অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ, আর শেষে



ভাঙন। দেশের রাজনীতির ছায়া এমনভাবে আমাদের প্রবাস জীবনে জড়িয়ে গেছে যে প্রায়ই দেখা যায় স্থানীয় একটি মসজিদ কমিটি বা সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃত্ব নির্বাচনও শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায় ঢাকার দলীয় বিভাজনের রেখা ধরে। এই আমদানি করা বিভক্তি আমাদের এমন একটি বিলাসিতা, যা অন্য কোনো অভিবাসী কমিউনিটি নিজেদের সামর্থ্যে রাখেনি। জাপানি-আমেরিকান বা ইতালীয়-আমেরিকানরা তাদের পুরোনো দেশের রাজনৈতিক বিভাজন আমেরিকায় বহন করে বেড়ায়নি এই মাত্রায়।

আরেকটি গভীর সমস্যা লুকিয়ে আছে—প্রজন্মের মধ্যকার সেতুবন্ধের অভাবে। প্রথম প্রজন্মের অভিবাসীরা, যারা নিজের হাতে দোকান চালিয়েছেন, ট্যাক্সি চালিয়েছেন, রাত জেগে পড়াশোনা করে ডিগ্রি নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে এখানে জন্ম নেওয়া বা বেড়ে ওঠা প্রজন্মের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় একধরনের নীরব দূরত্ব। ভাষার দূরত্ব, সাংস্কৃতিক অগ্রাধিকারের দূরত্ব, এমনকি রাজনৈতিক উপলব্ধির দূরত্বও। ইহুদি-আমেরিকান কমিউনিটি তাদের প্রতিটি প্রজন্মের কাছে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস, তাদের সংগঠনগুলোর গুরুত্ব, তাদের রাজনৈতিক পরিচয় সচেতনভাবে হস্তান্তর করে গেছে দশকের পর দশক ধরে। আমাদের মধ্যে সেই ধারাবাহিক হস্তান্তরের সংস্কৃতি এখনো তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় প্রজন্মের অনেকেই বাংলা বলতে পারে না সাবলীলভাবে, দেশের ইতিহাস জানে খণ্ডিতভাবে, আর কমিউনিটি সংগঠনগুলোতে তাদের অংশগ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ সেই সংগঠনগুলো নিজেরাই তাদের জন্য কোনো জায়গা তৈরি করে রাখেনি।

তবু এই মূল্যায়নটা হতাশার জন্য নয়, বরং আয়নার সামনে দাঁড়ানোর জন্য। চীনা-আমেরিকান কমিউনিটিও একসময় বিভক্ত ছিল আঞ্চলিকতা আর ভাষাগত বিভাজনে। কিন্তু তারা ধীরে ধীরে শিখেছে অর্থনৈতিক শক্তিকে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে রূপান্তর করতে। ফিলিপিনো-আমেরিকানরাও তাদের নিজস্ব সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সময় নিয়েছে, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে স্বাস্থ্যসেবা ও রাজনীতিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই সব কমিউনিটির গল্পই বলে একটাই সত্য—সংগঠিত হওয়া কোনো এক দিনের কাজ নয়। এটি একটি সচেতন, ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত, যা প্রতিটি প্রজন্মকে নতুন করে নিতে হয়।

তৃতীয় প্রজন্মের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটা হলো, আমরা কি আমাদের বিভাজনের অভ্যাসকে চতুর্থ প্রজন্মের হাতে তুলে দেব? নাকি এখনই থামিয়ে নতুন কিছু গড়ার সাহস দেখাব? ব্যক্তিপর্যায়ের সাফল্যে আমরা যতই গর্বিত হই না কেন, ইতিহাস মনে রাখে সেই কমিউনিটিগুলোকে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত অর্জনকে সম্মিলিত শক্তিতে রূপান্তর করতে পেরেছিল। আমরা সেই রূপান্তরের পথে আছি কি না, এই প্রশ্নের উত্তরই ঠিক করে দেবে, আগামী ৫০ বছর পর ইতিহাস আমাদের নিয়ে কী লিখবে।

(ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, সম্পাদক, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা)

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California.



Mohammad Alamgir

Annandale, Varginia



‘আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি’



মাসুদ আহমেদ সাগর

১৯৮৭ থেকে ২০২৬ সাল—ফোবানা (Fobana) এখন মধ্য বয়সে পরিণত, দেশ-বিদেশে শক্ত অবস্থান, Strong platform। একটু দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রশ্ন করে দেখি, আমরা কোথায় ছিলাম? কোথায় আছি? এখন দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর পার হয়ে এসে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? এখন থেকে আরও চল্লিশ বছর পরে ফোবানা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

যাদের অনেক গঠনমূলক চিন্তাভাবনার ফসল হয়ে ফোবানা তৈরি হয়েছিল এবং যারা অনেক বাধা অতিক্রম করে, নিজেদের শ্রম দিয়ে নিজেদের প্রিয় হাজার হাজার ডলার খরচ করে ফোবানাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন, তাদের আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ধন্যবাদ জানাই।

এ চল্লিশ বছরে ফোবানার প্রাপ্তিটা কি? What is the Achievement? ছোট-বড় অনেক অর্জন আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় পাওয়া হলো, the Biggest Achievement is—ফোবানা এখনো হারিয়ে যায়নি টিকে আছে, সগৌরবেই প্রতিষ্ঠিত আছে।

এ চল্লিশ বছরে ফোবানার ওপর দিয়ে অনেক কালবৈশাখী ঝড় বয়ে গেছে, এখনো যাচ্ছে! প্রকৃতপক্ষে এ বছরেই আমেরিকাতে তিনটা ফোবানার সমাবেশ হচ্ছে, অনুষ্ঠান হচ্ছে। মানুষের জিজ্ঞাসা হচ্ছে, কোনটা আসল ফোবানা? কোন ফোবানায় কারা যাচ্ছে?

আমাদের জাতের বা জাতির কি দুর্ভাগ্য! আমরা United States of America-তে থেকেও একত্র থাকতে পারি না!

আমি বা আপনি যে স্টেটেই আছি, এটা যদি আমেরিকা থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে কী হবে ভাবুন তো? এই স্টেটের মূল্য থাকবে? তেমন কোনো ক্ষমতা থাকবে? একতাই শক্তি, Together we can do a lot of things Right?

অনেক দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের জাতির একতা নেই! আমরা একাকীভাবে অনেকেই অনেক কিছু করতে পারি বা পারছি করে যাচ্ছি, সেটা একান্তই ব্যক্তিগত।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, ফোবানা কী? ফোবানা হলো একটি দেশের বা একটি জাতির মানে আমাদের বাংলাদেশের একত্রিত সংস্কৃতি, জাতীয় মূল্যবোধ, জাতীয় ভাষা এই দেশের মধ্যে তথা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে Collectively অনেক সুন্দরভাবে সমৃদ্ধ করে তুলে ধরার Strong Foundations। আমরা অনেকেই ফোবানার এই মহান উদ্যোগকে সম্মান জানাতে পারিনি। আমরা আমাদের কুৎসিত Ego-কে সম্মান দিয়েছি। বাংলাদেশে আমরা কে কোন দল করে এসেছি, সে দলের সমর্থক হতে গিয়ে, সে দলকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে আমারা ফোবানাকে লজ্জিত করে ফেলেছি। ফোবানার sky level Potential-কে Stop করে রেখেছি।

My Dear ফোবানাপ্রেমী Diaspora, Brothers and Sisters, এখন আমি আমার স্বপ্ন এবং বাস্তব সম্ভাবনার কথা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব।

সর্বপ্রথম আমাদের একত্র হতে হবে, একত্র থাকতে হবে; ২. আমাদের সবার প্রতি সবার বিশ্বস্ত হতে হবে, বিশ্বস্ত থাকতে হবে; ৩. ত্যাগী হতে হবে; ৪. উদ্দেশ্য এক হতে হবে, যদি আমরা ফোবানার মাধ্যমে এই দেশে এবং আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশে ভালো কিছু করতে চাই।

আমরা আমেরিকায় বসবাসকারী বাংলাদেশি ভাই-বোনদের মধ্যে মাত্র ১ শতাংশ একই বিশ্বাস ও একই উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে ফোবানার পতাকাতলে একত্র হতে পারি, আমরা পাঁচ হাজার বংলাদেশি একত্র হতে পারব।

পাঁচ হাজার মানুষ যদি সিদ্ধান্ত নেয় আমরা ভালো কিছু করব, অবশ্যই করা সম্ভব। কোনো কাজ করতে গেলেই টাকার প্রয়োজন হয়, টাকা ছাড়া কিছুই করা যায় না।



আমাদের দুর্ভাগ্য, দুঃখিনী বাংলাদেশে আজও একটি বিশ্বমানের আধুনিক হাসপাতাল নেই! বিশ্বমানের ভালো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। আরও অনেক কিছু এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হলে আমাদের একত্র হতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।

এখন একটু টাকার অঙ্কের কথা বলি, ওই একত্র পাঁচ হাজার ভালো মানুষ সিদ্ধান্ত নিল আমরা বছরে একবার পাঁচ হাজার ডলার ফোবানার অ্যাকাউন্টে জমা করব। এমনি করে যদি পাঁচ বছরের একটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়, তাহলে হিসাব করে দেখুন তো কত ডলার জমা হয়! আমি নম্বরটা বলে দিচ্ছি—usd $125000000.00।

Dear brothers and sisters, is it one hundred twenty five million dollars right can we have some good achievement with that money. If we Successfully get something done like that next 25 years, FOBANA will receive its golden achievement award and Bangladesh could have famous FOBANA Hospital, famous FOBANA University on top of that Bangladeshi government and Bangladeshi people could have social security system run by FOBANA.

বন্ধুরা, আমি আমার স্বপ্ন, আমার আইডিয়া আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম। পরিশেষে আমার কবিতার কিছু অংশ লিখে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, শান্তিতে থাকবেন ইনশাআল্লাহ।

'স্বপ্নের ভেতরে স্বপ্নেরা কাঁদে
আমার ভেতরে আমি,
না মিটিতে সাধ প্রভু
ক্ষুদ্র এ জীবন
কেড়ে নিয়ো না তুমি।

Wishing the FOBANA convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Rehan Reza, Saiya Reza
Anika Reza, Ryan Reza
Topeka, Kansas

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California



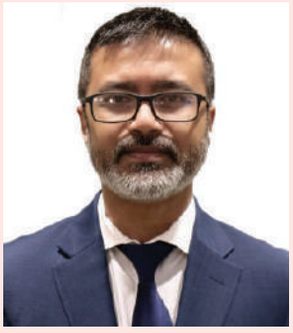
Duke Khan
Atlanta, Georgia



লস অ্যাঞ্জেলেসের প্রবাসে শিকড়ের টান

প্যাসিফিকের তীরে অবিনাশী বাংলা

বদরুল আলম মাসুদ



‘পৃথিবীর এক প্রান্তে বাংলাদেশ, অন্য প্রান্তে ক্যালিফোর্নিয়া। মাঝখানে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব, মহাসাগর আর সময়ের ব্যবধান। তবু এই দীর্ঘ দূরত্ব কখনো মুছে দিতে পারেনি একটি সম্পর্ক—শিকড়ের সম্পর্ক।’

প্রশান্ত মহাসাগরের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা লস অ্যাঞ্জেলেস বিশ্বজুড়ে পরিচিত হলিউডের ঝলমলে আলো, পামগাছ, পাহাড় আর বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকতের শহর হিসেবে। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের বসবাস এই মহানগরীতে। এই বহুজাতিক জনপদের মাঝেই কয়েক দশক ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে আরেকটি ছোট্ট পৃথিবী—প্রবাসের এক টুকরো বাংলাদেশ।

জীবিকার সন্ধানে, উচ্চশিক্ষার স্বপ্নে কিংবা সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন বাংলাদেশিরা। সময়ের সঙ্গে তাদের ঠিকানা বদলেছে, জীবনযাত্রা বদলেছে, অনেকের নাগরিকত্বও বদলেছে। কিন্তু বদলায়নি বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা। প্রবাসে থেকেও তারা বুকের গভীরে বহন করে চলেছেন বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, স্মৃতি আর লাল-সবুজের একটি দেশ।

যান্ত্রিক শহরের ভেতর এক টুকরো বাংলাদেশ

লস অ্যাঞ্জেলেসের জীবন বাইরে থেকে যতটা আকর্ষণীয়, ভেতর থেকে ততটাই ব্যস্ত ও যান্ত্রিক। ফ্রিওয়ের দীর্ঘ ট্রাফিক, কর্মক্ষেত্রের চাপ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সন্তানদের স্কুল-কলেজ এবং পরিবারের দায়িত্ব—সব মিলিয়ে এখানে জীবন যেন সময়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ছুটে চলার নাম।

তারপরও এই ব্যস্ততার মাঝেই বাঙালি খুঁজে নেয় একটু বাংলাদেশ। পরিচিত এলাকায় গেলে বাংলা লেখা সাইনবোর্ড, দেশি রেস্তোরাঁ কিংবা গ্রোসারির দোকান মুহূর্তেই মনে করিয়ে দেয় ফেলে আসা দেশের কথা। দোকানের তাকে ইলিশ মাছ, সরিষার তেল, দেশি শাকসবজি, মসলা কিংবা গুড় দেখে অনেকের মনেই ভেসে ওঠে বাংলাদেশের কোনো পরিচিত বাজার কিংবা শৈশবের স্মৃতি।

সপ্তাহের কর্মব্যস্ততা শেষে ছুটির দিনে শুরু হয় অন্য এক জীবন। কোথাও পারিবারিক দাওয়াত, কোথাও বন্ধুদের আড্ডায়, আবার কোথাও সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চা, সঙ্গে সিঙারা-সমুচা—তারপর দেশের রাজনীতি থেকে ক্রিকেট, পুরোনো দিনের স্মৃতি থেকে নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ—সবকিছু নিয়েই চলে প্রাণখোলা আলোচনা। সেই কয়েক ঘণ্টার আড্ডায় যেন হাজার মাইলের দূরত্বটুকু হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

সংস্কৃতির আলোয় বেঁচে থাকে শিকড়

প্রবাসী জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর একটি—পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা কতটুকু বাংলাদেশ রেখে যেতে পারব?

প্রথম প্রজন্মের প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ একটি জীবন্ত স্মৃতি। তারা বাংলাদেশের মাটিতে জন্মেছেন, বাংলা ভাষায় বেড়ে উঠেছেন। দেশের নদী, বর্ষা, ঈদ, বৈশাখ, গ্রামের পথ কিংবা শহরের কোলাহল তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু লস অ্যাঞ্জেলেসে জন্ম নেওয়া নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশ অনেক সময় বাবা-মায়ের গল্পে শোনা একটি দেশ। তাই তাদের বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত রাখার দায়িত্ব প্রবাসী সমাজের অন্যতম বড় অঙ্গীকার।

বছরজুড়ে বৃহত্তর লস অ্যাঞ্জেলেসে ফোবানার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে আনন্দমেলা, বাংলাদেশ মেলা, বাংলা নববর্ষ, নজরুল উৎসব, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও বাংলাদেশ ডে প্যারেডসহ নানা আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।



বৈশাখ এলে ক্যালিফোর্নিয়ার মাটিতেও দেখা যায় লাল-সাদা পোশাকের সমারোহ। বৈশাখী গান, নাচ, দেশীয় খাবার আর বাঙালিয়ানার নানা আয়োজনে কয়েক ঘণ্টার জন্য হলেও লস অ্যাঞ্জেলেস যেন হয়ে ওঠে বাংলাদেশের কোনো উৎসবমুখর প্রাঙ্গণ। একুশে ফেব্রুয়ারিতে নতুন প্রজন্মের শিশুরা যখন শহীদ মিনারে ফুল দেয়, বাংলা কবিতা আবৃত্তি করে কিংবা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস জানতে শেখে, তখন বোঝা যায়– প্রবাসেও ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার হারিয়ে যায়নি।

গান, নাটক আর মিলনমেলা

লস অ্যাঞ্জেলেসের বাংলাদেশি কমিউনিটির সাংস্কৃতিক জীবনও বেশ প্রাণবন্ত। দেশ থেকে জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে নিয়মিত কনসার্ট ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন হয়। পাশাপাশি স্থানীয় প্রবাসী শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংগঠন, শিল্পীগোষ্ঠী ও নাট্যদল।

এসব আয়োজন কেবল বিনোদনের জন্য নয়; এগুলো প্রবাসীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। কর্মব্যস্ত জীবনে যাদের সঙ্গে মাসের পর মাস দেখা হয় না, কোনো একটি অনুষ্ঠান আবার তাদের একত্র করে। একই সঙ্গে নতুন প্রজন্ম জানতে পারে তাদের পূর্বপুরুষের দেশের গান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে।

দেশের সঙ্গে সেতুবন্ধন

বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে থাকলেও দেশের কোনো সুখবর যেমন প্রবাসীদের আনন্দিত করে, তেমনি কোনো দুর্যোগ কিংবা সংকট তাদের ব্যথিত করে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় কিংবা অন্য কোনো মানবিক বিপর্যয়ে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাংলাদেশি কমিউনিটিকে বারবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা যায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও আঞ্চলিক সংগঠন তহবিল সংগ্রহ করে দেশের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়।

প্রবাসীদের কষ্টার্জিত অর্থ দেশে পাঠানোও শুধু পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা তৈরি করে না; বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে চিকিৎসক, প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তার সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বাংলাদেশের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

নতুন প্রজন্ম–দুই সংস্কৃতির সেতুবন্ধ

লস অ্যাঞ্জেলেসের বাংলাদেশি কমিউনিটির সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা তার নতুন প্রজন্ম। এই তরুণরা আমেরিকার স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করছে, মূলধারার বিভিন্ন পেশায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে এবং একই সঙ্গে মা-বাবার দেশ ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক খুঁজে নিচ্ছে।

আমেরিকার শিক্ষা, সুযোগ ও আধুনিকতার সঙ্গে বাংলাদেশের পারিবারিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও মানবিকতার সমন্বয় ঘটাতে পারলে এই প্রজন্ম ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে একটি শক্তিশালী সেতু হয়ে উঠতে পারে। কারণ শিকড়ের গল্প না জানলে গাছ বড় হবে ঠিকই, কিন্তু তার পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ একসময় হারিয়ে যেতে পারে।

কমিউনিটি–প্রবাসের বৃহত্তর পরিবার

প্রবাসজীবনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশ থেকে দূরে এসে অনেকেরই পরিচিত পারিবারিক বলয় থাকে না। সেই শূন্যতার অনেকটাই পূরণ করে কমিউনিটি। কেউ অসুস্থ হলে পাশে দাঁড়ানো, কোনো পরিবার বিপদে পড়লে সহযোগিতা করা, নতুন অভিবাসীকে পথ দেখানো, শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়া কিংবা আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলো একসঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার মধ্য দিয়েই প্রবাসে তৈরি হয় এক বৃহত্তর সামাজিক পরিবার।

দেশ শুধু মানচিত্রে আঁকা কোনো ভূখণ্ড নয়। দেশ হলো ভাষা, স্মৃতি, সংস্কৃতি আর ভালোবাসার এক অবিনাশী বন্ধন। দেশ হলো বুকের গভীরে নিরন্তর বয়ে চলা এক নদী–যে নদী হাজার মাইল দূরে এসেও কখনো শুকিয়ে যায় না। সেই নদীর নাম–বাংলাদেশ।

(বদরুল আলম মাসুদ, প্রবাসী সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক, লস অ্যাঞ্জেলেস, ক্যালিফোর্নিয়া)



স্বপ্নের দেশে আমাদের স্বপ্নগুলো

লস্কর আল মামুন



মানুষ বেঁচে থাকে স্বপ্ন নিয়ে। সেই স্বপ্নের ডানায় ভর করেই হাজারো বাংলাদেশি পাড়ি জমান স্বপ্নের দেশ যুক্তরাষ্ট্রে। কারও লক্ষ্য নিরাপদ জীবন, উচ্চশিক্ষা, পেশাগত সাফল্য, আবার কারও সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। প্রত্যেক অভিবাসীর জীবনেই লুকিয়ে আছে সংগ্রাম। ত্যাগ ও সাফল্যের একেকটি গল্প।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়–আমাদের সেই স্বপ্নগুলো কতটা পূরণ হচ্ছে? ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটি গড়তে আমরা কতটা এগিয়েছি।

অবারিত সুযোগ, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের সাফল্য অনেক। বিশেষ করে চিকিৎসা, প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, উচ্চশিক্ষা, ব্যবসা, করপোরেট নেতৃত্ব ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবু সংখ্যাগত ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাবের বিচারে আমরা এখনও অনেক জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে।

নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্য লালনে আমাদের আগ্রহ প্রশংসনীয়। দেশীয় উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংগঠনকে ঘিরে আমাদের প্রাণচাঞ্চল্য চোখে পড়ার মতো। একই সঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রতিফলনও প্রবাসী সমাজে বেশ স্পষ্ট। গড়ে উঠেছে অসংখ্য সংগঠন, সমিতি ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান। অনেক ক্ষেত্রেই এসব উদ্যোগ মানুষের কল্যাণের চেয়ে ব্যক্তির পরিচিতি ও আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতাকেই যেন আরও তীব্র করে তুলেছে।

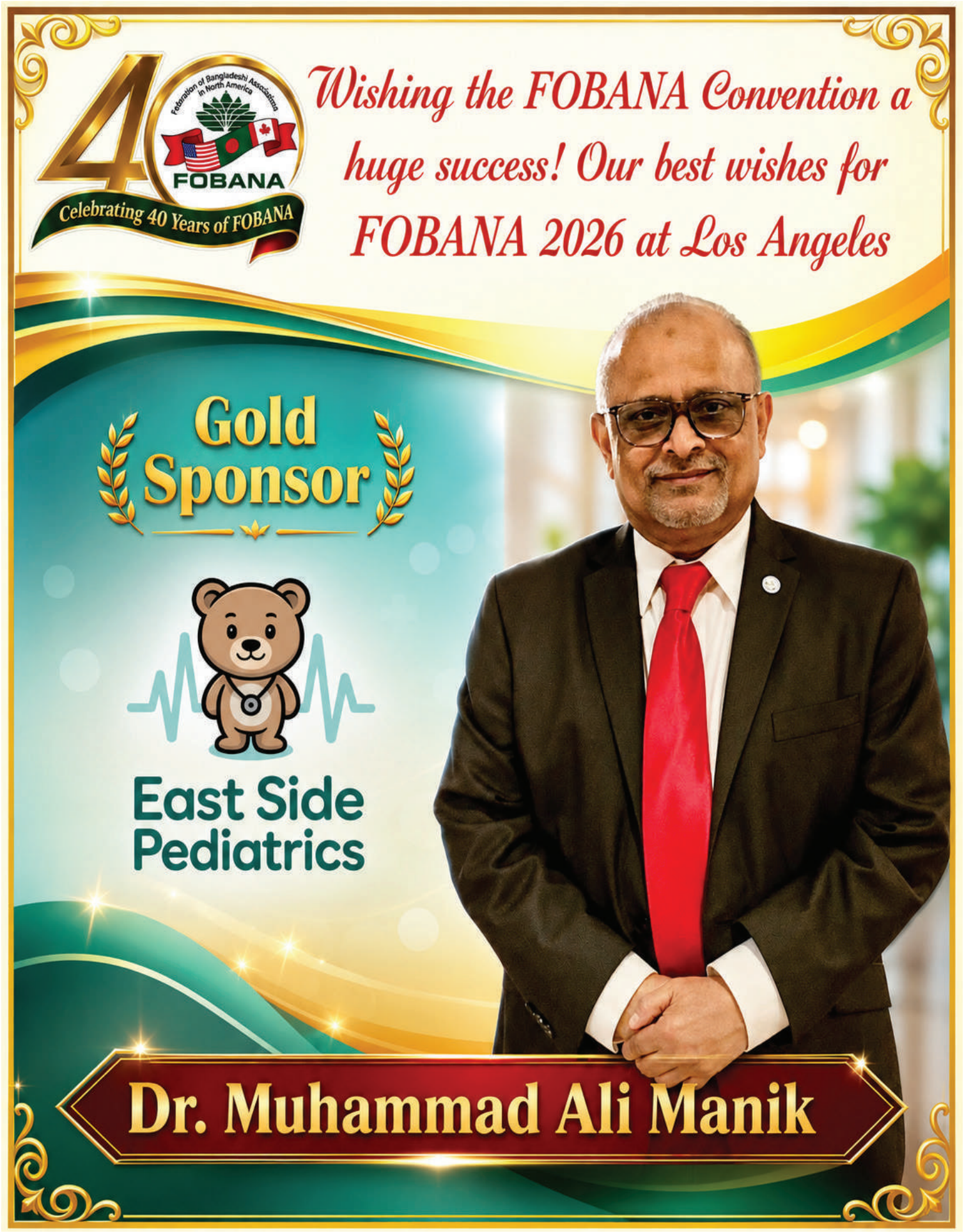
সংস্কৃতি-বিনোদনের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত প্রচার-প্রচারণায় বিপুল অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা বাড়ছে। অথচ একই অনুপাতে বাড়ছে না বাংলাদেশের উন্নয়ন, শিক্ষা কিংবা সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও রয়েছে। অনেক প্রবাসী বাংলাদেশি নীরবে মানবিক ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে অবদান রেখে চলেছেন। যা নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক।

এ দেশেও রাজনীতি রয়েছে। এ রাজনীতিতেই নিহিত আছে নীতিনির্ধারণের শক্তি। মার্কিন মূলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকানদের সক্রিয় অংশগ্রহণ শুধু ব্যক্তিগত পরিচিতি বাড়ায় না; বরং আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তিও শক্তিশালী করে। ইতোমধ্যেই অনেক বাংলাদেশি-আমেরিকান জনপ্রতিনিধি, বিচারক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও নীতিনির্ধারক হিসেবে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এখন সময় স্বপ্নের পরিধি আরও বড় করার। শুধু অর্থনৈতিক সাফল্য নয়, নেতৃত্ব, নীতি-নির্ধারণ, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং জনসেবার সর্বোচ্চ স্তরেও বাংলাদেশি-আমেরিকানদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। সেই লক্ষ্য পূরণে নতুন প্রজন্মকে মূলধারার রাজনীতি, নাগরিক নেতৃত্ব ও জনসেবায় আরও বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে।

স্বপ্নের দেশ আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। এবার সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এমন এক প্রজন্ম গড়ে তোলার সময়, যারা নিজেদের সাফল্যের পাশাপাশি বাংলাদেশি পরিচয়কেও বিশ্বমঞ্চে আরও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে। তখনই হয়তো বলা যাবে–স্বপ্নের দেশে আমাদের স্বপ্নগুলো সত্যিই পূর্ণতা পেয়েছে।

(লস্কর আল মামুন, লেখক ও সাংবাদিক, সাধারণ সম্পাদক, লিটল বাংলাদেশ প্রেস ক্লাব, লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র।)


40
Federation of Bangladeshi Associations in North America
FOBANA
Celebrating 40 Years of FOBANA
Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles
Gold Sponsor
East Side Pediatrics
Dr. Muhammad Ali Manik



শেকড়ের সন্ধানে প্রবাস: আমেরিকান বাঙালি কমিউনিটির আত্মপরিচয়ের সংকট ও সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ

ড. আব্দুস সাত্তার



[লেখাটি মূলত উৎসবের উল্লাস, সংগঠনের ব্যস্ততা ও রাজনৈতিক বিভাজনের ভেতরে ভাষা, সংস্কৃতি ও শেকড়ের উত্তরাধিকার নিয়ে এক নির্মোহ আত্মসমালোচনা]

এক.

মানুষ কেবল একটি ভূখণ্ডের বাসিন্দা নয়; মানুষ একটি স্মৃতিরও অধিবাসী। তার শরীর হয়তো সময়ের প্রয়োজনে দেশান্তরী হয়, কিন্তু তার ভেতরে একটি অদৃশ্য দেশ আজীবন বসবাস করে। সেই দেশের নাম—শৈশব, ভাষা, সংস্কৃতি, স্মৃতি এবং শিকড়। একজন বাঙালি যখন হাজার মাইল দূরের কোনো শহরে নতুন জীবন শুরু করেন, তখন তিনি শুধু একটি স্যুটকেস নিয়ে আসেন না; সঙ্গে নিয়ে আসেন এক অদৃশ্য উত্তরাধিকার। মায়ের মুখের ভাষা, বাবার কণ্ঠের গল্প, গ্রামের মেঠোপথ, নদীর জল, বর্ষার বিকেল, পিঠার গন্ধ, ঈদের আনন্দ, পূজার আলো, একুশের চেতনা, স্বাধীনতার ইতিহাস—এসব মিলিয়েই তৈরি হয় তার সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব।

এ কারণেই প্রবাসী বাঙালির জীবন কখনো শুধুই অভিবাসনের গল্প নয়; এটি একই সঙ্গে স্মৃতি ও ভবিষ্যতের মধ্যে এক অবিরাম সেতুবন্ধের গল্প।

আমেরিকায় বসবাসরত বাঙালিদের জীবন তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। কর্ম, শিক্ষা, নিরাপত্তা কিংবা সন্তানের ভবিষ্যতের স্বপ্নে যারা এই দেশে এসেছেন, তাদের অধিকাংশের হৃদয়ে বাংলাদেশ বা বাংলা এক গভীর আবেগের নাম। প্রবাসের ব্যস্ত নগরজীবনে যখন হঠাৎ কোথাও বাংলা গান ভেসে আসে, যখন কোনো অপরিচিত মানুষ বাংলায় কথা বলেন, যখন কোনো অনুষ্ঠানে লাল-সবুজের পতাকা কিংবা বাংলা বর্ণমালা চোখে পড়ে, তখন হৃদয়ের গভীরে সুপ্ত এক অনুভূতি জেগে ওঠে। কারণ মাতৃভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি অস্তিত্বের আয়না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাকে দেখেছিলেন মানুষের আত্মপ্রকাশের অন্যতম প্রধান আশ্রয় হিসেবে। ভাষার মধ্যেই একটি জাতির চিন্তা, অনুভূতি, দর্শন ও জীবনবোধের প্রকাশ ঘটে। তাই ভাষা হারানো মানে কেবল কিছু শব্দ হারানো নয়; হারিয়ে ফেলা একটি সম্পূর্ণ অনুভবের জগৎ।

কিন্তু প্রবাসের বাস্তবতা জটিল। প্রথম প্রজন্মের কাছে বাংলা আবেগের ভাষা, স্মৃতির ভাষা, ভালোবাসার ভাষা। অথচ দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের কাছে বাংলা প্রায়ই হয়ে ওঠে একটি ঐচ্ছিক পরিচয়—যা ধরে রাখা যায়, আবার হারিয়েও ফেলা যায়।

এখানেই শুরু হয় আমাদের বড় প্রশ্ন। আমরা কি আমাদের সন্তানদের কাছে বাংলাকে কেবল একটি উৎসবের ভাষা হিসেবে তুলে ধরছি, নাকি জীবনবোধের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছি?

প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারি আসে। আমরা শহীদ মিনারের প্রতীকী ছবি প্রকাশ করি, ভাষার জন্য আত্মত্যাগের কথা বলি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করি। পহেলা বৈশাখে রঙিন পোশাকে মিলিত হই, বাংলা গান শুনি, খাবারের আয়োজন করি। এসব অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটি জাতির সংস্কৃতি কি কেবল কয়েকটি বিশেষ দিনের আনুষ্ঠানিকতায় বেঁচে থাকে? সংস্কৃতি কোনো প্রদর্শনী নয়; সংস্কৃতি একটি অনুশীলন।

যে ভাষায় মা সন্তানকে আদর করেন, যে ভাষায় মানুষ দুঃখ প্রকাশ করে, যে ভাষায় তার স্বপ্নের প্রথম শব্দ উচ্চারিত হয়, সেই ভাষাই তার গভীরতম পরিচয়ের অংশ। তাই বাংলা ভাষা রক্ষার সংগ্রাম কেবল ভাষা শিক্ষার প্রশ্ন নয়, এটি আত্মপরিচয় রক্ষার প্রশ্ন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমেরিকান বাঙালি কমিউনিটির অনেক ক্ষেত্রেই আমরা এখনো একটি সুসংগঠিত সাংস্কৃতিক দর্শন তৈরি করতে পারিনি। আমরা বড় বড় অনুষ্ঠান করতে পেরেছি, অতিথি আনতে পেরেছি, মঞ্চ সাজাতে পেরেছি; কিন্তু কতটা পেরেছি একটি প্রজন্মকে বাংলার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত করতে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের নিজেদের সীমাবদ্ধতা।

আমরা প্রায়ই মনে করি, সন্তানকে ভালো স্কুলে পড়ানো, ভালো পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং আর্থিকভাবে সফল করে তোলাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব। নিঃসন্দেহে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একজন মানুষ কেবল পেশাগত পরিচয়ে পূর্ণ হয় না; তার একটি সাংস্কৃতিক পরিচয়ও থাকে। একজন তরুণ যদি বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, কিন্তু নিজের পূর্বপুরুষের ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহলে তার পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অপূর্ণ থেকে যায়। আমাদের ভুলটি এখানেই, আমরা অনেক সময় উত্তরাধিকারকে সম্পত্তি হিসেবে দেখি, সংস্কৃতি হিসেবে নয়।



আমরা সন্তানদের জন্য বাড়ি রেখে যেতে চাই, ব্যাংক সঞ্চয় রেখে যেতে চাই, নিরাপদ ভবিষ্যৎ রেখে যেতে চাই; কিন্তু ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস ও মূল্যবোধের যে অমূল্য সম্পদ, সেটি কতটা রেখে যেতে চাই? এই প্রশ্নটি আজ প্রবাসী বাঙালি সমাজের সামনে সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। কারণ শিকড় ছাড়া বৃক্ষ কিছুদিন সবুজ থাকতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে না। ঠিক তেমনি সাংস্কৃতিক শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ হয়তো সফল নাগরিক হতে পারে, কিন্তু তার আত্মপরিচয়ের একটি গভীর স্তর ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে থাকে।

প্রবাসে বসবাসের অর্থ নিজের পরিচয় ত্যাগ করা নয়। বরং নতুন বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের শিকড়কে আরও যত্নে বাঁচিয়ে রাখা। আমেরিকান সমাজের শক্তি তার বহুত্ববাদে। এখানে মানুষ তার নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই প্রবাসী বাঙালিদের সামনে সুযোগও রয়েছে, দায়িত্বও রয়েছে। প্রশ্ন হলো, আমরা সেই সুযোগ কতটা কাজে লাগাচ্ছি? আমাদের কমিউনিটি সংগঠনগুলো কি কেবল মিলনমেলার আয়োজন করবে, নাকি আগামী প্রজন্মের সাংস্কৃতিক ভিত্তি নির্মাণে নেতৃত্ব দেবে? এই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে আগামী দিনের প্রবাসী বাঙালিত্বের ভবিষ্যৎ।

দুই.

প্রবাসী সমাজের শক্তি তার সংগঠনে। মানুষ যখন নিজের জন্মভূমি থেকে দূরে বসবাস করে, তখন একটি কমিউনিটি সংগঠন কেবল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান নয়; এটি হয়ে ওঠে স্মৃতি সংরক্ষণের আশ্রয়, পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার অন্যতম মাধ্যম আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাঙালিদের অসংখ্য সংগঠন গড়ে উঠেছে। এসব সংগঠন প্রবাসীদের একত্র করেছে, সামাজিক যোগাযোগ তৈরি করেছে, নতুন অভিবাসীদের সহায়তা করেছে, উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। এগুলো নিঃসন্দেহে প্রবাসী বাঙালির একটি বড় অর্জন।

কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এসেছে—একটি কমিউনিটি সংগঠনের প্রকৃত সাফল্য কী?

সাফল্য কি কেবল বড় মঞ্চ, জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান, বিখ্যাত অতিথি কিংবা বিপুল দর্শকের উপস্থিতিতে পরিমাপ করা হবে? নাকি সাফল্যের প্রকৃত মানদণ্ড হবে—একটি নতুন প্রজন্মকে নিজের ভাষা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে কতটা যুক্ত করা গেল? এই প্রশ্নটি আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রবাসী সংগঠনগুলোর কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। একটি নির্দিষ্ট দিনে মিলিত হওয়া, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, নৈশভোজ, ছবি তোলা এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার—এসবই যেন মূল কার্যক্রমের কেন্দ্রে চলে এসেছে। কিন্তু একটি জাতির সাংস্কৃতিক ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য প্রয়োজন আরও গভীর, আরও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। সংস্কৃতি কোনো এক দিনের উৎসব নয়; এটি প্রতিদিনের চর্চা।

একটি শিশুকে বাংলা শেখাতে হলে তাকে শুধু মঞ্চে বাংলা গান গাওয়ার সুযোগ দিলেই হবে না। তাকে বাংলা বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে, বাংলা গল্প শোনাতে হবে, নিজের পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানতে উৎসাহ দিতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে, বাংলা কোনো অতীতের স্মৃতি নয়; বাংলা তার পরিচয়ের একটি জীবন্ত অংশ। দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেক সংগঠনের মধ্যে এই দীর্ঘমেয়াদি সাংস্কৃতিক পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। নেতৃত্বের ব্যস্ততা প্রায়ই সীমাবদ্ধ থাকে অনুষ্ঠান পরিচালনা, সাংগঠনিক নির্বাচন কিংবা সামাজিক উপস্থিতি বজায় রাখার মধ্যে। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়টি অনেক সময় অগ্রাধিকার পায় না।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরেকটি বাস্তবতা—স্বদেশের রাজনীতির প্রভাব। প্রবাসে এসে মানুষ নতুন পরিবেশে বসবাস শুরু করলেও তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক অভ্যাস অনেক সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসে। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক বিভাজন দীর্ঘদিন ধরে সমাজকে প্রভাবিত করেছে, তার প্রতিফলন অনেক সময় প্রবাসী সংগঠনগুলোর মধ্যেও দেখা যায়। রাজনৈতিক মত থাকা স্বাভাবিক। মতের পার্থক্যও গণতান্ত্রিক সমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যখন রাজনৈতিক পরিচয় সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ওপর প্রাধান্য পায়, তখন কমিউনিটির মূল উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রধান পরিচয় হওয়া উচিত—এটি সবার জন্য উন্মুক্ত একটি মিলনক্ষেত্র। সেখানে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবিক সম্পর্ক হবে প্রধান বিষয়। কিন্তু যখন ব্যক্তিগত আনুগত্য, দলীয় পরিচয় কিংবা নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে, তখন ঐক্যের পরিবর্তে বিভাজন তৈরি হয়। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এই বিভাজনের প্রভাব পড়ে তরুণ প্রজন্মের ওপর।

যে তরুণটি আমেরিকায় জন্মেছে, সে হয়তো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের জটিলতা জানে না। সে যখন দেখে প্রাপ্তবয়স্করা সাংস্কৃতিক মঞ্চেও বিভক্ত, পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখছে, তখন তার কাছে কমিউনিটির ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তরুণরা বিভাজনের ভাষা শিখতে চায় না; তারা সৃষ্টির ভাষা খোঁজে। তারা এমন একটি কমিউনিটি চায় যেখানে তারা নিজের পরিচয় নিয়ে গর্ব করতে পারবে, যেখানে বাংলা শেখা আধুনিকতার বিরোধী নয় বরং গৌরবের বিষয় হবে, যেখানে সংস্কৃতি হবে আনন্দের পাশাপাশি জ্ঞানের উৎস।

এই জায়গায় নেতৃত্বের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একজন প্রকৃত নেতা শুধু একটি অনুষ্ঠান সফল করেন না; তিনি ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেন। তিনি নিজের পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করেন। তিনি জানেন, একটি সংগঠনের সবচেয়ে বড় সম্পদ তার ভবন, অর্থ কিংবা পরিচিতি নয়; তার সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তরুণ



প্রজন্মের আস্থা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই, নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা তৈরি হয় না। একই মানুষ দীর্ঘদিন একই ভূমিকা ধরে রাখেন, নতুনদের জন্য সুযোগ সীমিত থাকে। ফলে তরুণরা ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়। যে সংগঠন তরুণদের জায়গা দেয় না, সে সংগঠন ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্ক হারায়।

আজ প্রয়োজন এমন নেতৃত্ব, যারা পদ নয়, দায়িত্বকে গুরুত্ব দেবেন; জনপ্রিয়তা নয়—প্রতিষ্ঠান নির্মাণকে অগ্রাধিকার দেবেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির সামনে চ্যালেঞ্জ শুধু বর্তমান পরিচালনা করা নয়; বরং আগামী পঞ্চাশ বছর পর বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির অবস্থান কোথায় থাকবে, সেই প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা।

ফোবানাসহ বৃহৎ প্রবাসী সাংস্কৃতিক সম্মেলনগুলোর ক্ষেত্রেও একই শিক্ষা প্রযোজ্য। এসব সম্মেলন দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসী বাঙালিদের মিলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মতপার্থক্য, সাংগঠনিক বিভাজন ও পৃথক উদ্যোগের কারণে ঐক্যের প্রশ্নটি আলোচনায় এসেছে। ভিন্নমত থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু একই সাংস্কৃতিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা মানুষদের মধ্যে যদি সহযোগিতার পরিবর্তে দূরত্ব বাড়ে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো কমিউনিটি। কারণ প্রবাসে আমাদের সংখ্যা কম; তাই আমাদের শক্তি হওয়া উচিত ঐক্য।

আমাদের সামনে এখন সিদ্ধান্তের সময়, আমরা কি শুধু অতীতের স্মৃতি উদযাপন করব, নাকি ভবিষ্যতের জন্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার নির্মাণ করব? আমরা কি শুধু অনুষ্ঠান আয়োজন করব, নাকি একটি প্রজন্ম গড়ে তুলব? এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই নির্ধারণ করবে প্রবাসে বাঙালিত্বের আগামী অধ্যায়।

তিন.

একটি জাতির ভবিষ্যৎ বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো তার নতুন প্রজন্মের দিকে তাকানো। কারণ একটি প্রজন্ম কেবল বর্তমানের প্রতিনিধি নয়; সে ভবিষ্যতের নির্মাতা। তার চিন্তা, স্বপ্ন, মূল্যবোধ এবং পরিচয়ের মধ্যেই একটি সমাজের আগামী দিনের প্রতিচ্ছবি লুকিয়ে থাকে ও আমেরিকায় বেড়ে ওঠা বাঙালি নতুন প্রজন্মের সামনে তাই একটি অনন্য বাস্তবতা উপস্থিত। তারা একই সঙ্গে দুটি জগতের বাসিন্দা। একদিকে আমেরিকার আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি, বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশ ও বিশ্বায়নের বাস্তবতা; অন্যদিকে তাদের পরিবারের স্মৃতি, ভাষা, সংস্কৃতি ও পূর্বপুরুষের দেশ। এই দুই জগতের মধ্যে একটি সুন্দর সেতুবন্ধ তৈরি করা ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক দায়িত্ব।

কিন্তু সেই সেতু নির্মাণের কাজটি কতটা সফল হয়েছে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের অনেক সময় অস্বস্তিতে ফেলে। কারণ বাস্তবতা হলো, আমাদের অনেক সন্তান বাংলা ভাষার সঙ্গে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। কেউ বাংলা বুঝতে পারে, কিন্তু বলতে পারে না; কেউ বলতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না; কেউ হয়তো কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, কিন্তু বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গভীর জগতের সঙ্গে তার পরিচয় তৈরি হয় না। এটি কেবল ভাষার সমস্যা নয়; এটি স্মৃতির সমস্যা।

ভাষার ভেতরে একটি জাতির হাজার বছরের অভিজ্ঞতা জমা থাকে। একটি শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে একটি সংস্কৃতির আবেগ, একটি জনগোষ্ঠীর জীবনদর্শন। তাই ভাষা হারানো মানে কেবল শব্দভান্ডার হারানো নয়; হারিয়ে ফেলা অনুভব করার একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে শিশু তার দাদু-দিদার গল্প তাদের নিজের ভাষায় শুনতে পারে না, সে কেবল একটি ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না; সে বিচ্ছিন্ন হয় একটি প্রজন্মের অভিজ্ঞতা থেকে।

যে তরুণ নজরুলের বিদ্রোহ, রবীন্দ্রনাথের মানবতাবাদ, লালনের দর্শন কিংবা জীবনানন্দের প্রকৃতির সৌন্দর্য অনুভব করতে পারে না, সে শুধু কয়েকজন সাহিত্যিককে চেনে না; সে হারায় একটি সমৃদ্ধ চিন্তার জগতের সঙ্গে সংযোগ। এখানে প্রশ্ন আসে, এর জন্য দায়ী কে? শুধু কি নতুন প্রজন্ম? নিশ্চয়ই নয়। বরং এই দায়িত্বের বড় অংশ আমাদের, যারা তাদের হাতে উত্তরাধিকার তুলে দেওয়ার কথা ছিল।

আমরা অনেক সময় সন্তানদের বলি, বাংলা শিখো, নিজের সংস্কৃতি জানো। কিন্তু সেই আহ্বান বাস্তব জীবনের কতটা অংশ হয়ে ওঠে? ঘরে কি নিয়মিত বাংলা বলা হয়? সন্তানদের হাতে কি বাংলা বই তুলে দেওয়া হয়? পরিবারে কি বাংলা গান, সাহিত্য, ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হয়? শুধু আবেগ দিয়ে সংস্কৃতি টিকে থাকে না; চর্চার মাধ্যমে টিকে থাকে।

একটি শিশুকে যদি ছোটবেলা থেকে বলা হয় যে বাংলা তার পরিচয়ের একটি গর্বের অংশ, তাহলে সে সেটিকে বোঝা হিসেবে নেবে না। কিন্তু যদি বাংলা কেবল 'বাড়ির বড়দের ভাষা' বা 'পুরোনো দিনের বিষয়' হিসেবে উপস্থাপিত হয়, তাহলে তার কাছে এর আকর্ষণ কমে যাবে।

আমাদের আরও একটি বিষয় বুঝতে হবে, নতুন প্রজন্মকে দোষ দিয়ে কোনো সমাধান হবে না।

তারা এমন একটি পরিবেশে বড় হচ্ছে যেখানে ইংরেজি তাদের শিক্ষা, বন্ধুত্ব, প্রযুক্তি ও সামাজিক জীবনের প্রধান মাধ্যম। তাই বাংলাকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। বাংলা শেখানো মানে শুধু ব্যাকরণ শেখানো নয়; বাংলা শেখানো মানে গল্প, গান, নাটক, ইতিহাস ও সৃষ্টিশীলতার এক আনন্দময় জগৎ খুলে দেওয়া।

এখানে কমিউনিটি সংগঠনগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোরদের জন্য পরিকল্পিত কার্যক্রম সীমিত। বড়দের অনুষ্ঠান বেশি, কিন্তু শিশুদের জন্য নিয়মিত সাংস্কৃতিক শিক্ষা কম। বক্তৃতা বেশি, কিন্তু অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা কম। স্মৃতিচারণা বেশি, কিন্তু ভবিষ্যৎ নির্মাণের উদ্যোগ কম। আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি প্রজন্মকে সংস্কৃতির সঙ্গে



যুক্ত করতে হলে তাকে দর্শক নয়, অংশগ্রহণকারী করতে হবে। তাকে শুধু মঞ্চে বসিয়ে বাংলা গান শোনালে হবে না; তাকে মঞ্চ তৈরি করার সুযোগ দিতে হবে। তাকে শুধু বাংলা দিবসের অনুষ্ঠানে আনলে হবে না; তাকে বাংলা সংস্কৃতির দৈনন্দিন যাত্রার অংশ করতে হবে।

নতুন প্রজন্মের আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো পরিচয়ের প্রশ্ন। তারা প্রায়ই এমন একটি অবস্থানে থাকে যেখানে তারা পুরোপুরি একদিকে নয়, আবার অন্যদিক থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। তারা আমেরিকান বাস্তবতার সন্তান, কিন্তু তাদের পারিবারিক স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত বাংলা। এই দ্বৈত পরিচয় কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি একটি শক্তি হতে পারে। একজন তরুণ একই সঙ্গে বিশ্ব নাগরিক এবং বাঙালি হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বমানবতার কথা বলেছেন, তার মূলেই ছিল নিজের শিকড়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বকে গ্রহণ করার দর্শন। নিজের পরিচয় হারিয়ে বিশ্বজনীন হওয়া যায় না; বরং নিজের সংস্কৃতিকে ধারণ করেই মানুষ বিশ্বকে সমৃদ্ধ করে।

তাই প্রবাসী বাঙালির সামনে চ্যালেঞ্জ হলো, নতুন প্রজন্মকে অতীতের বন্দি করা নয়, বরং অতীতের শক্তি দিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে দেওয়া।

আমাদের সন্তানদের বলতে হবে না, 'তুমি শুধু বাঙালি হও।' বরং বলতে হবে, 'তুমি যেখানে থাকো, যেভাবে বড় হও, নিজের শিকড়কে জানো; কারণ যে মানুষ নিজের উৎসকে চেনে, সে পৃথিবীকেও আরও গভীরভাবে বুঝতে পারে।'

প্রবাসে বাঙালিত্ব রক্ষার সংগ্রাম আসলে কোনো ভাষার বই বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি একটি ভালোবাসার সংগ্রাম। এটি স্মৃতি ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সেতু নির্মাণের সংগ্রাম।আর সেই সেতু যদি আমরা আজ নির্মাণ না করি, আগামী প্রজন্ম হয়তো একদিন প্রশ্ন করবে—'আমাদের পূর্বপুরুষরা কোন দেশ থেকে এসেছিলেন?'

কিন্তু আমরা চাই না সেই প্রশ্নটি বিস্মৃতির প্রশ্ন হয়ে উঠুক। আমরা চাই, তারা গর্বের সঙ্গে বলুক—'আমাদের শিকড় আছে। আমাদের একটি ভাষা আছে। আমাদের একটি গল্প আছে।'

চার.

একটি সমাজের সবচেয়ে বড় সংকট তখনই শুরু হয়, যখন সে নিজের দিকে তাকানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আত্মসমালোচনা কোনো দুর্বলতার লক্ষণ নয়; বরং এটি একটি জীবন্ত সমাজের শক্তির পরিচয়। যে জাতি নিজের ভুল দেখতে পারে, সে জাতিই নিজেকে নতুন করে নির্মাণ করতে পারে।

আমেরিকান বাঙালি কমিউনিটির সামনে আজ সেই আত্মসমালোচনার সময় এসেছে। আমরা অনেক অর্জন করেছি। প্রবাসের কঠিন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে বাঙালিরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিভিন্ন পেশায় সাফল্য অর্জন করেছেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। নতুন অভিবাসীদের সহযোগিতা করেছেন, বাংলা সংস্কৃতির নানা দিককে বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছেন। এই অর্জনগুলোকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হবে, অর্জনের পাশাপাশি কিছু অপূর্ণতাও রয়ে গেছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও শিকড়ের উত্তরাধিকার পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এখনো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। এখন প্রশ্ন হলো, এই অবস্থার পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব?

প্রথমত, আমাদের কমিউনিটির সাংস্কৃতিক চিন্তাকে নতুনভাবে সাজাতে হবে। সংস্কৃতি যেন শুধু বার্ষিক অনুষ্ঠান, উৎসব বা মঞ্চনির্ভর কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ না থাকে। সংস্কৃতিকে একটি ধারাবাহিক সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। প্রতিটি শহর, প্রতিটি কমিউনিটিতে বাংলা ভাষা শিক্ষা, শিশু-কিশোর সাহিত্যচর্চা, সংগীত, নাটক, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে নিয়মিত কার্যক্রম গড়ে তুলতে হবে।

একটি বাংলা স্কুল শুধু ভাষা শেখাবে না; এটি একটি প্রজন্মকে তার পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করবে।

একটি সাহিত্যচক্র শুধু বই পড়বে না; এটি চিন্তার একটি নতুন পৃথিবী তৈরি করবে। একটি সাংস্কৃতিক কর্মশালা শুধু গান বা নাটক শেখাবে না; এটি আত্মবিশ্বাসী ও শিকড়-সচেতন মানুষ তৈরি করবে।

দ্বিতীয়ত, নেতৃত্বের দর্শনে পরিবর্তন আনতে হবে। কমিউনিটি নেতৃত্ব কোনো ব্যক্তিগত মর্যাদার বিষয় নয়, এটি একটি সামাজিক আমানত। একজন নেতার প্রকৃত সাফল্য তার পদে থাকার সময় দিয়ে নয়, বরং তার পরে কতজন যোগ্য মানুষ তৈরি হলো, তা দিয়ে বিচার করা উচিত।

নতুন প্রজন্মকে নেতৃত্বে আনতে হবে। তাদের চিন্তা, প্রযুক্তি-জ্ঞান ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আগামী দিনের বাঙালি কমিউনিটি তাদের হাতেই গড়ে উঠবে।

তৃতীয়ত, বিভাজনের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মতপার্থক্য থাকবে। ভিন্ন চিন্তা থাকবে। এটি স্বাভাবিক। কিন্তু ভিন্নতা যেন বিভেদের কারণ না হয়।

প্রবাসে আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয় হওয়া উচিত, আমরা বাঙালি। রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা ব্যক্তিগত মতের ঊর্ধ্বে উঠে ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা জরুরি। বৃহৎ প্রবাসী সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেও



এই উপলব্ধি প্রয়োজন। কোনো একটি সংগঠন বা উদ্যোগের সাফল্য তখনই অর্থবহ হবে, যখন তা সামগ্রিক কমিউনিটির শক্তি বাড়বে। বিভক্ত মঞ্চের সংখ্যা নয়, ঐক্যবদ্ধ হৃদয়ের সংখ্যা বাড়ানোই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য। কারণ ইতিহাসে কোনো জাতি বিভক্ত হয়ে তার সংস্কৃতিকে দীর্ঘদিন রক্ষা করতে পারেনি।

চতুর্থত, আমাদের সংস্কৃতির সংজ্ঞাকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। বাঙালিত্ব শুধু খাবার, পোশাক বা উৎসবের নাম নয়। বাঙালিত্বের মধ্যে আছে মানবিকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, জ্ঞানচর্চা, সাহিত্যপ্রেম, সৃজনশীলতা এবং অন্যের প্রতি সম্মান। আমরা যদি নতুন প্রজন্মকে শুধু বাহ্যিক পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত করি, কিন্তু এর গভীর মানবিক দর্শনের সঙ্গে পরিচয় না করাই, তাহলে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বাংলা সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় শক্তি তার উদারতা। এই সংস্কৃতি মানুষকে বিভক্ত করতে শেখায় না; মানুষকে আপন করে নিতে শেখায়। তাই প্রবাসী বাঙালিত্বের ভবিষ্যৎ হওয়া উচিত আরও মানবিক, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আরও সৃজনশীল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি ভাষা কেবল অভিধানের শব্দে বেঁচে থাকে না; মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে। একটি সংস্কৃতি শুধু মঞ্চের আলোয় টিকে থাকে না; পরিবারের দৈনন্দিন জীবনে টিকে থাকে। আজ আমরা যদি সন্তানদের হাতে বাংলা বই তুলে দিই, তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলি, তাদের গল্প শোনাই, তাদের ইতিহাস জানাই, তাহলে আগামী প্রজন্মের কাছে বাংলা কোনো অতীতের স্মৃতি হবে না; হবে ভবিষ্যতের সম্পদ।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি আমাদের সবার, আমরা প্রবাসে কী রেখে যেতে চাই? শুধু বাড়ি, অর্থ, সম্পদ? নাকি একটি ভাষা, একটি সংস্কৃতি, একটি আত্মপরিচয়?

সময় একদিন সবকিছুর হিসাব নেবে। মানুষ হয়তো ভুলে যাবে কে কোন অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন, কোন মঞ্চ কত বড় ছিল, কোন আয়োজন কত জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। কিন্তু মনে রাখবে, কে একটি প্রজন্মকে তার শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধিকার ইট-পাথরের নয়; তা মানুষের হৃদয়ে নির্মিত হয়।

প্রবাসে আমাদের সন্তানরা যেন এমন এক ভবিষ্যতের নাগরিক হয়, যারা আমেরিকার আকাশে উড়বে, কিন্তু বাংলার মাটির গন্ধ ভুলবে না; যারা বিশ্বকে গ্রহণ করবে, কিন্তু নিজের পরিচয় হারাবে না; যারা আধুনিক হবে, কিন্তু শিকড়হীন হবে না। আমাদের আজকের দায়িত্বই আগামী দিনের ইতিহাস।

আসুন, আমরা বিভক্তির দেয়াল ভেঙে সম্প্রীতির সেতু নির্মাণ করি।

আসুন, আমরা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরও সংস্কৃতির আলো জ্বালিয়ে রাখি।

আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদের শুধু একটি সফল জীবন নয়, একটি সমৃদ্ধ পরিচয় উপহার দিই।

কারণ প্রবাসে বাঙালিত্ব টিকে থাকবে কেবল তখনই, যখন আমরা বুঝব, শিকড় কোনো অতীত নয়, শিকড়ই ভবিষ্যতের শক্তি।

(লেখক: কবি, প্রাবন্ধিক ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট, ওয়াশিংটন ডিসি)



Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



A M Mozharul Hoque

Springfield, VA



Beyond Remittance: How Non-Resident Bangladeshis Can Shape the Future of Bangladesh

Mahabubur Rahman



An estimated **18–20 million people of Non-Resident Bangladeshis (NRBs)** live across the world, forming one of the country's greatest national assets. From the United States, the United Kingdom, Canada, Italy, Australia, Malaysia, Singapore, Japan, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and many other countries, Bangladeshis are contributing to their adopted economies as entrepreneurs, engineers, doctors, academics, investors, and skilled professionals. At the same time, they continue to support Bangladesh. According to **Bangladesh Bank** and the **World Bank**, Bangladesh received **more than US$30 billion in remittances during FY2024–25**, one of the highest annual totals in the country's history, placing Bangladesh among the world's leading remittance-receiving nations. These remittances contribute roughly **6–7% of the country's GDP** and remain one of the largest sources of foreign exchange, helping stabilize the economy, support millions of households, and reduce poverty.

While remittances are essential, the economic potential of NRBs extends far beyond sending money home. Across the world, Bangladeshi expatriates have accumulated valuable skills, international business experience, advanced technologies, and professional networks. Many have already invested in Bangladesh by establishing garment factories, software companies, hospitals, educational institutions, restaurants, logistics firms, and export-oriented businesses. Others have helped Bangladeshi companies enter international markets by connecting them with overseas buyers and investors. Every successful investment creates employment, increases tax revenue, promotes technology transfer, and strengthens Bangladesh's global competitiveness.

Bangladesh is now well positioned to benefit from greater diaspora investment. With a population of more than **170 million**, a growing middle class, expanding digital infrastructure, and one of South Asia's fastest-growing consumer markets, the country offers significant opportunities in information technology, artificial intelligence, healthcare, renewable energy, agro-processing, tourism, logistics, education, and export-oriented manufacturing. Instead of concentrating investments solely in land or residential property, NRBs can create greater economic impact by investing in productive sectors that generate jobs and increase exports.

Many countries have already demonstrated the power of diaspora engagement. India, for example, has successfully attracted billions of dollars from overseas Indians through diaspora investment programs, startup funding, and technology partnerships. China and Vietnam have also benefited enormously from overseas entrepreneurs who brought capital, knowledge, and international business connections back to their home countries. Bangladesh can adopt similar strategies by making investment procedures simpler, strengthening legal protections,



improving transparency, and creating dedicated investment facilities for NRBs.

Greater NRB participation would create benefits for everyone. For Bangladesh, increased investment would generate employment, improve productivity, increase exports, strengthen innovation, and reduce dependence on remittances alone. For NRBs, investing in Bangladesh offers an opportunity to diversify their portfolios, participate in a rapidly expanding economy, build long-term wealth, and leave a lasting legacy in their homeland. Beyond financial returns, many NRBs gain the satisfaction of contributing to national development and creating opportunities for future generations.

The future of Bangladesh should not depend solely on remittances. The country's global diaspora represents an extraordinary source of investment, innovation, expertise, and international influence. If even **5% of an estimated 20 million NRBs** invested **US$10,000** each in productive businesses over time, the potential investment could reach **US$10 billion**, an amount capable of financing thousands of new enterprises and creating hundreds of thousands of jobs. While this is an illustrative scenario rather than a forecast, it demonstrates the enormous economic potential of productive diaspora engagement. **By moving beyond remittances and encouraging investment, entrepreneurship, and knowledge sharing, Non-Resident Bangladeshis can become one of the most important partners in building a more prosperous, innovative, and globally competitive Bangladesh.**

"We are very blessed to be celebrating our heritage and culture with family at this FOBANA convention."



Hashmat Mobin and Family
Euless, Texas





FOBANA's Mainstream Impact

Tawfiq Suleman Khan



Since 1987 Founded in Washington, D.C., in 1987, Federation of Bangladeshi Associations in North America (FOBANA) has played an important role in connecting Bangladeshi communities across the United States and Canada.

Its impact can be seen in several areas:

Cultural visibility: FOBANA's annual conventions and cultural programs have introduced Bangladeshi music, dance, literature, food, traditions, and arts to broader North American audiences.

Community integration: The organization has helped Bangladeshi Americans and Canadians participate more actively in the multicultural social fabric of North America while maintaining their heritage. F

Youth development: FOBANA has promoted youth participation through talent competitions, educational activities, volunteering, and leadership programs.

Education: Its scholarship initiatives have supported young people pursuing higher education and encouraged community investment in the next generation.

Philanthropy and crisis response: FOBANA has participated in charitable initiatives in both North America and Bangladesh, including relief efforts during the COVID-19 pandemic.

Networking and recognition: By bringing together Bangladeshi associations from different cities and regions, FOBANA has created a platform for professional, civic, cultural, and organizational networking. Its history documents conventions across major North American cities beginning with Washington, D.C., in 1987.

In summary: Since 1987, FOBANA's broader contribution has been to help move the Bangladeshi-American and Bangladeshi-Canadian community from a relatively dispersed immigrant population toward a more visible, organized, culturally confident, and civically engaged presence in mainstream North American society, while preserving Bangladeshi identity and heritage.

(Tawfiq Suleman Khan, Chairman of Mainstream Liaison, FOBANA central sub-committee)



GOLAM BHUIYAN
Chairman & Founder
GFB Group

"Our mission is simple: to build businesses that create value, empower people, and make a positive impact across communities and industries worldwide."

THE GFB GROUP

BUILDING TOMORROW TOGETHER

GFB Group is a rapidly growing, diversified global enterprise engaged in a wide range of businesses that serve industries and communities around the world.

Through our commitment to innovation, quality, and excellence, we continue to expand our reach and create lasting value for our partners, customers, and stakeholders.

OUR BUSINESS

- Fragrances
- Personal & Household Care
- Import, Export & Distribution
- Industrial Real Estate

OUR MEMBER COMPANIES

- Aromatic Innovations — Creators & Manufacturers of Fragrances
- NINON
- NINON REALTY
- Orpheus Fragrances

OUR COMMITMENT

Driven by integrity and a passion for excellence, we are dedicated to delivering innovative solutions, fostering growth, and shaping a better future.

INNOVATION | INTEGRITY | QUALITY | PARTNERSHIP | IMPACT

thegfbgroup.com



কেমন আছেন বদলে যাওয়া কানাডার বাংলাদেশিরা? স্বপ্ন, সংকট ও পরিবর্তিত বাস্তবতার অনিশ্চিত অধ্যায়

সৈয়দ ইফতেখার



মানুষ শুধু একটি দেশ ছেড়ে আরেকটি দেশে যায় না; সঙ্গে নিয়ে যায় অসংখ্য স্বপ্ন, প্রিয়জনের মুখ, শৈশবের স্মৃতি আর একটি সুন্দর ভবিষ্যতের প্রত্যাশা। কানাডার পথে পা বাড়ানো হাজারো বাংলাদেশির গল্পও এমনই। সংগ্রামের, আশার এবং নতুন করে জীবন গড়ার উপাখ্যান। কিন্তু সময়ের চাকা সবস ময় একদিকে ঘোরে না। যে কানাডা একসময় বিশ্বের অন্যতম উন্মুক্ত অভিবাসন গন্তব্য হিসেবে পরিচিত ছিল, সেই দেশ আজ নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি। কঠোর অভিবাসননীতি, আবাসন-সংকট, জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক চাপ মিলিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের জীবনেও নেমে এসেছে এক নতুন অনিশ্চয়তার ছায়া। তাই বলতে হচ্ছে, কেমন আছেন কানাডার বাংলাদেশিরা?

উন্নত জীবনযাত্রা, যুক্তরাষ্ট্রের থেকে নিরাপদ সমাজ, মানসম্মত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশের কারণে দীর্ঘদিন ধরেই কানাডা ছিল বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় অভিবাসন গন্তব্য। বাংলাদেশ থেকেও প্রতিবছর হাজার হাজার মানুষ স্থায়ী বসবাস, উচ্চশিক্ষা কিংবা কর্মসংস্থানের আশায় দেশটিতে পাড়ি জমিয়েছেন। কিন্তু কোভিড-পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত অভিবাসনের কারণে আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা এবং অবকাঠামোর ওপর যে চাপ তৈরি হয়, তা সামাল দিতে সরকার মোটাদাগে ২৪ সাল থেকে অভিবাসননীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। সে সময় ছিল জাস্টিন ট্রুডোর আমল।

বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী; লিবারেল পার্টির নেতা মার্ক কার্নি জানিয়েছেন, ইতোমধ্যে অভিবাসনব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং আগামী কয়েক বছর বর্তমান সংযত নীতি বহাল থাকবে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। অস্থায়ী বিদেশি কর্মীর সংখ্যা কমেছে ৫০ শতাংশ। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে। নতুন স্টাডি পারমিট বা শিক্ষার্থী ভিসা প্রায় ৬০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের দাবি, দেশের আবাসন সক্ষমতা, অবকাঠামো এবং শ্রমবাজারের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, বর্তমান অভিবাসনের হার এখনো আবাসন খাতে চাপ সৃষ্টি করছে। তাই পরিস্থিতি পুরোপুরি স্থিতিশীল করতে আগামী কয়েক বছর অভিবাসনের গতি নিয়ন্ত্রিত রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। ফেডারেল সরকার ও প্রাদেশিক প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যতের অভিবাসন পরিকল্পনা নির্ধারণ করা হবে, যাতে শ্রমবাজারের চাহিদা এবং দেশের সক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে নতুন অভিবাসনপ্রত্যাশীদের ওপর। যারা স্থায়ী বসবাসের স্বপ্ন দেখছেন, তাদের জন্য পথ আগের তুলনায় অনেক কঠিন হয়ে উঠেছে। আবেদনপ্রক্রিয়া দীর্ঘ হচ্ছে, প্রতিযোগিতা বেড়েছে এবং নির্বাচনের মানদণ্ড আরও কঠোর হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর বহু শিক্ষার্থী উত্তর আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য আসেন। অধিকাংশেরই লক্ষ্য থাকে পড়াশোনা শেষে চাকরি করে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ অর্জন করা। কিন্তু আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে ফেলায় সেই পথ এখন ঢের সংকীর্ণ। অনেক সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী নতুন করে পরিকল্পনা পরিবর্তন করছেন, আবার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বিদেশি শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার প্রভাব অনুভব করছে। বিশ্ববিদ্যালয়; কলেজগুলো মুনাফা হারাচ্ছে।

অস্থায়ী বিদেশি কর্মীদের অবস্থাও আগের মতো নেই। কৃষি, নির্মাণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, আতিথেয়তা এবং সেবা খাতে আগে বিদেশি কর্মীদের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও বর্তমানে সেই সুযোগ সীমিত। এতে নতুন কর্মীদের জন্য যেমন সুযোগ



কমছে, তেমনি যারা ইতোমধ্যে কানাডায় রয়েছেন, তাদের অনেকেই ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

সবচেয়ে বেশি অনিশ্চয়তায় রয়েছেন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা। নানা দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, নির্যাতন কিংবা নিরাপত্তাহীনতার কারণে যারা কানাডায় আশ্রয়ের আবেদন করছেন, তাদের অনেকের আবেদন দীর্ঘ সময় ধরে ঝুলে আছে। যাতে মানবিক সংকটের পাশাপাশি আইনি অনিশ্চয়তাও বাড়ছে। কিন্তু বাংলাদেশিদের বেলায় চিত্রটা ভিন্ন। বহু মানুষ ভুয়া কাগজপত্র দিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হয়েছেন। আদালতে শুনানিতে যা ধরাও পড়ে যাচ্ছে। এই যেমন কোনোভাবে ঘুরতে এসে পান বিক্রেতাও চেয়ে বসেছেন অ্যাসাইলাম! সম্প্রতি ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল দেখতে এসে অন্তত ১০ বাংলাদেশি এমন প্রতারণা করেছেন বলে খোদ জানিয়েছে অটোয়া।

যা-ই হোক, গেল কয়েক বছরে কানাডার আবাসন-সংকট ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে। বড় শহরগুলোয় বাড়ি কেনা তো দূরের কথা, ভাড়ায় বাসা পাওয়াও অনেকের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। একটি সাধারণ অ্যাপার্টমেন্টের ভাড়াই অনেক পরিবারের আয়ের বড় অংশ গ্রাস করছে। নতুন অভিবাসীদের জন্য এই সংকট আরও প্রকট।

জীবনযাত্রার ব্যয়ও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। খাদ্যপণ্য, পরিবহন, তেল-বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি চাপে এখন। বাংলাদেশি পরিবারগুলোর অনেকেই আগের তুলনায় সঞ্চয় করতে পারছে না। অনেকে অতিরিক্ত কাজ করেও সংসারের ব্যয় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের দফায় দফায় চাপানো শুল্ক কানাডার অর্থনীতিকে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি আলোচনার মাধ্যমে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সমাধানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন এবং সব প্রদেশকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করছেন। তবে আলোচনা ব্যর্থ হলে পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতির কথাও জানিয়েছেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, এই বাণিজ্যিক উত্তেজনা দীর্ঘায়িত হলে কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং বাজারে মূল্যস্ফীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

এই বাস্তবতার মধ্যেও কানাডা অভিবাসনের দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়নি। বরং নির্দিষ্ট কিছু দক্ষ পেশাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো, নির্মাণ, প্রকৌশল এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতে দক্ষ কর্মীরা এখনও তুলনামূলক দ্রুত স্থায়ী বসবাসের সুযোগ পাচ্ছেন। হাতের কাজ; কারিগরি দিকে যারা ভালো এই যেমন গাড়ির মেকানিক; ইলেকট্রিশিয়ান; সুয়ারেজ মিস্ত্রি—এমন নানা কাজের কদর অনেক। অর্থাৎ অভিবাসন এখন আর সংখ্যার বিষয় নয়; বরং বাজারের প্রয়োজন ও দক্ষতার ভিত্তিতে বাছাইয়ের বিষয় হয়ে উঠেছে।

বাঙালি যারা আবাসন নিয়ে কাজ করেন তাদের মতে, শুধু অভিবাসন কমিয়ে আবাসন সংকটের স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। নতুন আবাসন নির্মাণ বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবায় বিনিয়োগ এবং শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিবাসননীতিই দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর সমাধান হতে পারে। কারণ কানাডার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ইতিহাসে অভিবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য।

এখনো বাংলাদেশি যারা আসতে চান, তাদের জন্যও এটি বাস্তবতা বোঝার সময়। কানাডায় যাওয়ার স্বপ্ন এখনো বেঁচে আছে, কিন্তু সেই স্বপ্নের পথে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রস্তুতি, দক্ষতা এবং ধৈর্যের প্রয়োজন। পরিবর্তিত নীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে যোগ্য করে তুলতে না পারলে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানো কঠিন হবে।

যারা চলে এসেছেন; প্রতিদিন দৌড়াচ্ছেন স্বপ্নের সঙ্গে তাদের মানসিক অবস্থা আবার ভিন্ন। লড়াই চলছে বটে। টরন্টোর কোনো ব্যস্ত সাবওয়েতে, মন্ট্রিয়ালের ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে, ভ্যাঙ্কুভারের বৃষ্টিভেজা বিকেলে কিংবা ক্যালগেরির দীর্ঘ শীতের রাতে কোনো বাংলাদেশি এখনো পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে হাসিমুখে কথা বলেন। কিন্তু সেই হাসির আড়ালে থাকে বাড়তি ভাড়ার হিসাব, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের চিন্তা, প্রিয়জনকে কাছে না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস কিংবা স্থায়ী হওয়ার স্বপ্নের অপেক্ষা।

তবু মানুষ স্বপ্ন দেখতে থামে না। কারণ অভিবাসনের ইতিহাস আসলে কেবল ভিসা, পরিসংখ্যান কিংবা সরকারি নীতির তথ্য নয়; এটি মানুষের সাহস, ত্যাগ, সংগ্রাম এবং আগামী দিনের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের আখ্যান। আর সেই ইতিহাসেরই এক নতুন, জটিল এবং অনিশ্চিত অধ্যায়ের নাম– আজকের কানাডা।

(সৈয়দ ইফতেখার: লেখক ও গবেষক, কানাডা)



আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির সুস্থ জীবনঃ
ছোট ছোট পরিবর্তনেই বড় সাফল্য

Dr. Salma Khan, MD / PhD



যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশিরা আজ শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা, প্রকৌশল এবং বিভিন্ন পেশায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। কঠোর পরিশ্রম, পারিবারিক মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা একটি শক্তিশালী ও সম্মানিত কমিউনিটি গড়ে তুলেছি। তবে এই সাফল্যের পাশাপাশি আমাদের সামনে একটি বড় চ্যালেঞ্জও রয়েছে—স্বাস্থ্য।

আজ বাংলাদেশি-আমেরিকানদের মধ্যে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, উচ্চ কোলেস্টেরল, স্থূলতা, কিডনি রোগ এবং স্ট্রোক আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। উদ্বেগের বিষয় হলো, এসব রোগের অনেকগুলোই প্রতিরোধ করা সম্ভব। প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় সামান্য কিছু পরিবর্তন এনে আমরা নিজেদের এবং আমাদের পরিবারের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে পারি।

আমেরিকার ব্যস্ত জীবনে আমরা দিনের বেশির ভাগ সময় অফিসে বসে কাজ করি, গাড়ি চালাই অথবা কম্পিউটারের সামনে কাটাই। নিয়মিত হাঁটা বা শরীরচর্চার সুযোগ অনেকেরই হয় না। অন্যদিকে অতিরিক্ত ভাত, ভাজাপোড়া, মিষ্টি, কোমল পানীয় এবং বড় পরিমাণে খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমাদের বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। আবার অনেকেই অসুস্থ না হওয়া পর্যন্ত চিকিৎসকের কাছে যান না। অথচ ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপের মতো রোগ শুরুতে কোনো লক্ষণ ছাড়াই শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি করতে পারে।

সুস্থ থাকতে প্রিয় বাংলাদেশি খাবার ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই। বরং পরিমিত পরিমাণে খাওয়া এবং খাবারে বেশি শাকসবজি, ফল, মাছ, ডাল ও কম চর্বিযুক্ত প্রোটিন যোগ করাই যথেষ্ট। ভাজা খাবারের পরিবর্তে সেদ্ধ, গ্রিল বা কম তেলে রান্না করা খাবার বেছে নিন। মিষ্টি ও কোমল পানীয় কমিয়ে বেশি করে পানি পান করুন।



প্রতিদিন মাত্র ৩০ মিনিট হাঁটা হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, ওজন কমায় এবং মানসিক চাপ কমায়। লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করা, রাতের খাবারের পর পরিবারের সঙ্গে হাঁটা বা শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করাও ভালো ব্যায়াম।

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বছরে অন্তত একবার রক্তচাপ, রক্তের শর্করা, কোলেস্টেরল এবং কিডনির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা উচিত।



নারীদের নিয়মিত স্তন ও জরায়ুমুখের ক্যানসার পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট বয়সের পর নারী-পুরুষ উভয়ের কোলন ক্যানসার স্ক্রিনিং করানো প্রয়োজন। রোগ যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, চিকিৎসা তত সহজ ও কার্যকর হবে।

শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কাজের চাপ, একাকিত্ব এবং পারিবারিক দায়িত্ব অনেকের মধ্যে উদ্বেগ ও বিষণ্নতা সৃষ্টি করতে পারে। এ বিষয়ে লজ্জা না পেয়ে প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য, বন্ধু, ধর্মীয় নেতা বা চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলা উচিত।

আমাদের সন্তানরা আমাদের দেখেই শেখে। তাই পরিবারে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, নিয়মিত শরীরচর্চা করা এবং ধূমপান থেকে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তুললে ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুস্থ জীবনযাপনে উৎসাহিত হবে। একই সঙ্গে আমাদের মসজিদ, কমিউনিটি সেন্টার এবং বাংলাদেশি সংগঠনগুলো স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্যবিষয়ক সেমিনার এবং ব্যায়াম কর্মসূচির আয়োজন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

মনে রাখবেন, চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ অনেক সহজ এবং কম ব্যয়বহুল। সুস্বাস্থ্য মহান আল্লাহর একটি অমূল্য নিয়ামত। তাই নিজের শরীরের যত্ন নেওয়া আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্বও বটে।

আজ থেকেই শুরু হোক ছোট ছোট পরিবর্তন—স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত হাঁটা, পর্যাপ্ত ঘুম, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ইতিবাচক মানসিকতা। এই সহজ অভ্যাসগুলোই আমাদের পরিবার, আমাদের কমিউনিটি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে।

***(Dr. Salma Khan, MD / PhD-** Associate Professor, School of Medicine, Loma Linda University, Loma Linda, CA.r)*

Best wishes to have a successful 40th FOBANA Convention 2026, Los Angeles.



Maqbul M Ali & Momtazara B Ali

Chicago, IL

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন সফল হোক, স্বার্থক হোক সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ কামনা-



Nargis Ahmed

Past Executive secretary, FOBANA & Past President, Bangladesh Society, New York



Next-Gen Changemakers: Bangladeshi American Youth Redefining Leadership in Mainstream America

Dr. Pryalal Karmakar



Abstract

Bangladeshi American youth are increasingly reshaping the contours of leadership and civic participation within mainstream United States institutions. Moving beyond traditional enclaves, second- and third-generation Bangladeshi Americans are occupying strategic roles in public policy, civic technology, environmental justice, and non-profit advocacy. By leveraging their distinct bicultural capital—synthesizing South Asian heritage with contemporary American civic norms—these young leaders are establishing a model of transnational, equity-focused governance. This paper examines the mechanisms through which Bangladeshi American youth are asserting their institutional influence, examining key domains including municipal service, global climate diplomacy, academic thought leadership, and grassroots community organizing.

Introduction

As the United States continues its demographic transformation, second- and third-generation immigrant communities are playing an pivotal role in redefining civic norms and institutional leadership. Among Asian American subgroups, the Bangladeshi American population represents one of the fastest-growing diasporic demographics in the nation. Official U.S. Census Bureau American Community Survey (ACS) data places the Bangladeshi-origin population over 330,000, while broader diaspora research estimates the total community size—including second-generation youth—at upwards of 500,000.

Historically concentrated in working-class urban enclaves across New York, New Jersey, Michigan, and the Mid-Atlantic, earlier generations focused primarily on economic stabilization, community preservation, and navigating first-generation immigration hurdles. In contrast, contemporary Bangladeshi American youth are translating their families' resilient foundations into active public leadership. By stepping directly into mainstream corridors of power—from municipal school boards and legislative offices to global policy forums—these young changemakers demonstrate how cultural heritage and American institutional engagement can combine to drive social progress.

Civic Participation and Institutional Impact

The shift from peripheral community organizing to direct participation within U.S. governance structures marks a major evolution in Bangladeshi American civic engagement. Emerging youth leaders are systematically securing positions where policy decisions are crafted, ensuring that immigrant and working-class perspectives inform public administration.

In local government and educational administration, young Bangladeshi Americans are tackling systemic inequities. Leaders such as Tasfia Chowdhury on New Jersey’s Board of Education



advocate for culturally responsive curricula, equitable resource allocation, and language access initiatives for non-English-speaking households. Similarly, urban policy advisors like Rafi Ahmed in Seattle emphasize equity-driven housing strategies, ensuring that municipal urban planning accounts for immigrant populations vulnerable to gentrification and displacement.

To sustain this pipeline of civic talent, institutional programs such as the South Asian Youth Legislative Fellowship embed Bangladeshi American high school and undergraduate students within federal and state legislative offices. These fellowships demystify the policymaking process, providing young scholars with hands-on experience in drafting legislation, constituent service, and policy research. Consequently, Bangladeshi American youth are not merely reacting to policy decisions—they are actively shaping them.

Global Leadership and Cultural Diplomacy

A defining characteristic of contemporary Bangladeshi American youth leadership is its transnational orientation. Drawing upon their deep awareness of Bangladesh's geopolitical realities—particularly its vulnerability to climate change and its dynamic youth demographics—these young leaders leverage American platforms to conduct impact-driven global advocacy.

In environmental advocacy, climate activist Aisha Rahman, co-founder of the Global Climate Voices Network, represents youth interests at United Nations international summits. Rahman's work bridges hyper-local community climate resilience in major U.S. cities with macro-level international advocacy for frontline nations like Bangladesh, which faces severe sea-level rise and environmental displacement.

Concurrently, economic and cultural diplomacy initiatives are flourishing. Academic programs like the Young Entrepreneurs Summit at Columbia University foster cross-border venture exchanges, connecting innovation ecosystems in Dhaka and Silicon Valley. On the cultural front, initiatives such as Chicago's Cultural Bridge Project integrate South Asian oral histories and artistic expressions into broader civic celebrations, promoting cross-cultural empathy and countering anti-immigrant narratives through collaborative storytelling.

Thought Leadership and Broader Advocacy

Beyond institutional politics and diaspora-focused activism, young Bangladeshi American scholars, technologists, and public speakers are contributing significantly to broader American discourse.

In think tanks and academic circles, researchers like Dr. Naveed Islam at the Brookings Institution generate data-driven insights into how immigrant innovation fuels regional economic growth, dismantling traditional "model minority" tropes while underscoring the structural obstacles faced by non-Western diaspora communities. In the civic tech space, leaders such as Sabrina Anwar—recognized by the Aspen Institute—build open-source digital tools that improve access to social safety net services for marginalized and limited-English-proficient populations.

Furthermore, mental health advocacy has emerged as a crucial focus area. Public speakers like Arif Mahmud utilize platforms such as TEDx to address intergenerational trauma and destigmatize mental healthcare among immigrant youth. By articulating the psychological complexities of navigating dual cultural expectations, these advocates build healthier community



norms and foster personal resilience.

Community Building, Digital Enclaves, and Identity Formation

Grassroots mentorship networks serve as the essential foundation enabling Bangladeshi American youth to excel in mainstream institutions. Organizations designed by and for youth provide safe spaces to explore identity, cultivate professional skills, and organize around collective goals.

- BridgeBangla: Functions as a nationwide digital mentorship hub connecting first-generation college students with established Bangladeshi American professionals across legal, medical, technological, and corporate sectors.
- DreamBangla Youth Collaborative: Focuses heavily on non-partisan civic enablement, running targeted voter registration drives in high-density immigrant districts and offering workshops on digital media literacy.
- Heritage & Horizons: Merges historical awareness with modern civic duties, educating youth on Bangladesh's liberation struggles and civil rights history to instill a strong public service ethic.

Conclusion

Bangladeshi American youth have shifted from peripheral participants to central actors in the evolution of American civic life. Their emerging leadership model demonstrates that honoring one's cultural origins and driving progress within mainstream U.S. institutions are complementary endeavors. By combining bicultural awareness, institutional strategy, and transnational solidarity, these next-generation changemakers enrich the pluralistic fabric of American democracy while building sustainable pathways for future generations.

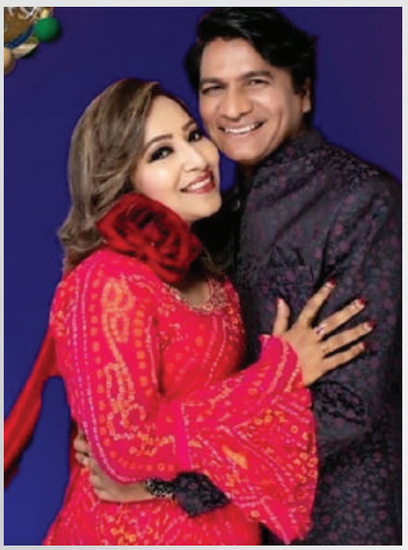
References

- *Al Jazeera. (2019, December 3). Bangladeshi-American teen activist fighting for climate action. Al Jazeera Media Network. https://www.aljazeera.com/news/2019/12/3/bangladeshi-american-teen-activist-fighting-for-climate-action*
- *Asian American Advancing Justice (AAJC). (2021). A community of contrasts: Asian Americans in the United States. AAJC Demographic Reports. https://www.advancingjustice-aajc.org*
- *Bangladeshi American Community Development and Youth Services (BACDYS). (2025). Community empowerment, civic engagement, and youth mentorship programs. BACDYS Org. https://www.bacdys.org*
- *South Asian American Digital Archive (SAADA). (2022). Leading communities of care: Oral histories of Bangladeshi-American mutual aid. SAADA Academic Exhibits. https://www.saada.org/acfp/exhibit/leading-communities-of-care*
- *U.S. Census Bureau. (2023). American Community Survey 5-year estimates: Selected population profiles in the United States (Bangladeshi alone or in combination). U.S. Department of Commerce. https://data.census.gov*
- *Uddin, M. M. (2023). The Bangladeshi diaspora in the United States: History and portrait. Genealogy, 7(4), 81. https://doi.org/10.3390/genealogy7040081*

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California

AASHA GROUP OF COMPANIES

- Aasha Home Care
- Aasha Social Adult Day Care
- Aasha Charity Foundation
- Weekly Sadakalo
- ATV USA
- Aasha Multimedia
- Aasha Medicaid Equipment Co.
- Healthy Aging Home Care
- Dream Frame Service (BP and Mobil Gas Company)
- ROADRush Limited



LN. ENGR. AAKASH RAHMAN
Aasha Group of Companies

সাদা কে সাদা, কালো কে কালো বলি

সাপ্তাহিক সদাকালো
Weekly SadaKalo

CONTACT
646-744-5934

AG Aasha Group

ATV USA
বিশ্বজুড়ে বাঙালিয়ানা



Building a Legacy Together

Angela Ahsan



It is my privilege to welcome you to the inaugural Women Empowerment Initiative at the 40th FOBANA Convention in Los Angeles.

Across the United States and Canada, Bangladeshi women are making an extraordinary impact as leaders, entrepreneurs, educators, healthcare professionals, scientists, artists, public servants, community advocates, and devoted mothers. Through resilience, compassion, and determination, they have strengthened families, enriched our communities, and inspired future generations.

The 2026 FOBANA Los Angeles Women Empowerment Initiative celebrates these remarkable achievements while launching a vision that extends far beyond our convention. Our goal is to inspire leadership, foster mentorship, encourage entrepreneurship, promote health and wellness, and strengthen meaningful connections among Bangladeshi women across North America.

Our afternoon program will feature accomplished women leaders sharing their personal journeys of perseverance, leadership, and service. Through authentic conversations about overcoming challenges, balancing career and family, embracing opportunity, and giving back to the community, they will inspire women and girls to pursue their own dreams with confidence and purpose.

A special intergenerational conversation will connect experienced leaders with students and young professionals, encouraging mentorship and dialogue about identity, opportunity, and the future of Bangladeshi women in North America. We will also honor the extraordinary mothers, grandmothers, homemakers, and caregivers whose love, sacrifice, and quiet leadership have shaped our families and preserved our rich cultural heritage.

Throughout the convention, I also invite you to visit our Women Empowerment Booth, where you can explore inspiring exhibits recognizing accomplished Bangladeshi-North American women, discover women-owned businesses, learn about mentorship opportunities, and build lasting relationships that strengthen our community for generations to come. These activities reflect the initiative's broader vision of recognition, mentorship, entrepreneurship, and community building.

This initiative is more than a seminar—it is the beginning of a lasting movement. Together, we can build a future where every Bangladeshi woman and girl feels empowered to lead, inspire, and make a meaningful difference in the world.

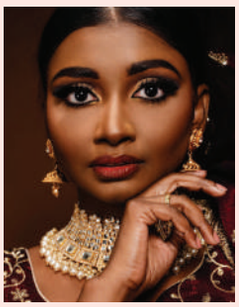
I warmly invite you and your family to join us as we celebrate the women who have shaped our past, are transforming our present, and will inspire our future.


THE BARI GROUP
BARI TOWER
Your Business our Priority
BARI &BARI
ALL YOUR REAL ESTATE NEEDS
BARI MEDIA
INDEPENDENT, FEARLESS & FREE
BARI HEALTH CARE
YOUR HEALTH OUR CARE
BUTTERFLY SENIOR DAY CARE
BARI CHARITY FOUNDATION
HELP OTHERS & BE HAPPY
BARI ESTATE
THE HOME, SWEET HOME
BARI SUPERMARKET
WE CARE FOR YOUR NEEDS
BARI PARTY HALL
MAKE YOUR PARTY MEMORABLE
BARI RESTAURANT
WE CARE FOR YOUR TASTE
BANGLA POST
স্বাধীনতার প্রতিদিন
বাংলা পোস্ট
BARI MEDIA
INDEPENDENT, FEARLESS & FREE
Asef Bari (Tutul)
C.E.O.
Munmun Hasina Bari
Chairman
74-09, 37th Avenue, 2nd Floor
BARI TOWER
Jackson Heights, NY 11372
718-898-7100



The Future Begins with Us

Mukta Bain



Dear FOBANA Leaders,

My name is Mukta Bain, a daughter of Bangladesh. At eight, my aunt brought me to the USA, my land of opportunities. I love both countries; one gave me life, the other the chance to be my best self.

My Bangladeshi American traditions, values, and resilience don't compete; rather, they work together to bring out the best of both worlds in me. I carry my roots and traditions wherever I go; I don't shy away from wearing my Bangladeshi jewelry with my American suit when I visit President Biden at the Oval Office or share my Bengali food and snacks like chanachur at my office at the Maryland Department of Health. I wear my Miss Peace USA Sash and crown over my saree when speaking at the UN representing Bangladesh and the USA. This is who I am, and I will continue my journey sharing pieces of my Bangladesh with the people I come across and teaching the next generation traditions, languages, heritage, and values through love, not by force.

The Bangladeshi diaspora is more than just a community; it represents a living legacy. We sustain our language, history, resilience, and values of Bangladesh as we embrace the opportunities and responsibilities in the USA. Our willpower comes from honoring both identities with pride.

The future of Bangladeshi communities in the USA will depend heavily on how much access the current youth leaders, like me, have to planning and execution, while we are being mentored and guided by our current leaders to pass these on to the next generation. The youth must feel supported to continue to preserve our language, celebrate our traditions, share our history, and teach the values of compassion, integrity, and service. We Bangladeshi American communities must come together regardless of regions, ages, or gender, and remembering our roots will always give us the strength to grow.

We must also empower our youth to dream without barriers and encourage them to take leadership positions. Our future leaders should be represented in government, healthcare, science, business, education, technology, and the arts. Leadership is not just about personal success, which many Bangladeshis believe it is, but it is a shared responsibility. Bangladeshi Americans must start sharing resources rather than keeping to themselves; because of over-involvement, some leaders choose their relatives even though they are not qualified. Bangladeshi leaders must choose the youth leaders based on their contributions and leadership roles both in Bangladesh and the USA. We need fair chances to feel we are part of the organization, and I urge the current leaders to create those opportunities.



The future of FOBANA depends on how much the current leaders give the youth generation access to decision-making. I believe it has the chance to be more than an annual convention. It can be a movement that unites generations, inspires innovation, nurtures young leaders, and strengthens our collective voice. Our greatest achievement will not be the events we host, but the impact we have on our communities and the world through sharing our resources and taking on leadership roles.

Current leaders must recognize that the future belongs to those who understand their roots and are brave enough to make fair decisions considering everyone's interests. By staying united, motivated, and confident that our voices matter, we can support our youth and lead with intent. The Bangladeshi diaspora will do more than just preserve its heritage; it will serve as a catalyst for positive transformation, fostering connections between cultures and creating a legacy that future generations will treasure.

Sincerely,

***(Mukta Bain,** Miss Peace USA, Senior Delegate for Youth for Human Rights at the UN representing Bangladesh.)*





আগামী প্রজন্মের হাতে প্রবাসে বাংলাদেশের আলোকিত ভবিষ্যৎ

Shahid Rahman, MBA

প্রবাসে বসবাস মানে শুধু একটি দেশ থেকে অন্য দেশে বসবাস করা নয়; এটি একই সঙ্গে নিজের শিকড়কে ধারণ করে নতুন পরিবেশে একটি শক্তিশালী পরিচয় গড়ে তোলার এক অবিরাম যাত্রা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশিরা তাঁদের পরিশ্রম, মেধা ও সাফল্যের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাম বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল করেছেন। প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই অগ্রযাত্রাকে আরও শক্তিশালী করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আজ আমাদের আগামী প্রজন্মের হাতে।

প্রবাসে জন্ম নেওয়া কিংবা বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্ম দুটি সংস্কৃতির মাঝে বেড়ে ওঠে। একদিকে তারা যে দেশের নাগরিক, সেই দেশের শিক্ষা, প্রযুক্তি ও আধুনিক চিন্তাধারা গ্রহণ করে; অন্যদিকে পরিবার ও কমিউনিটির মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়। এই দুই পরিচয়ের সুন্দর সমন্বয়ই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে তারা গর্বের সঙ্গে বলতে পারে, 'আমি বাংলাদেশি এবং একই সঙ্গে আমি একজন বিশ্বনাগরিক।'

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা নতুন প্রজন্মকে তাদের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত রাখার অন্যতম মাধ্যম। ঘরে বাংলা ভাষায় কথা বলা, বাংলা বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, একুশে ফেব্রুয়ারি, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস পালন–এসব শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়; এগুলো আমাদের আত্মপরিচয় ধরে রাখার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যে প্রজন্ম নিজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানে, তারা বিশ্বমঞ্চেও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারে।

তবে শুধু সংস্কৃতির পরিচয় নয়, আগামী প্রজন্মকে নেতৃত্ব, সৃজনশীলতা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার সঙ্গেও যুক্ত করতে হবে। প্রবাসে বসবাসকারী পরিবারগুলোর জন্য এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ ব্যস্ত জীবনযাত্রার মাঝে সন্তানদের সঙ্গে মানসম্মত সময় কাটানো এবং তাদের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই ক্ষেত্রে কমিউনিটির বিভিন্ন উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক আয়োজনের মাধ্যমে প্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। ক্যারম বোর্ডের মতো একটি সহজ, স্বল্প খরচের এবং পরিবারকেন্দ্রিক খেলাও প্রবাসী সমাজে একটি সুন্দর বন্ধনের মাধ্যম হতে পারে।

অনেক সময় বাবা-মায়ের আগ্রহ ও অংশগ্রহণই সন্তানদের নতুন কোনো বিষয়ে আগ্রহী করে তোলে। যখন পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে একটি ক্যারম বোর্ডের চারপাশে বসে খেলেন, আনন্দ করেন এবং একে অপরকে উৎসাহ দেন, তখন সেটি শুধু একটি খেলা থাকে না; এটি হয়ে ওঠে পারিবারিক সম্পর্ক আরও গভীর করার একটি সুযোগ। একই সঙ্গে এটি শিশু-কিশোরদের জন্য স্বাস্থ্যকর বিনোদনের একটি মাধ্যম তৈরি করে।

প্রবাসে বেড়ে ওঠা তরুণদের জন্য ইতিবাচক অবসর কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খেলাধুলা শুধু আনন্দ দেয় না; এটি ধৈর্য, মনোযোগ, শৃঙ্খলা, বন্ধুত্ব এবং নেতৃত্বের গুণাবলি তৈরি করে। আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের এমন পরিবেশ দেওয়া, যেখানে তারা আনন্দের পাশাপাশি ভালো মূল্যবোধও অর্জন করতে পারে।

এই চিন্তা থেকেই ক্যারম প্রিমিয়ার লিগের (সিপিএল) মতো উদ্যোগের গুরুত্ব তৈরি হয়। যদিও এই প্রতিযোগিতায় মূলত বড়রা অংশগ্রহণ করেন, কিন্তু এর প্রভাব পুরো পরিবারের ওপর পড়ে। বাবা-মাকে খেলতে দেখে শিশুরাও আগ্রহী হয়, নতুন কিছু শেখে এবং একটি সুন্দর কমিউনিটি পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত হয়। সিপিএল শুধু একটি খেলার প্রতিযোগিতা নয়; এটি প্রবাসী পরিবারগুলোকে একত্র করা, বন্ধুত্ব তৈরি করা এবং নতুন প্রজন্মের সামনে একটি ইতিবাচক সামাজিক



সংস্কৃতি তুলে ধরার একটি প্রচেষ্টা।

প্রবাসী সমাজের উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের পেশাগত দক্ষতাকে শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য নয়, কমিউনিটির কল্যাণেও ব্যবহার করা যায়। ডিজিটাল মার্কেটিং ও সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন বাংলাদেশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রচারে সহযোগিতা করার সুযোগ হয়েছে। এ ধরনের সহযোগিতা প্রবাসী সংগঠনগুলোকে আরও শক্তিশালী করে এবং একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর সংস্কৃতি তৈরি করে।

একইভাবে Networking ও Community Connection তৈরির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ প্রয়োজন। Diverse Network of Alumni (DNA)-এর মতো প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য হলো প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করা এবং একে অপরের উন্নয়নে সহযোগিতা করা। শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে ওঠে তখনই, যখন মানুষ একে অপরকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

আজকের শিশু-কিশোররাই আগামী দিনের শিক্ষক, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা, শিল্পী এবং সমাজের নেতৃত্বদানকারী মানুষ হবে। তাদের মাঝে যদি বাংলাদেশের প্রতি ভালোবাসা, মানবিক মূল্যবোধ এবং সমাজের জন্য কাজ করার মানসিকতা তৈরি করা যায়, তবে তারা বিশ্বের যেখানেই থাকুক না কেন বাংলাদেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

ফোবানার মতো সংগঠনগুলো এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত, ব্যবসা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা প্রজন্মের পর প্রজন্মকে একত্র করছে। এই ধরনের সম্মেলন শুধু একটি মিলনমেলা নয় এটি অভিজ্ঞতা বিনিময়, নতুন নেতৃত্ব তৈরি এবং ভবিষ্যতের জন্য অনুপ্রেরণার একটি প্ল্যাটফর্ম।

পরিশেষে বলা যায়, 'উত্তরণের পথে আগামী প্রজন্ম, প্রবাসে বাংলাদেশ' শুধু একটি বিষয় নয়; এটি আমাদের সবার দায়িত্ব ও অঙ্গীকার। পরিবার, কমিউনিটি এবং সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এমন একটি প্রজন্ম তৈরি করতে পারি, যারা আধুনিক বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং হৃদয়ে ধারণ করবে বাংলাদেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ।

আগামী প্রজন্মই হবে সেই সেতুবন্ধ, যারা প্রবাস ও বাংলাদেশের সম্পর্ককে আরও গভীর, অর্থবহ ও গৌরবময় করে তুলবে।

(Shahid Rahman, MBA, *Licensed California Realtor, Author, Bikolpo Publications | Entrepreneur, ABC Creatives, Founder, Diverse Network of Alumni (DNA), Community & Networking Event Organizer)*

Wishing the 40th Fobana Convention is Los Angeles a grand ***SUCCESS!***



Chicago, IL



পথ চলতেই তো আনন্দ

ড: নজরুল ইসলাম



পথচলা

ছোটবেলায় "পথ" বলতে আমি শুধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার রাস্তা বুঝতাম–কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তা, নদীপথ, ট্রেন কিংবা বাসের পথ। তখন রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের পথ নিয়ে লেখা গান বা কবিতা মাঝে মাঝে শুনতাম, কিন্তু সেগুলোর গভীর অর্থ বুঝতাম না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করলাম, তাঁরা শুধু রাস্তার কথা বলেননি; জীবনের পথের কথাও বলেছেন। আমরা সবাই জীবনের একটি পথে হাঁটি। কেউ আগে শুরু করি, কেউ পরে। তবে একসময় সবার পথই শেষ হয়।

ছোটবেলায় পাড়ার কোনো দাদা-দাদি বা বয়স্ক কেউ মারা গেলে খুব বেশি কিছু ভাবতাম না। মনে হতো, তাঁর তো অনেক বয়স হয়েছে–এটাই স্বাভাবিক। একটু মন খারাপ হতো, তারপর আবার খেলাধুলা বা পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে যেতাম। মৃত্যু তখন মনে হতো অন্য মানুষের ব্যাপার।

ধীরে ধীরে বড় হলাম। কলেজে ভর্তি হলাম, চাকরি শুরু করলাম, বিয়ে করে সংসার শুরু করলাম, ছেলে-মেয়েদের বড় করলাম। জীবন ও সংসারের নানা ব্যস্ততায় সময় কেটে যেতে লাগল। এর মধ্যে দাদা-দাদির বয়সী প্রায় সবাই একে একে চলে গেলেন। এরপর বাবা-মায়ের বয়সী মানুষদের মৃত্যুর খবর শুনতে শুরু করলাম। কোনো পরিচিত বয়স্ক মানুষ মারা গেলে নিজের বাবা-মায়ের কথা মনে পড়ত এবং মন খারাপ হতো। কিন্তু তখনও মনে হতো, আমাদের সামনে তো অনেক সময় আছে।

কিন্তু কখন যে সেই "অনেক সময়" কমে গেল, বুঝতেই পারিনি! এখন প্রায়ই স্কুলের বন্ধু, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী, পরিচিতজন কিংবা সমবয়সীদের মৃত্যুর খবর পাই। তখন আর মনে হয় না যে এটা শুধু অন্য কারও ঘটনা। মনে হয়, আমিও তো একই পথে হাঁটছি। শুধু আমার পথটা হয়তো এখনও কিছুটা বাকি। কবি নজরুল ইসলাম তাঁর "পথচারী" কবিতায় লিখেছেন–

"কে জানে কোথায় চলিয়াছি ভাই মুসাফির পথচারি,

দু'ধারে দু'কুল দুঃখ-সুখের–মাঝে আমি স্রোত-বারি!"

এই দুইটি লাইনে কবি যেন জীবনের পুরো পথচলার একটি ছবি এঁকেছেন। আমরা জানি না সামনে ঠিক কোথায় যাব, কতটা পথ বাকি, কোথায় গিয়ে থামতে হবে। আমাদের পথের দুই পাশে যেমন সুখ আছে, তেমনি দুঃখও আছে। এই দুইয়ের মাঝ দিয়েই আমাদের চলতে হচ্ছে।

গত কয়েক বছরে জীবনের খুব কাছের কয়েকজন মানুষকে হারিয়েছি। কেউ কেউ খুব হঠাৎ করেই চলে গেছে। তাদের সঙ্গে আরও কিছু কথা বলার ইচ্ছা ছিল, আরও কিছু সময় কাটাব বলে ভাবছিলাম, কোথাও একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেসব আর হবে না।

আমি আমেরিকা থেকে প্রায় প্রতি বছরই একবার দেশে যাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু দেশে গেলেই নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, আর সময় খুব দ্রুত চলে যায়। ফিরে আসার সময় মনে হয়, যাদের সঙ্গে একটু বসে গল্প করব, সময় নিয়ে কথা বলব, কোথাও একসঙ্গে যাব ভেবেছিলাম–সেটা আর হলো না।

জীবনে আমরা অনেক কিছু "পরে করব" বলে রেখে দিই। এই ব্যস্ত জীবনে সবসময়ই মনে মনে ভাবি–পরে সময় হবে, পরে দেখা হবে, পরে কোথাও যাব। কিন্তু এখন বুঝি, সেই "পরে" সব সময় আসে না।

তাই এখন মনে হয়, প্রিয় কাউকে কিছু বলতে চাইলে বেশি দেরি না করে বলাই ভালো। কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সুযোগ থাকতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেখা করা ভালো। কোথাও যেতে ইচ্ছা হলে সবসময় অপেক্ষা না করে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। কারণ সময় চলে গেলে অনেক কিছু আর ফিরে আসে না। আর আমাদের সামনে যে সময় আছে, সেটাও যে খুব বেশি নয়–এ কথাটাও এখন আগের চেয়ে বেশি মনে হয়।



পথ চলতেই তো আনন্দ

এই বয়সে এসে জীবনের পথটাকে একটু অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছি। আগে মনে হতো, জীবনের লক্ষ্য হলো কোনো একটি জায়গায় পৌঁছানো। এখন মনে হয়, গন্তব্যে পৌঁছানোর পাশাপাশি কীভাবে পথ চললাম, সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাগুলো ভাবতে গেলে রবীন্দ্রনাথের একটি গান মনে পড়ে–"আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।"

এখন আমার মনে হয়, জীবনে শুধু গন্তব্যে পৌঁছানোর মধ্যেই আনন্দ নেই। সেই গন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করা, তার দিকে এগিয়ে যাওয়া এবং পথের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যেও আনন্দ আছে। যেমন ধরুন, ছোটবেলায় নানাবাড়ি যাওয়ার জন্য আমরা অপেক্ষা করতাম। যাওয়ার দিন কবে আসবে, সেই অপেক্ষাটাই ছিল এক ধরনের আনন্দ। আরও একটু বড় হলে পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করেছি, চাকরি পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছি, বিয়ে করেছি, সংসার করেছি, ছেলে-মেয়েদের বড় হওয়ার অপেক্ষা করেছি। প্রতিটি অপেক্ষার মধ্যেই আলাদা একটা আনন্দ ছিল।

চাকরির সময়ও মনে হতো, অবসর নিলে অনেক সময় পাব। তখন নিজের মতো করে ঘুরব, বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাব, লিখব, পড়ব। শেষ পর্যন্ত অবসরও এসেছে। নিজের মনোবল ধরে রাখতে, মনকে তৈরি করছি এই ভেবে–অবসর মানে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়। বরং নিজের ইচ্ছামতো কিছু করার জন্য জীবনের একটি নতুন অধ্যায়।

সম্ভবত এ কারণেই এখন ভ্রমণ করতে আমার বেশি ভালো লাগে। ভ্রমণে গেলে কিছুদিনের জন্য পরিচিত জীবন থেকে বের হয়ে আসা যায়। নতুন জায়গায় গিয়ে নতুন মানুষের জীবন দেখা যায়, নতুন ইতিহাস জানা যায়, আর নিজের জীবনকেও যেন একটু দূর থেকে দেখা যায়।

সম্প্রতি বাল্টিক-নর্ডিক এলাকায় অনেক বন্ধুর সঙ্গে একসঙ্গে কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছিল। এক শহর থেকে আরেক শহরে গিয়েছি। প্রতিটি জায়গার আলাদা ইতিহাস, আলাদা মানুষ, আলাদা জীবনযাত্রা। এসব দেখতে দেখতে নিজের জীবন নিয়েও অনেক কিছু ভেবেছি।

যেমন ধরুন, পুরোনো কোনো শহরের রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, এই রাস্তায় কত মানুষ কত বছর ধরে হাঁটছে। আজ আমরা হাঁটছি, কিন্তু আমাদের আগে আরও কত মানুষ এই পথ দিয়ে গেছে। আবার পুরোনো কোনো বাড়ি দেখলেও একই কথা মনে হয়। একসময় সেখানে মানুষ থাকত, তাদের পরিবার ছিল, আনন্দ ছিল, দুঃখ ছিল। তারা হয়তো এখন কেউ নেই, তাদের পথ চলা শেষ। কিন্তু বাড়িটি এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের কাছে দাঁড়ালেও এমন কিছু কথা মনে হয়। সমুদ্র হাজার হাজার বছর ধরে আছে। কত মানুষ এসেছে, কত মানুষ চলে গেছে। আমরা কিছুদিনের জন্য পৃথিবীতে আসি, নিজের মতো করে জীবন কাটাই, তারপর চলে যাই। পৃথিবী কিন্তু থেমে থাকে না।

এসব দেখলে নিজের জীবনকে খুব ছোট মনে হয়। আমরা জীবনের অনেক সময় ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিই। ভাবি–পরে ঘুরব, পরে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করব, পরে নিজের জন্য সময় দেব। কিন্তু এখন মনে হয়, সবকিছুর জন্য সেই "পরে"-র অপেক্ষা করা ঠিক নয়। তাই ভ্রমণ আমার কাছে শুধু বেড়ানো নয়। নতুন জায়গা দেখার পাশাপাশি নিজের জীবন নিয়েও ভাবার একটি সুযোগ।

জীবনের পথ

আজ এই বয়সে এসে পেছনে তাকালে দেখি, জীবনে অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। শৈশবের গ্রামের পথ, ছাত্রজীবনের শহরের পথ, বাংলাদেশের চাকরির পথ, সৌদি আরবের দিনগুলোর পথ, উত্তর আমেরিকায় নতুন জীবন শুরু করার পথ, সংসারের পথ, ছেলে-মেয়েদের বড় করার পথ, দীর্ঘ চাকরিজীবনের পথ এবং এখন অবসরের পথ–সব মিলিয়ে অনেকটা পথ চলে এসেছি।

কত মানুষ এই পথের সঙ্গী হয়েছে। কেউ অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে থেকেছে, কেউ মাঝপথে থেমে গেছে। কেউ আবার হঠাৎ করেই পথ ছেড়ে চলে গেছে। পেছনে তাকালে বুঝি, জীবনের পথ শুধু জায়গা বদলের পথ নয়; মানুষ, সম্পর্ক, স্মৃতি, সুখ-দুঃখ–সবকিছু মিলিয়েই এই পথ।

এখন সামনে আর কতটা পথ আছে, সেটা জানি না। তবে একটা জিনিস বুঝতে শিখেছি–শুধু গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে পথের অনেক কিছুই দেখা হয় না। তাই যতদিন পথ আছে, পথ চলাটাকে উপভোগ করতে চাই। প্রিয় মানুষদের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। সুযোগ হলে নতুন জায়গায় যেতে চাই। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। পুরোনো স্মৃতিগুলো মনে করতে চাই। আর প্রতিদিনের ছোট ছোট আনন্দগুলোকেও উপভোগ করতে চাই।

জীবনের শেষ কোথায়, সেটা আমরা কেউ জানি না। কিন্তু যতদিন পথ চলার সুযোগ আছে, সেই পথটা কীভাবে কাটাব–সেটা কিছুটা হলেও আমাদের হাতে। হয়তো এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা–গন্তব্য একদিন আসবেই, কিন্তু তার আগে যে দীর্ঘ পথটা আমাদের পাড়ি দিতে হয়, সেটাই আসলে জীবন। তাই এখন রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটি আমার কাছেও আগের চেয়ে অনেক বেশি অর্থপূর্ণ মনে হয়– "আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।"

৪০তম ফোবানা সম্মেলনের
সাফল্য কামনা করি।



Md. Mahabub Reza Rahim
Chief Election Commissioner, FOBANA.
Chairperson (2006-2007)
FOBANA Executive Committee.
Convener, Bangamela 2019
Convener, 9th North America Bangla
Literature and Culture Convention.
Arizona

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন
সফল হোক, স্বার্থক হোক সকল
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ কামনা-



Moazzem H. Chowdhury
MPharm (DU), Rph (USA)
Chairman, LHCM Foundation, NasirNagar Agro,
Lions Club Int. Longon Valley(Dhaka), IMac USA .
Please Contact us at :
LalFoundationbd@gmail.com
+1 661 816 8468 , +88 0134 1912 639

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন সফল হোক,
স্বার্থক হোক। সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।



Mohammed Iqbal
California

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California.



Mohammad Mowla (Dilu) and Family
Atlanta, Georgia

Our best wishes for a successful grand FOBANA Convention in Los Angeles

Warm greetings from--



Nahidul, Nasima, Nabil & Nawar Khan

Atlanta, Georgia

Our best wishes for a successful grand FOBANA Convention 2026 in Los Angeles

Warm greetings from--



ATM Alam and Family

Gainesville, Virginia

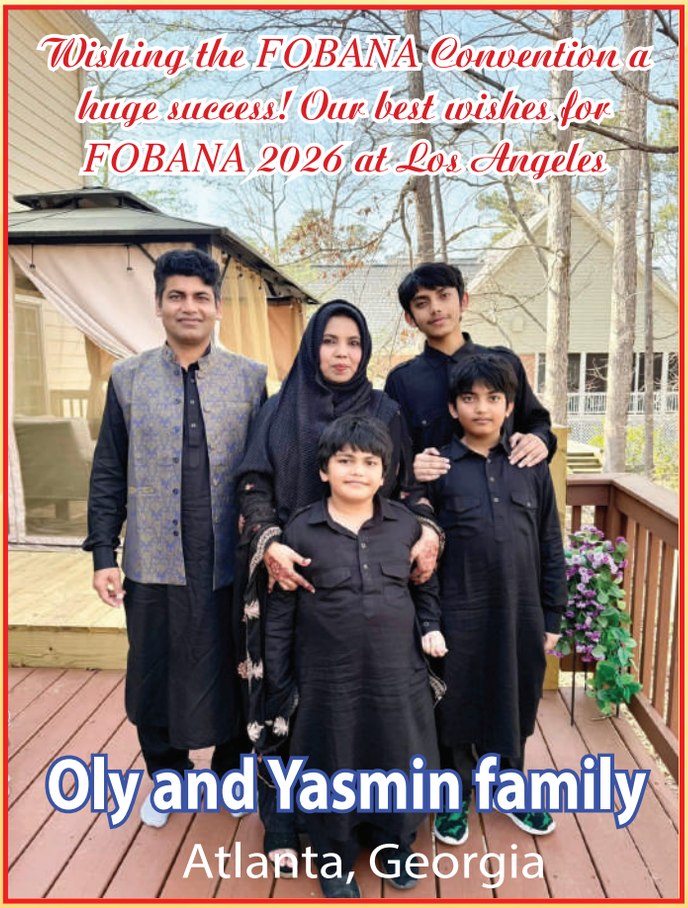
Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California



Jashim Uddin

Atlanta, Georgia

Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



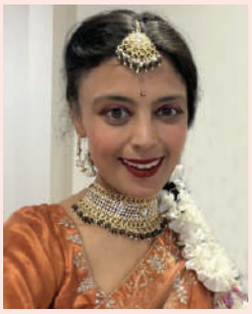
Oly and Yasmin family

Atlanta, Georgia



FOBANA: Where Music Became Family

Priya Islam



When I first stepped onto a FOBANA stage in Miami, Florida, I could never have imagined the journey that lay ahead. It was my debut performance at the convention, and although I was excited, I was also humbled to be sharing my love for Bangla music with an audience that treasures its language, culture, and traditions so deeply.

That first performance was the beginning of a relationship that has enriched my life in countless ways.

Since then, I have had the privilege of performing at FOBANA conventions in Atlanta, Las Vegas, Dallas, New York, and most recently, Los Angeles. Each city has offered a different backdrop, but the heart of FOBANA has always remained the same—a joyful celebration of Bangladeshi heritage and the arts that connect us across generations and continents.

Although I am not Bengali by birth, Bangla music found its way into my heart many years ago. Under the guidance of my beloved gurus, Shri Anup Barua and the legendary Ferdous Ara, I immersed myself in the beauty of Nazrul Sangeet and other cherished Bengali musical traditions. Through music, I discovered that culture is not defined solely by the language we inherit, but also by the love, respect, and dedication with which we embrace it.

Over the years, I have been blessed to release more than 100 original Bangla songs, each reflecting my deep love and respect for the language and its musical traditions. Among them, "Jaago" holds a particularly special place in my heart. It is a song of resilience, courage, and hope—a reminder that every generation has the power to rise above adversity and build a brighter future. My hope is that Jaago continues to inspire the people of Bangladesh, especially its youth, to dream boldly, persevere through challenges, and believe in the promise of tomorrow.

FOBANA became the place where I felt that truth most deeply.

Every convention is more than a festival—it is a reunion. It is an opportunity to reconnect with artists, organizers, scholars, and music lovers who have become dear friends over the years. I always leave inspired by conversations with people who love Bangla music and culture as passionately as I do. The friendships, collaborations, and shared experiences have become just as meaningful as the performances themselves.

While singing has always been my greatest passion, FOBANA has also allowed me to contribute in other creative ways. One of my proudest experiences was conceptualizing and choreographing the fashion presentation "Colors of Bangladesh." Through music, traditional attire, and choreography, the production celebrated the rich cultural heritage, regional diversity, and timeless beauty of Bangladesh. It was my tribute to a country whose artistic traditions continue to inspire people far beyond its borders.

Another unforgettable milestone was serving as a judge for the Miss FOBANA Pageant in Washington, D.C. It was an honor to encourage young women who proudly represented not



only beauty and confidence, but also leadership, intelligence, and a deep appreciation for their cultural heritage.

Over the years, I have also been humbled to receive two FOBANA awards in recognition of my contributions to Bangladeshi music and culture. These honors hold a special place in my heart because they came from a community that welcomed me with open arms and encouraged me to continue sharing the music I love.

Looking back, I realize that FOBANA has given me much more than stages on which to perform. It has given me lifelong friendships, invaluable mentors, unforgettable audiences, and a profound sense of belonging. It has reminded me that music has the power to transcend nationality, language, and borders, bringing people together through shared emotion and mutual respect.

As I continue my artistic journey, I remain deeply grateful to FOBANA for embracing me as both a performer and a member of its extended family. I look forward to every convention with the same excitement I felt in Miami all those years ago, knowing that each gathering offers another opportunity to celebrate our shared love for Bangla music, culture, and community.

For me, FOBANA is not simply an annual convention. It is a homecoming—where every song tells a story, every reunion rekindles friendships, and every performance strengthens the bond that unites us all.

I am proud to be part of the FOBANA family, and I look forward to many more years of celebrating the music and culture that continue to inspire my heart.

Wishing the FOBANA convention a huge success!
Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Nurul Amin Nuru
Springfield, Virginia

Wishing for the Grand Success of the 40th FOBANA Convention



Abir Alamgir & Kanta Alamgir
New York



Into The Light

Rubina Najeeb M.D.



Depression: Seen Through the Lens of an Immigrant

She sits alone, quietly sipping a cup of tea. Her eyes are distant, filled with longing as she wishes she could speak with someone in her own language. She hesitates to step outside her apartment because everything feels unfamiliar. The faces are strangers, the customs are different, and even a simple walk can feel intimidating. She avoids making phone calls because she worries she won't be understood. Every conversation in a language she is still learning fills her with anxiety.

At home, her husband carries burdens of his own. His company has announced layoffs, and he fears that losing his job would bring financial hardship and the loss of health insurance. The rising cost of living only adds to the pressure.

She has begun sleeping poorly. Her appetite has diminished, and tears come unexpectedly. She often reminisces about happier days in her home country, missing the family and friends she left behind. Her husband grows frustrated, not because he doesn't understand, but because he feels the same grief. Yet he believes he must remain strong and cannot allow himself to express it.

At work, he feels like an outsider. His colleagues are polite, but he struggles to understand their humor and feels disconnected from the social fabric around him. The life they had dreamed of building in America feels very different from the reality they now face. Slowly, hope gives way to hopelessness.

These are the unseen faces of depression in many immigrant families.

The Unique Challenges of Immigration

Moving to a new country is often accompanied by excitement and hope, but it can also bring enormous emotional stress. For many immigrants, adapting to life in the United States means navigating a series of difficult transitions.

Discrimination based on race, ethnicity, religion, or language can leave people feeling isolated and unwelcome. Culture shock can be overwhelming. In many

countries, neighbors and extended families are closely connected, while American society can seem busy, individualistic, and private.

Many immigrants experience significant career changes. Professionals may have to accept jobs well below their qualifications or work two or three jobs simply to support their families. Everyday tasks, such as driving—especially on busy freeways—can become major sources of anxiety, leaving some people feeling confined to their homes.

Climate can also affect emotional well-being. Many South Asian immigrants come from



warm, sunny regions. Living through long winters with limited sunlight can contribute to Seasonal Affective Disorder (SAD), a type of depression that follows a seasonal pattern.

Together, these challenges make immigrants particularly vulnerable to depression and other mental health conditions.

Understanding Depression

Depression is far more than feeling sad. It is a serious medical illness that affects approximately one in 5 adults each year, in the USA and women are diagnosed nearly twice as often as men. Left untreated, depression can become severe and, in some cases, lead to suicide.

Depression develops through a combination of biological, psychological, and environmental factors.

Genetics play an important role. Individuals with a close relative who has experienced depression are two to three times more likely to develop the illness themselves.

Changes in brain chemistry also contribute. Neurotransmitters such as serotonin, norepinephrine, and dopamine help regulate mood, and imbalances in these chemicals have been associated with depression. Researchers have also identified increased inflammatory markers in some people with depression. Brain imaging studies, including PET scans, have shown reduced activity in the prefrontal cortex, an area involved in emotional regulation and decision-making.

Difficult life events and environmental stress can also cause depression.

When Is It More Than Sadness?

Everyone experiences sadness from time to time. These feelings are a normal part of life and usually improve within a few days.

Depression is different. To diagnose major depression, symptoms typically persist for at least two weeks and interfere significantly with daily life. These symptoms must cause significant impairment in a person's social, occupational, or personal functioning.

Common symptoms include:

Feeling sad or empty most of the day, nearly every day/ Losing interest or pleasure in activities once enjoyed/ Persistent fatigue or lack of energy/ Difficulty concentrating or making decisions/Changes in sleep, including insomnia or excessive sleeping/ Changes in appetite or weight/ Feelings of hopelessness, helplessness, or worthlessness/ Recurrent thoughts of death or suicide

Treatment Brings Hope

The good news is that depression is highly treatable.

If you believe you may be experiencing depression, speak with your primary care physician or a psychiatrist. A thorough evaluation often includes a physical examination and laboratory tests to rule out medical conditions that can mimic depression, such as thyroid disorders. Certain medications can also contribute to depressive symptoms.

Treatment generally includes one or both of the following:



Psychotherapy is often the first-line treatment for mild depression. Therapy helps people recognize unhealthy patterns of thinking, develop healthier coping strategies, improve problem-solving skills, and build resilience.

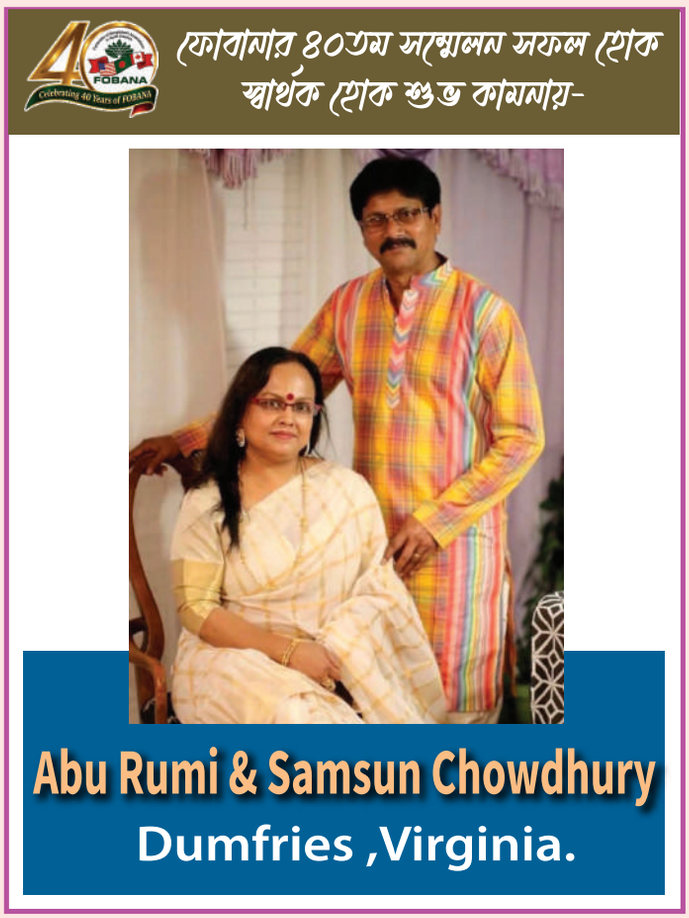
Medication is typically recommended for moderate to severe depression. Antidepressants help restore the balance of brain chemicals involved in mood regulation. For many people, combining medication with psychotherapy provides the greatest benefit.

A Message of Hope

Depression is not a sign of weakness, nor is it something that someone can simply "snap out of." It is a medical condition that deserves understanding, compassion, and effective treatment.

For immigrants, acknowledging the emotional challenges of starting over in a new country is just as important as celebrating the opportunities that brought them there. Seeking help is a sign of courage, not failure.

With proper treatment, support, and hope, people living with depression can once again find joy, purpose, and connection—and emerge from the darkness '**Into the Light'.**





Website Design & Video Marketing Services for your Business



G. Mohiuddin Chowdhury

1) An Online Presence or a Website about/on your Business can give an Instant Strong Image or a 1st good Impression to your customers about your Business.

2) Plus, when you have a Business website enlisted in your Business cards, it describes or talks about your business, what different things / services you do for your customers without you have to repeat the same things to everybody & that website works as a sales person for you 24/7, even when you are on sleep & people visiting your that website that time.

3) And if your website is multilingual then it reaches to far more audiences in different races.

We can build your any kinds of Website that way. And also, can create Spoke Person videos, if you want, which Can explain & talk about your business as a live person

Visit : https://YourPresenceOnline.com

Call : 1 213 357 9424

Email : Gmchow7@gmail.com









B) Learn How to Build 1) Websites & 2) Viral Videos with AI and then editing it for custom as much as you want or your customers want as a part time service, even when you have a current job or already retired or give this software and training to your any closed person as a great gift, so that he/she can make money from anywhere in the world posting his/her profile in the world market places, we will show you where to put.

1) And, we will teach how to build any kind of websites without handling the complex codes

2) And you can build websites in your own comfortable language, but

It will be auto translated to any country browser, the audiences are visiting the websites within, or manually can change the languages inside the website

Check the website below.

It is built in English, but when any Chinese, Mexican or Bangladeshi Visitors will visit that site in that country ; it's content will auto translate to their own languages and the same vice versa.

Go into the site and click on the Glove at the upper left side to manually change it's language to see the proof.

3) And you can replicate or clone any websites out there, your customers want you to build the website that looking, through our invaluable software

Through this, you can work from home at your own free time or part time , even when you already have a job or a retired person or give this software & tutorials to your any closed persons who is jobless now in Bangladesh.

And can serve to the business all over the world.

In Bangladesh, he or she will make more or triple money than a job https://ai.ezsitesbuilder.com

And we sell few kind of softwares and tutorials 1) through which you can build any kinds of websites and 2) Can also create Viral Content, Videos in any languages, and can make money through the views one your contents or also you can make money through attaching your different Affiliate links, (we will show you how) through promoting any products or services in the world, instead of only watching social media contents wasting your time, rather be productive on your precious time of your life



অন্তরের আয়না

ফরহাদ হোসেন



‘ভেবে দেখেছেন কি?’ আমরা প্রতিদিন শরীরের ময়লা ধুয়ে ফেলি, অথচ বছরের পর বছর মনের ময়লা নিয়েই দিব্যি বেঁচে থাকি।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমরা দিনের শুরু করি শরীরের পরিচর্যা দিয়ে—দাঁত ব্রাশ করি, মুখ ধুই, গোসল করি, পরিষ্কার পোশাক পরি, চুল আঁচড়াই, কেউ কেউ সুগন্ধিও ব্যবহার করি। নিজের পরিচ্ছন্নতা শুধু নিজের জন্য নয়, অন্যের প্রতিও একধরনের দায়িত্ব। অপরিচ্ছন্ন শরীর যেমন নিজের অস্বস্তির কারণ হয়, তেমনি আশপাশের মানুষকেও অস্বস্তিতে ফেলে। তাই পরিচ্ছন্ন থাকা আমাদের অভ্যাস, প্রয়োজন এবং সভ্যতারও একটি লক্ষণ।

একবার ভাবুন তো, যদি টানা এক সপ্তাহ গোসল না করেন? যদি দিনের পর দিন শরীরে ধুলো, ঘাম আর ময়লা জমতে থাকে? হয়তো প্রথমে নিজেই অস্বস্তি বোধ করবেন। তারপর একসময় সেই অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়বে অন্যদের মাঝেও। অফিসের সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব কিংবা পরিবারের মানুষ—কেউ হয়তো সরাসরি কিছু বলবে না, কিন্তু মুখের অভিব্যক্তি বদলে যাবে। কেউ কেউ হয়তো মনে মনে বলবে, ‘ইয়াক! ডিজগাস্টিং!’

শরীরের ময়লা আমরা সহজেই দেখতে পাই। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই বোঝা যায় মুখে ধুলো লেগেছে কি না, জামায় দাগ পড়েছে কি না। তাই সেগুলো পরিষ্কার করার তাগিদও অনুভব করি। কিন্তু আমাদের মনের ভেতর যে প্রতিদিন অদৃশ্য ধুলো জমে, তার খবর কে রাখে?

আমাদের মস্তিষ্ক প্রতিদিন অসংখ্য নেতিবাচক তথ্য জমা করে। এসব অভিজ্ঞতা স্পর্শ করে আমাদের মনকে। সোশ্যাল মিডিয়া, রাজনীতি, রাগ, ভয়, হিংসা, সংবাদ—সব মিলিয়ে মনও হয়ে ওঠে একধরনের ‘ডাস্টবিন’।

এগুলো পরিষ্কার না করলে সেগুলো আচরণে প্রকাশ পায়।

আমরা কি কখনো ভেবে দেখি, শেষ কবে নিজের মনটাকে পরিষ্কার করেছি?

মনেরও ময়লা জমে। তবে সেই ময়লা ধুলো বা কাদার মতো নয়। সেটি জমে ঈর্ষায়, অহংকারে, লোভে, হিংসায়, অভিমানে, ভয়, ক্ষোভ, প্রতিহিংসা কিংবা অকারণ তুলনায়। কখনো জমে অপমানের স্মৃতিতে, কখনো ব্যর্থতার গ্লানিতে, কখনো আবার অন্যের সাফল্যকে নিজের ব্যর্থতা মনে করার ভুলে। এই ময়লাগুলো দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়। এগুলো ধীরে ধীরে মানুষের ভাষায়, আচরণে, চোখের দৃষ্টিতে, এমনকি নীরবতার ভেতরেও প্রকাশ পেতে থাকে।

অদ্ভুত বিষয় হলো, আমরা শরীরের পরিচ্ছন্নতার জন্য প্রতিদিন সময় দিই, কিন্তু মনের পরিচ্ছন্নতার জন্য সময় বরাদ্দ করি না। অথচ মনের অবস্থাই আমাদের জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। মন যদি অস্থির হয়, শরীর সুস্থ থাকলেও জীবন ক্লান্ত লাগে। মন যদি বিষণ্ন হয়, সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্যও রঙহীন মনে হয়। আবার মন যদি নির্মল থাকে, ছোট্ট একটি ফুল, শিশুর একটি হাসি কিংবা বৃষ্টিভেজা বিকেলও গভীর আনন্দের উৎস হয়ে ওঠে।

মানুষের সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর একটি হলো, সে মনে করে তার সমস্যা বাইরের পৃথিবীতে। বাস্তবে সমস্যার বড় অংশই তৈরি হয় আমাদের ভেতরের প্রতিক্রিয়ায়। একই ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে দুজন মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। একজন অপমানকে সারা জীবনের ক্ষত বানিয়ে রাখে, আরেকজন সেটিকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যায়। পার্থক্য ঘটনাতে নয়; পার্থক্য মনের পরিচ্ছন্নতায়।

আজকের পৃথিবীতে মনের ওপর আক্রমণও আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে



আমরা অন্যের সাফল্য দেখি, কিন্তু তার সংগ্রাম দেখি না। অন্যের হাসিমুখ দেখি, কিন্তু তার অশ্রু দেখি না। অজান্তেই তুলনা শুরু হয়। ধীরে ধীরে মনে জন্ম নেয় অপূর্ণতার অনুভূতি। তারপর আসে ঈর্ষা, অশান্তি, আত্ম-অবমূল্যায়ন। এই অদৃশ্য বিষগুলোই মনের পরিচ্ছন্নতাকে সবচেয়ে বেশি নষ্ট করে।

শুধু সামাজিক মাধ্যম নয়, প্রতিদিনের সংবাদ, রাজনৈতিক বিভাজন, কর্মক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা, পারিবারিক টানাপোড়েন–সব মিলিয়ে আমাদের মন একধরনের অবিরাম শব্দদূষণের মধ্যে বাস করে। আমরা ঘরের মেঝে ঝাড়ু দিই, কিন্তু মনের ভেতরে জমে থাকা শব্দ, ক্ষোভ আর ক্লান্তির স্তরগুলো সরানোর কথা খুব কমই ভাবি।

একজন মানুষ বাইরে থেকে ভদ্র, পরিপাটি, শিক্ষিত এবং সফল হতে পারেন। কিন্তু যদি তার মন ক্রোধে, অহংকারে কিংবা ঘৃণায় ভরে থাকে, তবে সেই সৌন্দর্য বেশি দিন স্থায়ী হয় না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের অস্বচ্ছতা আচরণের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে। কারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত তার কথার চেয়ে বেশি পরিচিত হয় তার ব্যবহারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন, 'অন্তর মম বিকশিত করো।' এই বিকাশ কেবল জ্ঞানের নয়; এটি হৃদয়েরও বিকাশ। একটি নির্মল মন ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত সংস্কৃতি কিংবা প্রকৃত মানবিকতা পূর্ণতা পায় না। জ্ঞান মানুষকে দক্ষ করে, কিন্তু নির্মল মন তাকে মানুষ করে।

আমি মাঝেমধ্যে কল্পনা করি–যদি সত্যিই একটি 'মাইন্ড বিউটিফিকেশন পার্লার' থাকত! সেখানে প্রবেশমূল্য হতো একটি আন্তরিক হাসি। দরজায় লেখা থাকত: 'জুতা বাইরে খুলুন, অহংকার ভেতরে ঢোকার আগে রেখে যান'।

সেখানে মুখের নয়, মনের ফেসিয়াল হতো। স্কিন পলিশের বদলে, ঈর্ষা ধুয়ে ফেলা হতো সহমর্মিতার জলে। ক্রোধের ওপর লাগানো হতো ধৈর্যের প্রলেপ। অভিমান গলিয়ে দেওয়া হতো ক্ষমার উষ্ণতায়। আত্মকেন্দ্রিকতার চুল ছেঁটে দেওয়া হতো বিনয়ের কাঁচি দিয়ে। আর শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককে একটি আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে বলা হতো, 'এবার নিজের ভেতরের মানুষটিকে দেখুন।'

হতে পারে এটি একটি কল্পনা মাত্র। কিন্তু বাস্তবে এই পার্লারের মালিকও আমরা, কর্মচারীও আমরা, আবার গ্রাহকও আমরা। প্রতিদিন কয়েক মিনিট সময় দিলেই এই পার্লার চালু রাখা যায়।

কীভাবে? দিনের শেষে নিজেকে একটি প্রশ্ন করা যায়, আজ আমি কাউকে অকারণে কষ্ট দিয়েছি কি? কারও সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হওয়ার বদলে তাকে অভিনন্দন জানানো যায়। নিজের কোনো ভুল হলে তা স্বীকার করা যায় নির্দ্বিধায়।

প্রতিদিন অন্তত একটি কাজ করা যায়, যার বিনিময়ে কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা নেই। ভালো বই পড়ে, ভালো গান শুনে, প্রকৃতির কাছে গিয়ে, কিছুক্ষণ নীরব থেকে কিংবা প্রার্থনাও মনের ভেতরে জমে থাকা ধুলো সরানোর উপায় হতে পারে।

এসব কোনো অলৌকিক উপায় নয়। বরং এগুলো মনের প্রতিদিনের স্বাস্থ্যচর্চা।

শরীর যেমন একদিন গোসল না করলে খুব বেশি ময়লা হয় না, তেমনি এক দিনের রাগও মানুষকে অমানুষ বানিয়ে দেয় না। কিন্তু দিনের পর দিন যদি ক্ষোভ জমতে থাকে, যদি ক্ষমা না করি, যদি শুধু অভিযোগই জমাই, তবে সেই ময়লা একসময় আমাদের স্বভাব হয়ে যায়। তখন আমরা বুঝতেই পারি না যে আমরা বদলে গেছি। ঠিক যেমন দীর্ঘদিন ধুলোমাখা একটি জানালার ভেতর থেকে বাইরে তাকালে বাইরের পৃথিবীকেই মলিন মনে হয়।

আসলে পৃথিবীকে সুন্দর দেখার জন্য পৃথিবীকে সব সময় বদলাতে হয় না; অনেক সময় নিজের জানালার কাচটুকু পরিষ্কার করাই যথেষ্ট।

জীবনের শেষ পর্যন্ত কেউ মনে রাখবে না আপনি কত দামি পোশাক পরতেন, কত দামি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন কিংবা কত নিখুঁতভাবে চুল আঁচড়াতেন। কিন্তু মানুষ মনে রাখবে, আপনার কাছে এলে তারা স্বস্তি পেত কি না। আপনার উপস্থিতিতে তারা সম্মানিত বোধ করত, নাকি ছোট হয়ে যেত। আপনার কথা তাদের হৃদয়কে হালকা করত, নাকি ভারী করে তুলত। মানুষের স্মৃতিতে শেষ পর্যন্ত থেকে যায় মনের গন্ধ–শরীরের নয়।

আমরা প্রতিদিন আয়নার সামনে দাঁড়াই–যে আয়নায় নিজের অবয়ব দেখতে পাই। হয়তো সময় এসেছে আরেকটি



আয়নার সামনে দাঁড়ানোর—যে আয়নায় মুখ নয়, মন দেখা যায়। সেই আয়নায় যদি একদিন আমরা নিজের ভেতরে জমে থাকা ধুলো, অহংকার, ক্ষোভ আর সংকীর্ণতাকে চিনতে শিখি, তবে পরিচ্ছন্নতার অর্থও নতুন করে আবিষ্কার হবে।

পৃথিবীকে আরও সুন্দর করার জন্য সব সময় বড় কোনো বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না। কখনো কখনো নিজের জানালার কাচটুকু পরিষ্কার করাই যথেষ্ট। কারণ শরীরের দুর্গন্ধ মানুষকে সাময়িকভাবে দূরে সরিয়ে দেয়, কিন্তু মনের দুর্গন্ধ ধীরে ধীরে দূরে সরিয়ে দেয় সবচেয়ে কাছের মানুষগুলোকেও।

সত্যিকার সৌন্দর্য তাই আয়নায় নয়, মানুষের অন্তরে জন্ম নেয়। আর সেই সৌন্দর্যের যত্ন নেওয়ার দায়িত্বও আমাদের নিজের। আমরা বাইরে যতই পরিচ্ছন্ন হই না কেন, অন্তরের অন্ধকার যদি অমলিন থেকে যায়, তবে বাইরের সৌন্দর্য কখনোই পূর্ণতা পায় না। সত্যিকার সৌন্দর্য আয়নায় নয়, মানুষের অন্তরেই জন্ম নেয়।

পৃথিবী বদলানোর আগে সবচেয়ে জরুরি নিজের মন পরিষ্কার করা। আর যখন নিজের মন পরিষ্কার হয়ে যাবে, তখন পৃথিবী আপনা-আপনিই বদলে যাবে।

তাই পৃথিবীকে বদলানোর আগে একবার অন্তরের আয়নায় তাকানো যাক। হয়তো দেখা যাবে, পৃথিবীর যে পরিবর্তনটি এত দিন আমরা বাইরে খুঁজছিলাম, তার শুরুটা আসলে রয়েছে আমাদের নিজের ভেতরেই।

(লেখক পরিচিতি : ফরহাদ হোসেন একজন কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চিত্রনাট্যকার, মঞ্চনির্দেশক, নির্মাতা, প্রযোজক, সঞ্চালক, সাংস্কৃতিক সংগঠক এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ। জন্ম ফরিদপুরে। শিক্ষাজীবন শেষে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান এবং শিকাগোর ডিপল ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে একজন আইটি কনসালট্যান্ট হিসেবে কর্মরত।)





Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Sham Sudduha Shagor

Texas

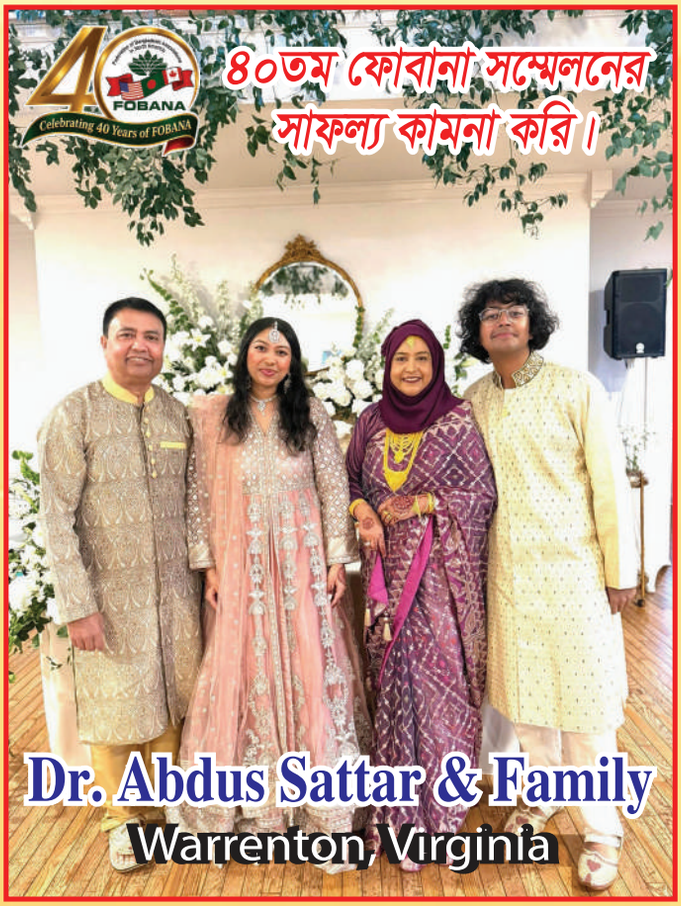


Wishing the 40th Fobana Convention is Los Angeles a grand SUCCESS!



Pryalal Karmaker and Family

Woodbrige, Virginia





প্রজাপতির নদীনৃত্য

এ জেড আসিফ ইকবাল খান



সহকর্মী মেয়েটি কেন জানি আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকলে হয় ছাদের দিকে নতুবা ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে বলে। ইদানীং সময় করতে পারলেই আমার সঙ্গে টুকটাক কথা বলে। সুশ্রী মেয়েটির যেদিকটি আমার নজরে পরে তা হলো, মার্জিত স্টকিংয়ে (কোমরাব্দি লম্বা মোজা) উপড়ে প্লেইড স্কার্টে, কালো লেভেল হিল জুতোতে অদ্ভুতভাবে হেঁটে চলা।

কোথায় জানি আমার অতীব প্রিয় বিশ্বখ্যাত আইরিশ 'রিভারড্যান্স' দলের সেই নাচিয়ে মেয়েটার মিল খুঁজে পাই।

যদিও 'অফিস পিরিত' আমার ধাতের না, তবু এ ক্ষেত্রে বলা চলে, আমার অফিসটি বেশ অফিস-প্রেমবান্ধব।

ডিসেম্বর, বড় দিনের ছুটির আমেজে সবাই বেশ ফুরফুরে। দিন কয়েক পরেই লম্বা ছুটির মৌসুম। নির্ধারিত সময়ের পরও কাজ করছি, জানলা গলিয়ে দেখছি বাইরে ল্যাম্পপোস্টের আলোতে, বেশ তুষারপাত। দরজায় টুকটাক আওয়াজে ঘাড় ফেরাতেই দেখি মেয়েটি দাঁড়িয়ে, ফ্লোরের দিকে তাকিয়ে বলছে,

-একটু ভেতরে আসি?

-এসো

-এত দেরি করে কাজ করছ যে

উত্তর দিই—

-প্রজেক্ট শেষ করতে হবে।

ততক্ষণে ও কাঁধের ব্যাগ হাতড়িয়ে বলছে,

-উপহার দেয়া-নেয়াতে বিশ্বাস করো!

বলি, বছরের এ সময়টাতে অন্তত করি,

ও আনিমিলতভাবেই মৃদু হেসে বলতে থাকে,

-বাহ, ভালোই তো মৌসুমের মানুষ, তা কী ধরনের উপহার পছন্দ হয়!

নিমেষে উত্তর দিই—

-অপার্থিব এমন কিছু।

দ্রুত ওর হাত ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে, এই প্রথমবারের মতো আমার চোখে চোখ রেখে, মৃদু নিশ্চিত হাসি রেখা টেনে বলে,

-থাক তাহলে, বিরক্ত করব না, আজকের মতো আসি।

চেয়ার থেকে ওঠার প্রস্তুতিতে বলে উঠি,

-জানতে পারি কি, তুমি কি নাচ করো?

ছানাবড়া চোখে বিস্মিত হয়ে, একটানা বলে যেতে থাকে—

-কী করে জানো তুমি! নাচই তো আমার জীবনমরণ সব। আমার নিজের নাচের স্টুডিও আছে! আমি যদি পারতাম সারা জীবন প্রকৃতির কাছাকাছি, পাহাড়, ঝর্না, সমুদ্রতীরে, বনে-জঙ্গলে শুধু নেচে বেড়াতাম। যদিও আমি তেমন ভালো নাচ জানি না, তবে তুমি কি একদিন আমার নাচ দেখতে আসবে?

আমার অনুমানটি যে বেশি ভুল নয়, সেই অতি মাত্রার উত্তেজনাটুকু কোনোভাবে সংস্বরণ করে বলি, কেন নয়! অবশ্যই বড়দিনের ছুটি শেষে তোমার নাচ দেখে নতুন বছর শুরু করব।

ঈষৎ মাথা নাড়িয়ে সন্ধ্যা সম্ভাষণে মৃদু হেসে চলে যাওয়ার পর থেকে ওর নাচের দৃশ্যপট ননস্টপ লুপ হতে থাকে। ও কক্ষ স্টুডিওতে নাচবে কেন! এ রকম নাচ দেখে কি ভালো লাগবে? আমি কি মেয়েটাকে বলব, তুমি কি প্রেইরির সবুজ লম্বা ঘাসগুলোর সঙ্গে ঝিরঝিরে বাতাসে নাচতে পারবে? তুমি কি শত বছরের পুরোনো গাছগুলোতে ঝুলে থাকা স্প্যানিশ মস



ভেদকরা সূর্যের স্বর্গীয় দ্যুতি আভায় নৃত্যবানে চেতনাতে আঘাত হেনে জাগ্রত করতে পারো কিছু অসভ্য মস্তিষ্ক? আমি তো হলফ করে বলতে পারি তুমি দানিয়ুব, ধলেশ্বরীর প্রমত্তা খরস্রোতা নৃত্যছন্দে, পদদলিত করে পুনরুদ্ধার করে দিতে পারো আমাদের পৃথিবীর বখে যাওয়া, ক্ষয়ে যাওয়া মানবিক মূল্যবোধ।

নতুন বছরের শুরু হতে না হতেই নতুন কিছু 'সময় কাতর' প্রকল্প শুরু হয়েছে বড় কর্তারা কঠোর প্রকল্প শেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। মোটামুটিভাবে সম্পূর্ণ অরগানিজেশনই মরিয়া হয়ে কাজ করছে উপরি সময়। অনেকেই আসছে অনেক ভোরে, কাজ করতে হচ্ছে সন্ধ্যা ৭-৮ নাগাদ। যারা অনেক সকালে কাজে আসছে তাদের জন্য ফ্রন্টডেস্ক অভর্থনাকারিণী না আসা পর্যন্ত রাখা হয়েছে, চেক ইন (স্বাক্ষর তালিকা)। গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প না থাকলে স্বাক্ষর করে বিল্ডিংয়ে ঢোকার অপছন্দনীয় কাজটি আমাকে করতে হয় না।

বেশ কয়েক ঊইকেন্ড সহকর্মীর নাচ দেখার আমন্ত্রণ পেয়ে কথা দিয়েও শেষ মুহূর্তটি কাজের জন্য অন্য স্টেটে যাওয়ার কারণে ওর নাচ দেখা হয়নি। ট্রানজিট এয়ারপোর্টে বসে অপরাগতায় বার তিনেক ক্ষমা চেয়ে বিব্রতবোধ করার পাশাপাশি নিজেকে অপরাধী ভাবছি অনেকাংশে। একে তো ফ্লাইট দেরির কারণে অনেক রাতে শহরে পৌঁছেছি, তারপর সোমবার, কার্য সপ্তাহের প্রথম দিন ভোর সকালের প্রকল্প মিটিং নানা কিছু।

বেজায় তিরিক্ষি মেজাজে অফিস বিল্ডিংয়ে ঢুকছি, যখনি বিরক্তিকর চেক ইন তালিকায় স্বাক্ষর করতে যাব, দেখালাম ওটার ওপরে বসে আছে একটি দারুণ প্রজাপতি, তাৎক্ষণিক বিষয়টি আমাকে এত আনন্দিত করল, প্রকাশ জানা নেই। শুধু প্রজাপতিটি উড়ে যাওয়ার আগে ফোনের ক্যামেরায় বন্দি করতে চাইলাম। স্বাক্ষর করছি কি আশ্চর্য, প্রজাপতিটি ঠায় দাঁড়িয়ে, নড়ছে না, উড়ছে না। নিজের চোখ বিশ্বাস করতে পারছি না, এত সকালে আসে পাশেও কেউ নেই দেখে উবু হয়ে প্রজাপতিটি পরীক্ষা করে দেখলাম, সদ্যমৃত প্রজাপতিটিকে অতি সাবধানে সাইন ইন কাগজটিতে বসানো হয়েছে, যাতে প্রজাপতিটি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা না করে, তাড়াহুড়োতে প্রকল্প মিটিংয়ে দৌড়ালাম। দুপুরান্দি মিটিং, অফিস করলেও প্রজাপতি রহস্য আমার মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকল।

দুপুরের খাবার শেষে অফিসে এসে ইমেইল খুলে যা দেখলাম—

প্রিয়,

হয়তো নানা ঝক্কিঝামেলায় খুবি ব্যস্ততায় যাচ্ছে তোমার দিনগুলো। বেশি কিছু লেখার নেই। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখেছিলাম, কেন জানি মনে হয়েছিল তুমিও আমার মতো ৮টা-৫টা বন্দি অফিসের মানুষ নও। কোথাও যেন তোমার সঙ্গে আমার মিল ছিল। বেশ কিছু ছুতোয় তোমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, অযাচিত দুর্বলতায় কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারিনি। আমি নাচের মানুষ, তোমার এই উপলব্ধিটুকু আমাকে অনেক সাহস জুগিয়েছে। তাই আমার আমার দাদির দেওয়া মায়ান সভ্যতার একটি ছোট রিলিক তোমাকে উপহার দিতে চেয়েছিলাম। তোমার 'অপার্থিব উপহার'-বাসনা আমাকে অভিভূত করে নিবৃত রেখেছে।

দাদি বলতেন, আমার পূর্বসূরি অ্যাজটাক সভ্যতার মানুষ, নদী উপত্যকায়, মনার্ক প্রজাপতিদের সঙ্গে দলবেঁধে নেচে বেড়াতেন। সেই থেকে আমি আমার বাড়ির পেছনে প্রজাপতির বাগান করেছি, নানা প্রজাতির প্রজাপতি আমার বাগানে, খানিক ফুসরতে ওদের সঙ্গে আমি নেচে বেড়াই। এটাই আমার কাছে স্বর্গীয়, অপার্থিব। আজ সকালে বাগানে একটি প্রজাপতি ঝরে গেল। কেন জানি মনে হলো ক্ষুদ্র এই অপার্থিব পতঙ্গটি হোক তোমার জন্য আমার নৈবেদ্য।

আমি জানতাম আজ ভোরে তুমি অফিসে আসবে, আর আমি আসব তোমার চে'ও আগে। তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় হচ্ছিল না তাই এই অভিনব উপস্থাপনা। আশা করি তোমার একটু হলেও ভালো লেগেছে। মিশনটি ভালো লেগেছিল বলে জয়েন করেছিলাম। সকালে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি। পাওনা সময়-ছুটি। আজ থেকে কার্যকর।

তুমি অনেক ভালো থেকো। যে মানুষ তুমি, হয়তো কখনো দেখতে পাবে আমি নেচে বেড়াচ্ছি, প্রাজপতি দলের সঙ্গে রিও-গ্র্যান্ডের (নদীর) মোহনায়, সূর্যাস্তে, অপার্থিব রং লালিমায়।

ড্যানিয়ালা

চিঠিটি প্রিন্ট করেছি। ছোটবেলায় যেভাবে রামদেব দাদু নাতি-নাতনিদের বিয়ের ছাপানো কার্ডে, অতি যত্নে ছোট ছোট সিঁদুর-ফোঁটা দিতেন, সেভাবে প্রজাপতিটি আবির মাখিয়ে, প্রিন্ট করা ইমেইলটিতে আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছি।

আর লিখেছি—শ্রীশ্রী প্রজাপতেয়ঃ নমঃ।

TAJ essentials

LUXURY IN EVERY FRAGRANCE

Retail & Wholesale Supplier of Premium Body Oils, Arabian Fragrances, Natural/ Organic Skin Care Essentials, DIY Projects, Packaging, Aromatherapy, Herbs, and much more!



New Arrivals at Taj Product :

ATLANTA : 107 Broad St Sw, Atlanta Ga 30303, Phone : 404-688-4445, email : sharmin@tajperfumes.com

CHARLOTTE : 3124 Eastway DR Suite 620 Charlotte NC 28205, Phone : 980 819-7463, email : ezaz.tajessentials@gmail.com

Shaj Boutiques

Style for the Whole Family!

Discover a stunning collection of Desi & Asian fashion for women, men and kids at Shaj Boutique!







4108 Redan Rd, Stone Mountain, GA,
United States, Georgia, Email : youshajxus@gmail.com

Celebrating 40 Years of FOBANA

Best wishes for a successful

40th FOBANA Convention

in California



Imtiaz Ahmed Pavel

Houston, Tx



নব্বইয়ের দশক ও শৈশবের রঙিন দিনগুলো

আশিক মুস্তাফা



ফোবানার মতো প্রবাসী বাংলাদেশিদের সবচেয়ে বড় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের ভরা মজলিসে যদি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়, 'আপনাদের জীবনের কোন অধ্যায়টি সবচেয়ে সুন্দর ও আনন্দময়?' সবাই নিশ্চয়ই বলবেন, শৈশব বা ছেলেবেলা! সত্যিই আপনাদের কিংবা আমরা যারা আপনাদের কাছাকাছি সময়ে বেড়ে উঠেছি, তাদের শৈশব নস্টালজিক। আমরা প্রতিনিয়ত সেই শৈশবের স্মৃতিতে কাতর এবং আমাদের শৈশবের উঠোন স্মৃতিমেদুরতায় একাকার।

তাই তো জীবন চলার পথে একটু সময় পেলেই আমরা শৈশবের জাবর কাটি। গ্রাম বাংলায় বেড়ে ওঠা আমাদের শৈশবের কথা ভাবতে গেলেই চোখে ভেসে ওঠে, সবুজ ধানক্ষেত, সরু মেঠোপথ, পুকুরের স্বচ্ছ জল, শাপলা বিল, তালপাতার বাঁশি, সাঁইসাঁই করে উড়ে যাওয়া ঘুড়ি, কাঠের গাড়ি, ফেলে দেওয়া টায়ার, গুলতি, নাটাইসহ নানা অনুষঙ্গ। রঙিন সেই জীবনের রঙিনতম অংশে ছিল রাজ্যের খেলাধুলা। সেসব দিনে সোনায় মোড়ানো বিকেলে আমাদের হাতে ধরা দিত পৃথিবীর সব আনন্দ। দলবেঁধে হারিয়ে যেতাম অজানা এক স্বর্গে। নাম না জানা কিংবা নিজেরা ইচ্ছেমতো নাম বানিয়ে দেওয়া সেসব খেলাধুলার অনেকটাই আজকাল চোখে পড়ে না।

যারা নব্বইয়ের দশকে বেড়ে উঠেছেন কিংবা তারও আগে, তাদের শৈশবের রঙিন দিনগুলো থেকে ঘুরিয়ে আনতে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ও শিশুতোষ লোকজ কিছু খেলার বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করছি। তার আগে নব্বইয়ের দশক কেন বেছে নিয়েছি, তার একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

আসলে নব্বইয়ের যাপনটাই আমাদের কাছে ভাস্বর করে রেখেছে সময়টাকে। নব্বইয়ের দশক নির্দিষ্ট কোনো সময় না। অর্থাৎ ১৯৯০-১৯৯৯ সময়কাল 'নব্বইয়ের দশক' না। এর আগের এবং পরের কিছু সময়ও 'নব্বইয়ের দশক'কে ধারণ করে। মূলত কিছু চর্চা, অভ্যাস, রীতি, জীবন-বাস্তবতা আর যাপনের মিশ্রণই নব্বইয়ের দশক। তাই সেই সময়ে শিশু কিংবা কিশোর থাকা মানুষই কেবল 'নাইন্টিজ কিড' না, সেই যাপনে দিন কাটানো মানুষ নিজেদের 'নাইন্টিজ কিড' মনে করেন। আরেকটা কারণে নব্বইয়ের দশক ধরা; সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের সবচেয়ে স্থির সময় ছিল সব্বইয়ের দশক।

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক—সব দিক থেকেই এই সময়টা ছিল স্থির। নতুনের বার্তাও এনেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো ১৯৭১ সালে। যুদ্ধদগ্ধ দেশ। তারপর দুর্ভিক্ষ, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সামরিক শাসন, আবার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, ফের সামরিক শাসন—এই সবকিছু শেষ করে দেশটা থিতু হলো নব্বইয়ের দশকে। দেশে গণতন্ত্র এল। রাজনৈতিক অবস্থা শান্ত হলো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বার্তা এল। ফলে মানুষ চিন্তা করতে পারল কিছু বিষয় নিয়ে। সাহিত্য করার সুযোগ এল, গান করার সুযোগ এল, মাঠে খেলা সহজ হলো।

সেই রঙিন সময়ের আলোচিত কিছু খেলনার সঙ্গে উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে আধুনিক এই শহরে বেড়ে ওঠা আমাদের সন্তানদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আপনারা যারা তাদের গর্বিত উত্তরসূরি তাদের গর্বিত শৈশবে ফিরিয়ে নিই, চলুন—



কানামাছি

'কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যারে পাবি তারে ছোঁ'—ছড়াটি শোনেননি, এমন বাঙালি পাওয়া অসম্ভব। এখনো ছড়াটি শুনলে স্মৃতিকাতর হই, বুকে পুলক জাগে। এই খেলায় এক টুকরো কাপড় দিয়ে একজনের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়। যার চোখ বাঁধা হয়, তাকে বলা হয় কানা এবং বাকিরা তার চারদিকে বিচরণ করতে থাকে। এই বিচরণকারীদের বলা হয় মাছি। কানা মাছিদের ধরতে চেষ্টা করে এবং যাকে ধরে ফেলতে পারে, সে-ই পরবর্তী কানা হয়।

গোল্লাছুট

গ্রামবাংলার সবচেয়ে বেশি হইচইয়ের খেলা গোল্লাছুট। দুই দলে ভাগ হয়ে খেলতে হয় এই খেলা। একদল নির্দিষ্ট একটা পয়েন্ট থেকে দৌড়ে আরেকটা নির্ধারিত পয়েন্টে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, তাদের দলে একজন থাকে বিশেষ; তাকে বলা হয় গোল্লা।



আরেক দল মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বাধা দিতে চেষ্টা করে, যেন কেউ নির্ধারিত জায়গায় পৌছাতে না পারে; বিশেষ করে গোল্লা তো নয়ই, গোল্লাসহ তারা যে কয়েকজন পৌঁছাতে পারবে, তত পয়েন্ট পাবে। জীবনের এতটা পথ মাড়িয়ে এসে আজও হঠাৎ হঠাৎ খুব ছুটতে ইচ্ছে করে, আপনাদেরও কি করে?



দাঁড়িয়াবান্ধা

প্রতিপক্ষের বাধাকে অতিক্রম করে একের পর এক ধাপ পেরিয়ে যাওয়ার রোমাঞ্চ এবং নতুন নতুন কৌশল আবিস্কারের নেশা—এই দুয়ে মিলন হয় যে খেলায়, সেটাই দাঁড়িয়াবান্ধা। মাটিতে দাগ কেটে ঘর তৈরি করা হয়। দেখতে অনেকটা ব্যাডমিন্টনের কোর্টের মতো ঘর। কোর্টের নির্দিষ্ট জায়গায় লাইন বরাবর এক দলের খেলোয়াড় পাহারাদারের ভূমিকায় অবস্থান নেয়, আরেক দল কৌশলে তাকে ফাঁকি দিয়ে পার হয়ে যেতে চায়। পাহারাদার যদি পার হওয়া ব্যক্তিকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে, তাহলে সে আউট। এভাবে সবগুলো ঘর কেউ পাড়ি দিতে পারলে সে বিজয়ী। পার হয়ে যাওয়ার সফলতায় যে আনন্দ হতো, এখন আর কোনো সফলতায় সে আনন্দ পাই না।

কাবাডি

কাবাডি বা হা-ডু-ডু বাংলাদেশের জাতীয় খেলা। দলগত এ খেলায় প্রতি দলে থাকে ১২ জন খেলোয়াড়। তবে মাঠে থাকে সাতজন করে। এক দলের খেলোয়াড় বা রেইডার 'কাবাডি কাবাডি' বলে দম ধরে বিপক্ষ কোর্টে গিয়ে খেলোয়াড়দের স্পর্শ করে নিজ কোর্টে ফিরে পয়েন্ট নেয়। আর রক্ষণ দল তাকে আটকে পয়েন্ট অর্জনের চেষ্টা করে। খেলাটি সাধারণত ২০ বা ২৫ মিনিট করে দুই অর্ধে খেলা হয়।

সুপারিপাতার গাড়ি

যার শৈশবে সুপারিপাতার গাড়ি ছিল না, তার শৈশব চন্দ্রযান না চড়তে পারার আফসোসের মতো। সুপারিগাছ থেকে ঝরে পড়া পাতার খোলে একজনকে বসিয়ে পাতার অন্য প্রান্ত ধরে এক বা একাধিকজন ধরে টেনে নিত। আমাদের সেই গাড়িতে গতি হয়তো ছিল না, তবে আজকের বহুগুণ গতিশীল গাড়ির চেয়ে বেশি বিনোদন দিত। আমাদের গাড়িগুলোর গতি বেড়েছে, কমেছে আনন্দ।

গুলতি

গাছের ডাল কেটে ইংরেজি Y আকৃতির একটা কাঠামো বানাতে হয়। Y-এর দুই মাথায় একটা ইলাস্টিক বেঁধে নিতে হয়। ইলাস্টিকের মাঝখানে একটা গোলাকার শক্ত কোনো বস্তু রেখে পেছনের দিকে টান দিয়ে ছেড়ে দিলে বস্তুটি দূরে গিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এটাকে বলা হয় গুলতি। গুলতি দিয়ে বা ঢিল দিয়ে গাছের ফল পেড়ে খাওয়ার আনন্দ থেকে কেউ বঞ্চিত হচ্ছে শুনলে আফসোস হয় তার জন্য। গুলতি দিয়ে মেরে কারও মাথা ফাটানো, মূল্যবান সামগ্রী ভেঙে ফেলার ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে নিশ্চয়ই প্রত্যেকের?

এক্কা-দোক্কা বা কুতকুত

এক্কা-দোক্কা খেলাটি গ্রামে 'কুতকুত খেলা' নামেও বহুল পরিচিত। কুতকুত সাধারণত মেয়েদের খেলা। তবে ছেলেদেরও মাঝেমধ্যে খেলতে দেখা যেত। মাটিতে দাগ টেনে সাত-আটটি ঘর বানানো হতো। তারপর প্রথম ঘরে মাটির চাড়া দিয়ে বানানো ঘুঁটি রেখে এক পা শূন্যে তুলে আরেক পায়ে লাফিয়ে সব ঘরে ঘুঁটি নিয়ে ঘুরতে হতো এবং কুতকুতকুত...বলে দম দিতে হতো। গুটি যদি ঘর থেকে বের হয়ে যেত কিংবা দম ফুরিয়ে যেত, তাহলে আউট।



গোলাপটগর বা ফুল টোক্কাটুক্কি

দলপতিসহ দুই দলে ভাগ হয়ে কিছুটা দূরত্বে মুখোমুখি বসে এই খেলা শুরু হতো। দুই দল নিজেদের খেলোয়াড়দের নাম ফুলের নামে রাখত। দলপতি অপর পক্ষের যেকোনো খেলোয়াড়ের চোখ দুই হাতে চেপে ধরে সাংকেতিক নামে তার যেকোনো একজন খেলোয়াড়কে ডাকত। সে খেলোয়াড় এসে চোখ ধরে রাখা খেলোয়াড়টির কপালে আলতো করে টোকা দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ত। চোখ খোলার পর ওই খেলোয়াড়কে যে টোকা দিয়েছে, তাকে শনাক্ত করতে হতো। সফল হলে সে সামনের দিকে লাফ দেওয়ার সুযোগ পেত। এভাবে যে দলের খেলোয়াড় লাফ দিয়ে প্রথমে সীমানা অতিক্রম করত, সেই দলই জয়ী হতো। দলপতি সুর করে ডাকত, আয় রে আমার শিমুল...। কী সুন্দরই না লাগত সেই সুরেলা সংগীত।



ঘুড়ি



পাতলা কাগজ ও কঞ্চি ব্যবহার করে তৈরি হলেও ঘুড়ি শৈশবের রঙিন খেলনাগুলোর একটি। বাতাসের অনুকূলে ঘুড়ি উড়িয়ে সুতা ছেড়ে দিয়ে উচ্চতা বাড়ানো এবং কাটাকাটি খেলার মজা কিংবা পৌষের বিকেলে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মাঞ্জা দেওয়া সুতায় ঘুড়ি কেটে আনন্দ পাওয়ার দিনগুলো এখনো মনে পড়ে রাতবিরাতে।

মার্বেল

কাঁচ বা পাথরের তৈরি গোলাকার ছোট ছোট বল হলো মার্বেল। মার্বেলের বহু রকমের খেলা আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো মুঠোভর্তি মার্বেল দাগের বাইরে ছুড়ে মেরে নির্দিষ্ট আরেকটি মার্বেলে লাগানোর চেষ্টা। খেলায় জয়ের পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী পরাজিতের মার্বেল নিয়ে নিত। যারা ভালো খেলতে পারত, তারা অনেক মার্বেল জমিয়ে ফেলত।

লাটিম

একটা লম্বা সুতা ও বাজার থেকে কিনে আনা লাটিম হলো এই খেলার উপকরণ। লাটিমে সুতা পেঁচিয়ে বিশেষ কায়দায় নিক্ষেপ করতে হতো এবং লাটিমটি থাকতে হতো গোলাকার দাগের ভেতরে। সবার শেষে যার লাটিম স্থির হতো, সে-ই জয়ী হতো। এ ছাড়া আরও অনেক রকমের খেলা আছে লাটিমের। আঘাত করে অপরের লাটিম ভেঙে দেওয়া যুদ্ধ জয়ের আনন্দ দিত।

টায়ার দৌড়

পুরোনো ফেলা দেওয়া টায়ার খুঁজে প্রায় একহাতি একটা লাঠি দিয়ে ধাক্কাতে ধাক্কাতে তার সঙ্গে অবিরাম ছুটে চলা। যান্ত্রিক জীবনে এই টায়ার অনেক গতি দিয়েছে কিন্তু সেই আনন্দ দিতে পারেনি। তাই তো টায়ার দেখলেই বলতে ইচ্ছে করে, 'দিনগুলি মোর সোনায় খাঁচায় রইল না...!'

ডাংগুলি

একটি দেড় থেকে দুই ফুট লম্বা লাঠি; যার স্থানীয় নাম ডাং এবং অপর একটা দুই বা আড়াই ইঞ্চি গুলি যা গোলাকার নয় আবার লম্বাও নয়, এই দুই উপকরণ দিয়ে খেলতে হতো। একটি নির্দিষ্ট ছোট গর্ত থেকে ডাং দিয়ে গুলিতে কিক মেরে দূরে পাঠিয়ে বারংবার আঘাত করে করে গুলিকে দূরে পাঠিয়ে ডাং দিয়ে মেপে দেখা হতো কতদূরে গেল।

ইচিংবিচিং

দুজন খেলোয়াড় পাশাপাশি বসে খেলোয়াড়দের অতিক্রম করার জন্য উচ্চতা নির্মাণ করে দেয়। প্রথমে তারা দুই পায়ের গোড়ালি দিয়ে উচ্চতা নির্মাণ করে। খেলোয়াড়রা উচ্চতা অতিক্রম করার পর তারা পায়ের ওপর আরেক পা তুলে দিয়ে উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। এভাবে পায়ের ওপর প্রসারিত করতল স্থাপন করে উচ্চতা বাড়িয়ে তোলা হয়।

উচ্চতা অতিক্রম করার পর বসে থাকা খেলোয়াড়রা দুই পা মুক্ত করে ত্রিকোনাকার একটি সীমানা তৈরি করে। এই পায়ে ঘেরা স্থানটি পা তুলে দম দিতে দিতে বা ছড়া আওড়াতে আওড়াতে তিনবার অতিক্রম করে লাফ দিয়ে পার হতে হয়। এই সীমানা অতিক্রম করার পর বসে থাকা খেলোয়াড়দের যুক্ত পাকে প্রতিটি খেলোয়াড় শূন্যে লাফিয়ে ইচিংবিচিং ছড়া বলতে বলতে দুবার করে অতিক্রম করে নেয়।

সাত চাড়া

সাত চাড়া সাধারণত ছেলেদের খেলা। ভাঙা হাঁড়ি বা কলসির টুকরা কিংবা পাতলা ইট বা পাথরের সাতটি চাড়া ওপর নিচে স্তম্ভ আকারে সাজানো হয়। স্তম্ভের দশ-বারো হাত সামনে থেকে দাগ দিয়ে একটি সীমানা দেওয়া থাকে। তার ওপাশ থেকে একটি টেনিস বল চাড়াগুলোকে লক্ষ্য করে ছুড়ে দেওয়া হয় যেন বলটি চাড়াগুলোকে আঘাত করে, কিন্তু একেবারে কম সংখ্যক চাড়া স্তম্ভচ্যুত হয়।

বল ছোড়ার জন্য তিন দান থাকে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের। কেউ সফল হলে তারা দ্রুততার সঙ্গে আবার স্তম্ভটিকে সাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করে আর বিপক্ষ দল বলটি কুড়িয়ে তাদের আঘাত করার চেষ্টা করে। স্তম্ভ পুনরায় গড়ে তুলতে পারলে সে দল এক পয়েন্ট পায়, আর বিপক্ষ দল যদি সব ওই দলের সব খেলোয়াড়কে বল দিয়ে আঘাত করতে পারে, তবে তারা পয়েন্ট পায়। এভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে এবং শেষে যার পয়েন্ট বেশি হয়, সে-ই দল জিতে যায়।

ওপেনটি বায়োস্কোপ

ওপেনটি বায়োস্কোপ একটি সহায়ক খেলা। সাধারণত দল ভাগ করার জন্য ওপেনটি বায়োস্কোপ খেলা হয়ে থাকে। আবার মূল খেলা হিসেবেও খেলা হয়। এ খেলার সঙ্গে জড়িত ছড়া-গানটি বেশ মজার এবং ছড়া-গানটি থেকে এ খেলাটির সূচনা ব্রিটিশ আমল থেকে। তার



প্রমাণও পাওয়া যায় ছড়ায়–



ওপেনটি বায়োস্কোপ
নাইন টেন তেইশ কোপ
সুলতানা বিবিয়ানা
সাহেব বাবুর বৈঠকখানা
সাহেব বলেছে যেতে
পান-সুপারি খেতে
পানের আগায় মরিচ বাটা
স্প্রিংয়ের চাবি আঁটা
যার নাম মনিমালা
তাকে দেব মুক্তোর মালা।

দল ভাগ করার জন্য আগে দুজন দলপতি ফুল বা ফলের নামে নিজেদের দলের নাম নির্ধারণ করে। তারপর তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুই হাত দিয়ে তোরণ বা সুড়ঙ্গের মতো বানায়। অন্য খেলোয়াড়রা পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে রেলগাড়ির মতো সারি বেঁধে ছড়াটি কাটতে কাটতে সুড়ঙ্গের নিচ দিয়ে যায়। যে মুহূর্তে ছড়াটি শেষ হয়, তখন যে দলপতিদের হাতের নিচে অবস্থান করে, তাকে বন্দি করা হয়। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে কোন দলে যেতে চায়। এভাবে একে একে সবাই পছন্দের দলে ভাগ হয়ে মূল খেলা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে কখনো কখনো বিপত্তি দেখা দেয়, যখন দুই দলের খেলোয়াড়-সংখ্যা সমান না হয়। তাই সময় বিশেষে হাতের নিচে আটকা পড়া খেলোয়াড়কে পর্যায়ক্রমে দুই দলে ভাগ করা হয়।

গাছছোঁয়া

সাধারণত বেশি ডালপালাবিশিষ্ট গাছে গাছছোঁয়া খেলা হয়। এই খেলায় একজন খেলোয়াড় থাকে গাছের নিচে, বাদবাকি সবাই গাছে চড়ে বসে। যে নিচে থাকে সে হলো বাঘ, আর যারা গাছে থাকে, তারা হলো গাছছোঁয়া। খেলার শুরুতে বাঘ ছেলেটি ছড়াটি কাটতে আরম্ভ করে আর গাছছোঁয়ারা জবাব দিতে থাকে। ছড়াটি এমন–

গাছছুয়া রে ভাই গাছছুয়া
গাছে উঠছোত ক্যা রে?
বাঘের ডরে।
বাঘ কই?
মাটির তলে।
মাটি কই?
এই তো।
তোরা কয় ভাই?
সাত ভাই?
এক ভাই দিবে?
ছুঁইতে পারলে নিবে।

ছড়া কাটা শেষ হলে সে গাছছোঁয়াদের ছুঁতে চেষ্টা করে আর গাছছোঁয়ারা বাঘের ছোঁয়া থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে গাছের গুঁড়ি কিংবা মাটি ছোঁবার চেষ্টা করে। বাঘ কোনো গাছছোঁয়াকে ছুঁতে পারলে তার জয় হয়, একইভাবে কোনো গাছছোঁয়া গাছের গুঁড়ি ছুঁতে পারলে সে জিতে যায়।

গাইগোদানি

রাখাল বালকেরা মাঠে গরু-ছাগল চরাতে চরাতে বিকেলের অবসরে গাইগোদানি খেলাটি খেলে থাকে। গরু-ছাগল তাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত লাঠি এ খেলার উপকরণ। ভেজা মাটিতে এ খেলাটি হয়ে থাকে। চার-পাঁচজন রাখাল বালক একসঙ্গে এ খেলাটি খেলতে পারে। টসের মাধ্যমে একজন প্রথমে তার লাঠি মাটিতে ছুড়ে পুঁতে দেয়। পরবর্তীজন তার লাঠি এমনভাবে ছোড়ার চেষ্টা করে যেন আগের লাঠিটি সে আঘাতে পড়ে যায় বা তার সঙ্গে গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দ্বিতীয়জন সফল হলে লাঠি দুটি তার আয়ত্তে আসে, আর ব্যর্থ হলে প্রথমজন চেষ্টা করে। যে এ কাজে সফল হয়, সে তৃতীয়জনের সঙ্গে খেলতে যায়।

এমনভাবে সবগুলো লাঠি একজনের হাতে এলে সে নিজের লাঠিটি বাদে অন্য লাঠিগুলো দূরে ছুড়ে দেয় আর নিজের লাঠিটিকে লুকিয়ে রাখে। শেষ লাঠি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য বালকরা নিজ লাঠিটি কুড়িয়ে আনতে ছুটে যায় আর ফিরে এসে লুকিয়ে রাখা লাঠিটিকে খুঁজে বের করে নিজ লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে। যে শেষে স্পর্শ করে, সে লাঠিটি বয়ে এনে মালিকের কাছে দেয়, তাকে গাই বলা হয়। আর গাই



অর্থাৎ পরাজিত বালকটিকে নিজ লাঠি ছুড়ে পরের দান শুরু করতে হয়। এ খেলাটি ফলাখাউট নামেও পরিচিত।



লুকোচুরি

প্রথমে দশ, বিশ, ত্রিশ এভাবে এক শ পর্যন্ত গণনা করা হতো। যার কাছে এসে এক শ বলা হতো, সে উঠে অন্যত্র সরে দাঁড়াবে। শেষে যে পড়ে থাকবে, সে হবে এই খেলার চোর। যে চোখ বন্ধ করে উল্টো গণনা করে, আর সেই সময়ের মধ্যে বাকিরা বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে পড়ে। যে চোর হয়, তার কাজ বাকিদের খুঁজে বের করা। খেলার সবচেয়ে মজার অংশটি হলো ধাপ্পা দেওয়া। এর অর্থ, খুঁজতে আসা চোরকে পেছন থেকে ধরে ফেলা। তখন আবার নতুন করে উল্টো গণনা করতে হতো এবং সবাই আবার লুকিয়ে পড়ত। এভাবেই খেলা চলতে থাকত। এখনো খেলাটির কিয়ৎ প্রচলন থাকলেও সেই জনপ্রিয়তা আর নেই।

কুমিরডাঙা

লটারি করে খেলার শুরুতে যে চোর নির্ধারণ হবে, সে হবে কুমির। কুমিরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, জল নেবে নাকি ডাঙা। কুমির কোনো একটি বেছে নিলে সেই হিসেবে বাকিরা চেষ্টা করে কুমিরের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকার জন্য। যদি কুমির ডাঙা নেয়, সে ক্ষেত্রে বাকিরা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। আর যদি কুমির জল নেয়, সে ক্ষেত্রে ঘটবে ঠিক উল্টোটা। কুমির যাকে ছুঁয়ে দেবে, সে হবে পরবর্তী কুমির।

ষোলো ঘুঁটি ও বাঘ-বকরি খেলা

দুটি খেলার ঘর আঁকানোর নিয়ম একই। দুই পাশে ১৬টি করে ঘুঁটি সাজানো থাকে। একটি ঘুঁটি সামনে পেছনে বামে ডানের নিকটতম বিন্দুতেই শুধু চাল দেওয়া যায়। অপর পক্ষের ঘুঁটি থাকলে চাল দেওয়া যায় না। তবে অপর পক্ষের ঘুঁটি একটি সরলরেখার দ্বিতীয় বিন্দুতে, নিজের ঘুঁটি প্রথম বিন্দুতে ও তৃতীয় বিন্দু ফাঁকা থাকলে আপনার ঘুঁটি তৃতীয় বিন্দুতে রাখতে পারবেন। এই নিয়মে এক বা একাধিক ঘুঁটি খাওয়া যায়। এ খেলায় অপর পক্ষের ঘুঁটি সব খেতে পারলে আপনি জয়ী হবে।

এ তো গেল ষোলো ঘুঁটির কথা। বাঘ-বকরি বা বাঘবন্দি খেলায় একটিমাত্র ঘুঁটি থাকে, যাকে বাঘ বলে। এই বাঘকে ছাগল খেতে পারে না। একে আটকানোর চেষ্টা করা হয়, যেন কোনো দিকে ঘুঁটি সরাতে না পারে। আরেক পক্ষে ১৬টি ছাগল, তথা ঘুঁটিগুলো ষোলো ঘুঁটির নিয়মেই সাজানো থাকে। ওই একই নিয়ম, বাঘ-বকরি খেলার ঘরের মধ্যে যে বিন্দুগুলো থাকে, ঘুঁটিগুলো ওই বিন্দুগুলো দিয়েই নড়াচড়া করবে।

ধরা যাক, একটি সরলরেখার তিনটি বিন্দুর মাঝে প্রথম বিন্দুতে কোনো ঘুঁটি নেই, দ্বিতীয় বিন্দুতে ছাগলের ঘুঁটি আর তৃতীয় বিন্দুতে বাঘের ঘুঁটি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাঘের চাল দেওয়ার সময় হলে বাঘ তৃতীয় বিন্দু থেকে ঘুঁটি সরিয়ে প্রথম বিন্দুতে রাখবে এবং ছাগলকে ঘরের বাইরে রেখে দেবে, যাকে 'ঘুঁটি খেয়ে দেওয়া' বলে। এভাবে ঘুঁটি সব খেলে বাঘপক্ষ জিতবে। আবার বাঘের চাল দেওয়া আটকাতে পারলে ছাগলপক্ষ জিতে যাবে।

রুমালচোর

চোরকে উল্টো দিক হয়ে থাকতে হয়, আর অন্যরা গোল হয়ে বসে থাকে। এ সময় চোরের অজ্ঞাতে একজনের কাছে গোপনে রুমাল রাখা হয়। রুমাল রাখা হলে সবার দিকে পাশ ফিরতে হয়। এবার চোরের কাজ হলো, যার কাছে রুমাল রাখা আছে, নির্ভুলভাবে তার নাম বলা। যদি ভুল হয়, তাকে আবার চোর সাজতে হয় আগের মতো করে।

ছোঁয়াছুঁয়ি

এই খেলায় একজন চোর হবে। অন্যরা আশপাশেই ঘুরঘুর করবে। দম নিয়ে একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে দৌড়ে চোর যাকে ছুঁয়ে দেবে, পরে সে-ই হবে চোর। দম নিয়ে আবার সেই নির্দিষ্ট স্থানে ফেরত আসতে হবে চোরকে। চোরের দম ফুরিয়ে গেলে, ঘরে বা নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করার আগে অন্য কেউ চোরকে ছুঁয়ে দিলে সে আবার চোর হবে।

এ ছাড়া মোরগলড়াই, ব্যাঙলাফ, কাঁঠালচোর, পাঁচঘুঁটি, পাতা পাতা সাত পাতা, লাঠিখেলা, ডাকবন্দি, টুটু খেলা, গাছছোঁয়া, অভি অভি, এসকি-মেসকি, চোর ধরা, চোর পলান্তি, তালকাটা, পান্তা খাওয়া, বউ চোর, লক্ষ্মীবিলাস, বুড়ি বসান্তি, শান্তালতা, ফুলুডন, ডাইগ্যা, কাচ্ছি, কুকুর শকুনি, গর্ত গর্ত, চাকচাকালু, ছক্কা খেলা, ছাউসি, ছি-ছত্তর, ঝাঁপুর, দাপপা, বিস্কুট ঝাপা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

নব্বইয়ের দশক পেরিয়ে ২০০০ সাল আসতেই নানা প্রতিযোগিতায় আমরা হারিয়ে যেতে থাকি। শিক্ষা, জীবনযাপন, চর্চা—সবখানেই প্রতিযোগিতা। বস্তুগত উন্নয়ন থাকলেও স্যাটেলাইট টেলিভিশন নব্বইয়ের দশকে এনেছিল বিনোদনের নতুন সম্ভাবনা। পরের দশকে



স্যাটেলাইট টিভি আরও জনপ্রিয় হওয়ার পাশাপাশি মোবাইলের কারণে মানুষ যুক্ত হলো একে অপরের সঙ্গে। অর্থাৎ বেড়ে গেল গতি। গতির কারণে মানুষের মধ্যে স্থিতি গেল কমে। ইন্টারনেট সহজলভ্য হয়ে সেই গতি আরও বাড়িয়ে দিল।

আমরা এখনো নানা রকম যাপন-উদ্‌করি। কিন্তু এত দ্রুত ও এত ছোটাছুটি থাকে যে সেসব পূর্ণাঙ্গ যাপন হয় না। আমাদের মেলায় যাওয়া, প্রদর্শনী দেখা এখন কেবল ছবি তুলে পোস্ট করার জন্যই। তাই আনন্দও আমাদের ক্ষণস্থায়ী। তাই কোনো কিছু নিয়েই বেশি দিন উচ্ছ্বাস দেখা যায় না। বেশি সময় দেখা যায় না। সারা বিশ্বেরই এই অবস্থা। গতিশীলতা আমাদের স্মৃতিকাতর করে না। আমাদের যাপনও গতিশীল।

বাংলায় শিশুতোষ খেলাধুলার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময়তার অভাব নেই! নব্বইয়ের দশকে যারা কিশোর-তরুণ ছিলেন, তারা সময়টা যাপন করেছেন। এর সব অনুষঙ্গও যাপন করেছেন। এর আগে বা পরে এমন যাপনের সুযোগ আসেনি। সেই যাপনই জীবন্ত করে রেখেছে নব্বইয়ের দশককে। আমাদের তখনকার শৈশব সাজানো ছিল হাজারো রকম খেলায়। বিশেষ করে আমরা যারা গ্রাম কিংবা মফস্বল শহরগুলোতে বড় হয়েছি, এ ধরনের খেলা ছিল আমাদের নিত্যদিনের সাথি। বিলুপ্তপ্রায় খেলাগুলোর সঙ্গে ছোটদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলো কীভাবে খেলতে হবে, তা-ও আলোচনার চেষ্টা করেছি। অবসরে আপনিও নির্মল বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে খেলাগুলো বেছে নিতে পারেন। জাবর কাটতে পারেন শৈশবের রঙিন দিনের। অথবা প্রবাসে বেড়ে ওঠা ছোটদের শেখানোর মাধ্যমে তাদের নির্মল বিনোদনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

(লেখক পরিচিতি : আশিক মুস্তাফা, শিশুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক (বাংলাদেশ))

তথ্যসূত্র

ক. বাংলাপিডিয়া।
খ. বাংলাদেশের খেলাধুলা, রশীদ হায়দার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
গ. বাংলার লোকজ খেলাধুলা, মাহবুবুল হক, শব্দঘর (সাহিত্য সাময়িকী, এপ্রিল, ২০১৭)
ঘ. বাংলা লোকসাহিত্য ছড়া, ওয়াকিল আহমদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



Taufiq Suleman Khan
Los Angeles, CA

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



Ahmed Ahsan Santo

Wishing the FOBANA convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Babul Hai & Family

Florida

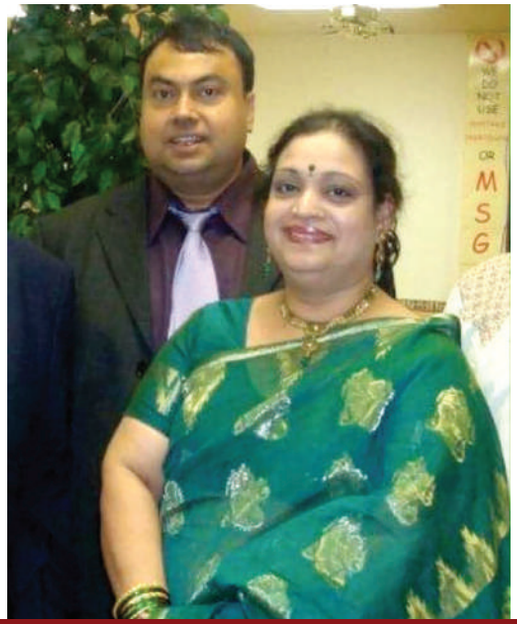


May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.

Mr & Mrs Shafiul Islam

Sun Valley, CA

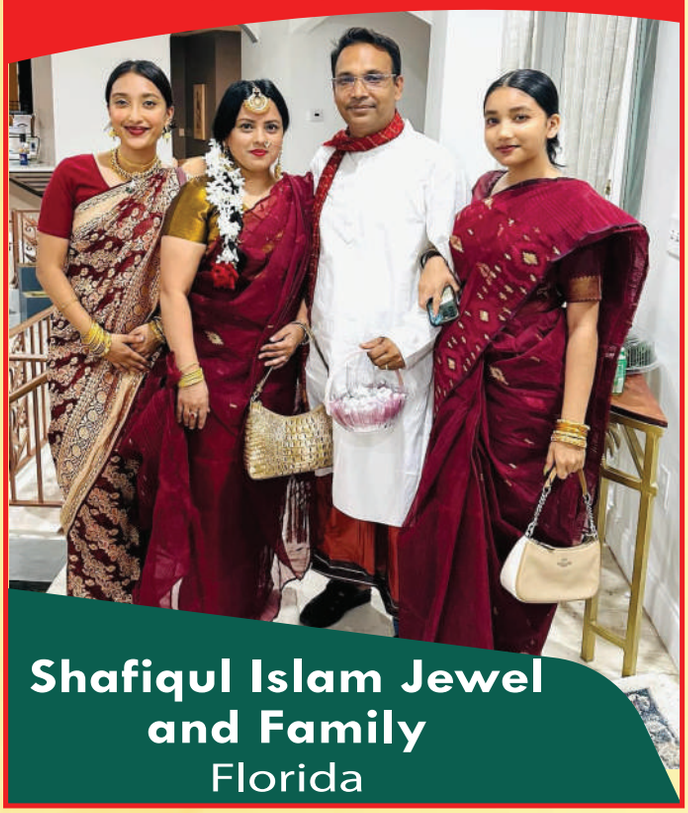
Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Anisur Rahman & Taslima Rahman

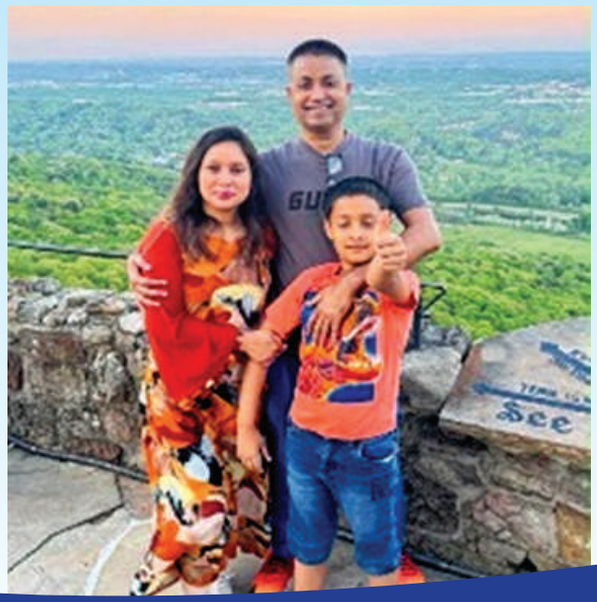
Springfield, Virginia

Wishing the 40th Fobana Convention is Los Angeles a grand SUCCESS!



Shafiqul Islam Jewel and Family
Florida

Our best wishes for a successful grand FOBANA Convention 2026 in Los Angeles, Warm greetings from--



Mohin Uddin Dulal
Atlanta, Georgia

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California.



Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Habib Ahmed (Tia) & Jaheda Ahmed (Jafrin)
California



নীরবে নিভৃতে

ড. ইউনুস রাহী



খুব ভোরে সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভাংগে মিসেস মার্শা ওলসেনের। হাতের নাগালেই থাকে ভর করে হাঁটার জন্য ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন করা লাঠিটা। ডাক দেয়ার আগেই পোষা কুকুর ববি কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়। এ যেন তাঁর নিত্য দিনের কাজ শুরুর ভালো একটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

বাড়ির ফ্রন্টডোর খুলে বাইরে এসে হাতের ফোনে ইনস্টল করা এডিটি পালস অ্যাপ দিয়ে সব দরোজা-জানালার সেন্সরগুলোয় আর্মড-এওয়ে মোড চালু করে দেন মিসেস ওলসেন। যাক, সারাবাড়িটা এখন নিরাপদে থাকলো। যা দিনকাল পড়েছে, চোর-ছ্যাচোর সুযোগ পেলেই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে, তার দীর্ঘ জীবনের একমাত্র বন্ধু অর্থাৎ তার স্বামী নামী রিটায়ার্ড প্রফেসর বব ওলসেন যখন হঠাৎ একদিন সামান্য জ্বরে ভুগে তাঁকে ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান। পরে জানা যায়, অসাবধানতায় কখন যেন কোভিড-নাইনটিনের ভাইরাস তাঁকে ধরে ফেলেছিল, তিনি বুঝতেই পারেননি। দুটো ছেলেই এখন বড় হয়ে বৌ-বাচ্চা নিয়ে ভিন শহরে বাড়ি কিনে থিতু হয়েছে, তাই সারা বাড়িতে তিনি এখন একাই, আছে শুধু প্রিয় কুকুর ববি তাঁর নিত্যসংগী হয়ে। ববি নামটি তিনি স্বামী ববের প্রতি তাঁর ভালোবাসার সম্মানেই দিয়েছিলেন। এডিটির সিকিউরিটি সিস্টেম আর ববিই এখন তাঁকে নিয়মিত এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে যাচ্ছে।

এ পাড়ার সবাই তাঁকে চেনে। তিনি শুধুই যে পাড়ার হোম ওউনার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন বহুকাল ধরে তা নয়, নেইবারহুড ওয়াচ আওল হিসেবেও তাঁর খ্যাতি রয়েছে। পাড়ার কাল-ডি-স্যাক রাস্তাটিতে যেকোন আগন্তুক বা অপরিচিত কেউ ঢুকলে তাঁর চোখে পড়বেই, আর নিমেষেই সবাইকে তার জানান দেন তিনিই। এইতো সেদিন চৌ (চৌধুরী) পরিবারের সদ্য কলেজে যাওয়া বড় ছেলেটা যখন বখাটে চেহারার বদমাস টাইপের একজনকে সাথে এনে খালি ঘরে ঢোকালো, সেই বিকেলেই চৌ-গিন্নিকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যেন ছেলেটার দিকে একটু নজর বাড়ান, ছেলেটার স্বভাব চরিত্তির ইদানিং তাঁর ভালো ঠেকছে না।

মর্নিং ওয়াক ঠিক নয়, প্রতিবেশী সবার বাড়ি ঘর, সামনের লনের সবুজ ঘাস কিংবা রকমারি ফুলের বাগান সব ঠিকঠাক মত আছে কিনা সে ব্যাপারেও চোখ বুলিয়ে নেওয়ার জন্য সাইডওয়াক দিয়ে প্রতিদিন ঘন্টাখানিক হাঁটেন তিনি কুকুরটাকে সাথে নিয়ে। কুকুরটার দরকারি প্রাত্যহিকতাও সারা হয়ে যায় এসময়। হাতে রাখা পলিথিন ব্যাগে বর্জ্যটুকু তুলে নিয়ে পরে গার্বেজ বীনে ফেলে দেন।

হঠাৎ ববি ছুটে যায় চৌ-বাড়ির গ্যারাজডোরের দিকে তিনি যখন বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ান। কিছু বোঝার আগেই তাঁরও চোখ চলে যায় ববির পিছুপিছু গ্যারাজডোরের নিচে। গাঢ় লাল রঙের তরল পদার্থের একটা ক্ষীণ ধারা ডোরের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে ড্রাইভওয়ের বেশ খানিকটা রাংগিয়ে দিয়েছে। অজানা এক আতংক তার উপর এসে ভর করে। বেশ জোরেই তিনি চৌ-গিন্নির নাম ধরে চিৎকার করতে থাকেন। নিঃশব্দ, নীরব সেই প্রত্যষ-প্রহরে কোন উত্তরই ভেসে আসেনা আশ্চর্য-নিঝুম সেই বাড়িটির ভেতর থেকে।

এলএ-র বাংলা কমিউনিটির সাথে মিসেস ওলসেনের জানাশোনা বেশ অনেকদিন থেকে। সেই যখন বব ও মার্শা ওলসেন ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে থেকে ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া লস এঞ্জেলস-এ কর্মরত ছিলেন, তখন ওখানকার ফরেন স্টুডেন্ট এফেয়ার্স ডিপার্টমেন্টের এক বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে হোস্ট-ফ্যামিলির লিস্টে নাম দিয়েছিলেন। আধুনিক রণসম্ভারে সুসজ্জিত দখলদার হিংস্র-পিশাচ এক বিশাল বিদেশী-বিভাষী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী এক মুক্তিযুদ্ধে প্রায়-নিরস্ত্র তিরিশ লক্ষ বাংগালীর মৃত্যুবরণ আর দুই লক্ষাধিক বংগললনার সম্ভ্রম হানির বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা এই অসমসাহসী জাতিগোষ্ঠির প্রতি আগে থেকেই তাঁদের বিনম্র শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা ছিল। তাই যখন তাঁদের জানানো হলো দুই জন বাংলাদেশী ছাত্র গ্রাজুয়েট স্টাডির জন্য এখানে এসেছে এবং তাঁরা চাইলে ওদের হোস্ট-ফ্যামিলি হয়ে লোকাল গার্ডিয়ান হতে পারেন, ওঁরা সুযোগটা লুফে নেন। কী মিষ্টি দুটো ছেলেই না ওরা ছিল। ক্রিসমাস, থ্যাংকসগীভিং আর সামারের দিনগুলোয় হোস্টেল থেকে ওরা বেড়াতে আসতো, আর ওঁদের সাথে ডিনার করে, ওঁদের ছেলে দুটোর সাথে খেলা করে, গল্প করে আনন্দময় সময় কাটাতো। বব ও মার্শাও তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও গাইড্যান্স দিত।



চৌধুরী পরিবারটি যখন তাঁদেরই পাড়ায় বাড়ি কিনে দুই ছেলেসহ বসবাস করতে এলো, তখন বাংলা কমিউনিটির সাথে তাদের সম্পর্ক যেন আরো জোরালো হলো। চৌধুরী সাহেব ও চৌধুরী-গিন্নি প্রায়ই রকমারি বাংলা খাবার আর মিষ্টি ওঁদের বাড়িতে পাঠাতেন আর সময় ও সুযোগ মিললে বাংলা কালচারাল অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতেন। সেই সুবাদে লোকাল কমিউনিটির পরিচিত ব্যক্তিত্ব বাচুভাই, জি-টুভাই, উডাভাই এবং আরও অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আর জানাশোনা ছিল।

চৌধুরী সাহেব দুইছেলে নিয়ে এই শুক্রবারও জুম্মার নামাজ পড়তে মসজিদে গিয়েছিলেন। খুতবার সময় ইমাম সাহেব সারা দেশের বাংলা কমিউনিটির উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের বড় হওয়া নিয়ে এক ভীষণ উদ্বেগের কথা জানালেন। বাবা মায়ের সার্বক্ষণিক নজরদারির অভাবে ছেলে মেয়েরা উচ্ছন্নে চলে যাচ্ছে এবং অতিসম্প্রতি কিছু চরম সর্বনাশের ঘটনাও ঘটে গেছে। টরন্টোর শহরতলিতে এক কলেজ পড়ুয়া ছেলে পড়াশোনা ছেড়ে সারাদিনরাত অনলাইনে ভয়ানক কারো সাথে ভিডিও গেম খেলতো আর এক নিশুতি রাতে তাদেরই প্ররোচনায় মাথা ঘুলিয়ে ঘুমন্ত বাবা, মা, ছোটবোন আর বেড়াতে আসা বৃদ্ধা দাদীকে গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করেছে। ডালাস শহরের এক বাসায় এই সেদিন এক সচ্ছল বাংগালির পরিপাটি বাড়ি গভীর রাতের ভয়ারহ অগ্নিকাণ্ডে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ভোরবেলায় ছাই সরিয়ে পুলিশী তদন্তে পাওয়া গেছে বাবা-মা, উঠতি বয়সের মেয়ে ও ছেলের পোড়া মৃতদেহ আর ছেলের হাতে লেখা এক টুকরো চিরকুট। তাতে লেখাঃ আমি আর পারছিনা। চরম হতাশা আর একাকিত্ব আমার চির সাথী। আমি আর বাঁচতে চাইনা। আমার মৃত্যুতে বাবা-মা আর আদরের ছোটবোনটি কষ্ট পাক তা আমি চাইনা। তাই তাদেরকেও আমার সাথে না ফেরার দেশে নিয়ে গেলাম।

নামাজ সেরে বাড়িতে এসে চৌধুরী দম্পতি ঠিক করলেন আজ রাতেই ছেলে দুটির সাথে কথা বলবেন। তাইতো, সারাটা জীবন সার্টিফাইড প্রফেশনাল একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্পোরেট ক্যারিয়ার গড়ে অগাধ বিত্তের অধিকারী হয়েছেন, ছেলেদের ভালো-মন্দের নজরদারি তো করেননি। ইমাম সাহেবের কথা শুনে মিসেস ওলসেনের সে দিনের ফোনে ছেলেদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার পরামর্শের কথাও মনে পড়লো।

রাতের খাবার সেরে বরাবরের মতো ঘুমাতে না গিয়ে দু'জন নিরিবিলি লিভিং রুমে বসে রইলেন ছেলেদের বাসায় ফেরার অপেক্ষায়। রাত বারোটার পর বাসায় ফেরে ছেলেরা। ততক্ষণে রাগে, অপমানে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেছে চৌধুরী সাহেবের। কঠোর স্বরে চিৎকার করে কৈফিয়ত চান তাদের কাছে। ছেলেরাও কম যায়না। অসভ্যের মত চরম নোংরা ভাষায় তারাও গালিগালাজ করতে থাকে বাবাকে। শুধু অপার বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন চৌধুরী গিন্নি।

মুহূর্তেই কী যেন ঘটে যায়। দুপদাপ করে দোতালায় উঠে যায় বড় ছেলে। বাবার আলমারী খুলে বের করে আনে কার্তিজভর্তি বন্দুকটা যা চৌধুরী সাহেবই অনেকদিন আগে লাইসেন্স নিয়ে কিনে লুকিয়ে রেখেছিলেন ঘরে কোনদিন চোর ডাকাতের আক্রমণ হলে তার আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কাজে লাগাবেন বলে। ট্রিগারে আচমকা আংগুল লেগে সাঁই করে ছুটে চলে গুলি। চৌধুরী সাহেবের বুকের ঠিক মধ্যিখানে গিয়ে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় গুলিটা। লুটিয়ে পড়ে যায় প্রাণহীন দেহটা। চৌধুরী গিন্নি তাঁকে ধরতে গিয়ে বুকের উপর আছড়ে পড়েন। আর তখনি তাঁকেও প্রাণহীন করে দেয় বন্দুক থেকে ছুটে আসা দ্বিতীয় গুলিটা।

অনেকটা সময় স্তম্ভিত হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে ছেলেরা। কি করবে কিছুই ঠিক করতে পারেনা। খুনী হিসেবে হাতেনাতে ধরা পড়ার ভয়ে নাইন-ওয়ান-ওয়ান কল করে পুলিশ বা এম্বুলেন্স না ডাকার সিদ্ধান্তে একমত হয় ওরা। রক্তমাখা লাশ দুটো গুম করে ফেলার জন্য ধরে টেনে নিয়ে ফেলে গ্যারাজে। বাইরে এসে ফ্রন্টডোর লক করে নিভৃতে কোথাও পালাতে চলে যায় ওরা। চোখে পড়ে না, তখনো লাশ বেয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছিল টকটকে লাল রক্তের ধারা, আর ধীরে ধীরে তা এগিয়ে যাচ্ছিল গ্যারাজডোরের তলা দিয়ে বেরিয়ে ড্রাইভওয়ের দিকে, যেন আর কারুর না হোক, ভোরবেলায় মিসেস ওলসেনের চোখে পড়ার আশায়।

ড্রাইভওয়ের রক্ত দেখে আর ফ্রন্টডোরে কোন সাড়া না পেয়ে ঘটনার বীভৎসতা টের পেয়ে যান মিসেস ওলসেন। হাতে ধরা সেল ফোনটায় টিপে যেতে থাকেন একে একে নাইন-ওয়ান-ওয়ান, তবে নিভৃতে কাল রাতে ঘটে যাওয়া এক ভয়ঙ্কর আর অপরিসীম বেদনার কাহিনী পুলিশ বিভাগের কাছে জানাতে।

(একটি বেদনাদায়ক, নির্মম সত্য ঘটনার ভিত্তিতে হলেও নিছক গল্পের প্রয়োজনে কাহিনীটির স্থান-কাল-পাত্রে সম্পূর্ণ ভিন্নতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। -গল্পকার)


40
FOBANA
Celebrating 40 Years of FOBANA
Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for
FOBANA 2026
at Los Angeles
M M SHAHIN
Chairman
Board of Editors, Thikana
ঠিকানা
Corporate Headquarter
THIKANA : 7409 37th Ave Suite 403
Jackson Height, NY 11372
Phone : 718-472-0700/2428, 718-729-6000
Fax : +1(866) 805-8806
Bangladesh Bureau
THIKANA : 70/B, Green Road, (Panthapath)
5th Floor, Dhaka, Bangladesh
E-mail : thikananews2014@gmail.com
wthikana@aol.com (for AD)

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন
সফল হোক, স্বার্থক হোক
শুভ কামনায়–



Shahid Ahmed & Sajeda Nargis

Menifee, California

Best wishes for a successful
40th FOBANA Convention
in California.



Dilruba Khan

Riverside, California

Wishing the FOBANA Convention a huge success!
Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



ZIA ZAHID

Santa Clarita, California

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. Iwish all the well-wishers all the best.

Ishfaque Hossain

Texas

Sahara EXPORTS INC.

GLOBAL SOURCING, SUSTAINABLE FUTURE BY SAHARA EXPORTS INC.

PROUDLY AWARDED AS A
VERIFIED SUSTAINABLE BRAND
BY HEY SOCIAL



Sahara Exports Incorporation is a globally recognized apparel sourcing and manufacturing company headquartered in Dhaka, Bangladesh. Established in 2004, the company has built a strong international reputation for excellence, innovation, quality, and sustainable business practices.



Under the leadership of
Mr. Mohammad Shariful Islam,
Founder & Managing Director, Sahara Exports Incorporation delivers world-class apparel solutions through innovation, ethical manufacturing, and sustainable business practices.



Sahara Exports Incorporation achieved international recognition for sustainability by receiving the 2025 Hey Social Good Sustainable Award at Sourcing at MAGIC.





The award, aligned with the United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs), recognized the company's commitment to sustainable, ethical, and responsible business practices through the development of seven innovative sustainable products.

OUR SUSTAINABLE INNOVATIVE PRODUCTS

1 LIFE-WEBS
Eco-friendly design technology delivering vibrant colors with reduced water, chemical, and energy consumption.

2 ULTRA-DENIM
Fabric innovations, colors with eco-friendly processes that save water and ensure high performance.

3 SEAMLESS DENIM
Engineered 3D knitting original looks with airtex zone-locking superior color fastness and lasting durability.

4 AIR-SORT
Air filtration technology that delivers unmatched softness and comfort while reducing water usage and environmental impact.

5 POWER DENIM
Built for performance and endurance. This technology enhances strength, stretch, and recovery for active lifestyle.

6 STRETCH DRY3
Advanced stretch technology that maximizes aluminum flexibility, shape retention, and all-day comfort.

7 NATURAL DYES
Sustainably dyed knit denim using natural colorants; safe for people and the planet.

LET'S BUILD A BETTER FUTURE TOGETHER.



Backed by our experienced design, manufacturing, and quality assurance teams, we deliver premium sustainable apparel that meets the highest international standards through ethical, sustainable, and on-time production.

sharif@saharaexportsinc.com
+8801746222103
https://saharaexportsinc.com/

OUR COMMITMENT. CERTIFIED

BSCI Business Social Compliance Initiative · Tencel Feels so right · LYCRA · Modal · COTTON USA · OEKO TEX · bluesign · Global Recycled Standard · BCI Better Cotton Initiative
Global Recycled Standard · Organic Content Standard · Global Recycled Standard · OEKO-TEX STANDARD 100 · Higg Index · RDS · Thermolite · REPREVE · SAVE ENERGY · RSC Recycled Claim Standard
C3 · Global Organic Textile Standard · NON TOXIC · NOTS ORGANIC CERTIFIED BY ECOCERT 282445 · Organic Content Standard · bluesign APPROVED · GMP+ · International Standard · ZDHC

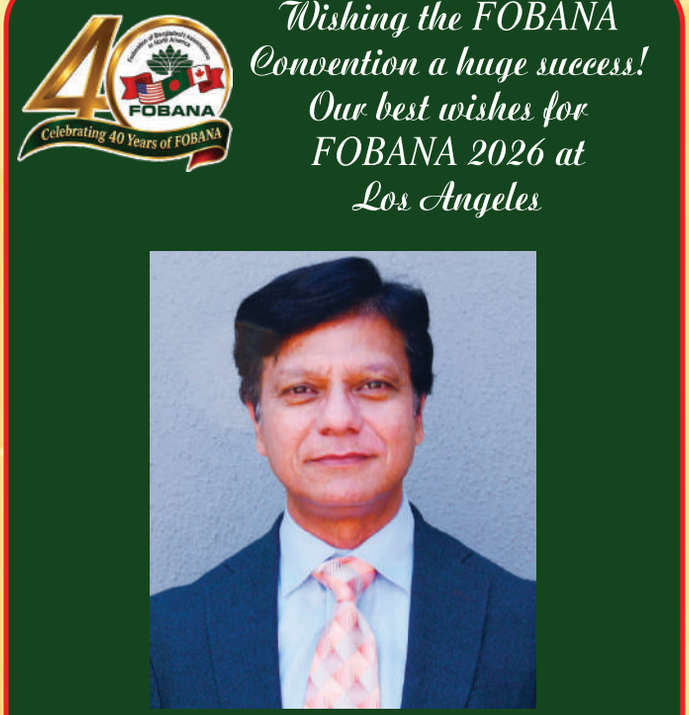




ফোবানার ৪০তম সম্মেলন সফল হোক, স্বার্থক হোক
সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ কামনা-

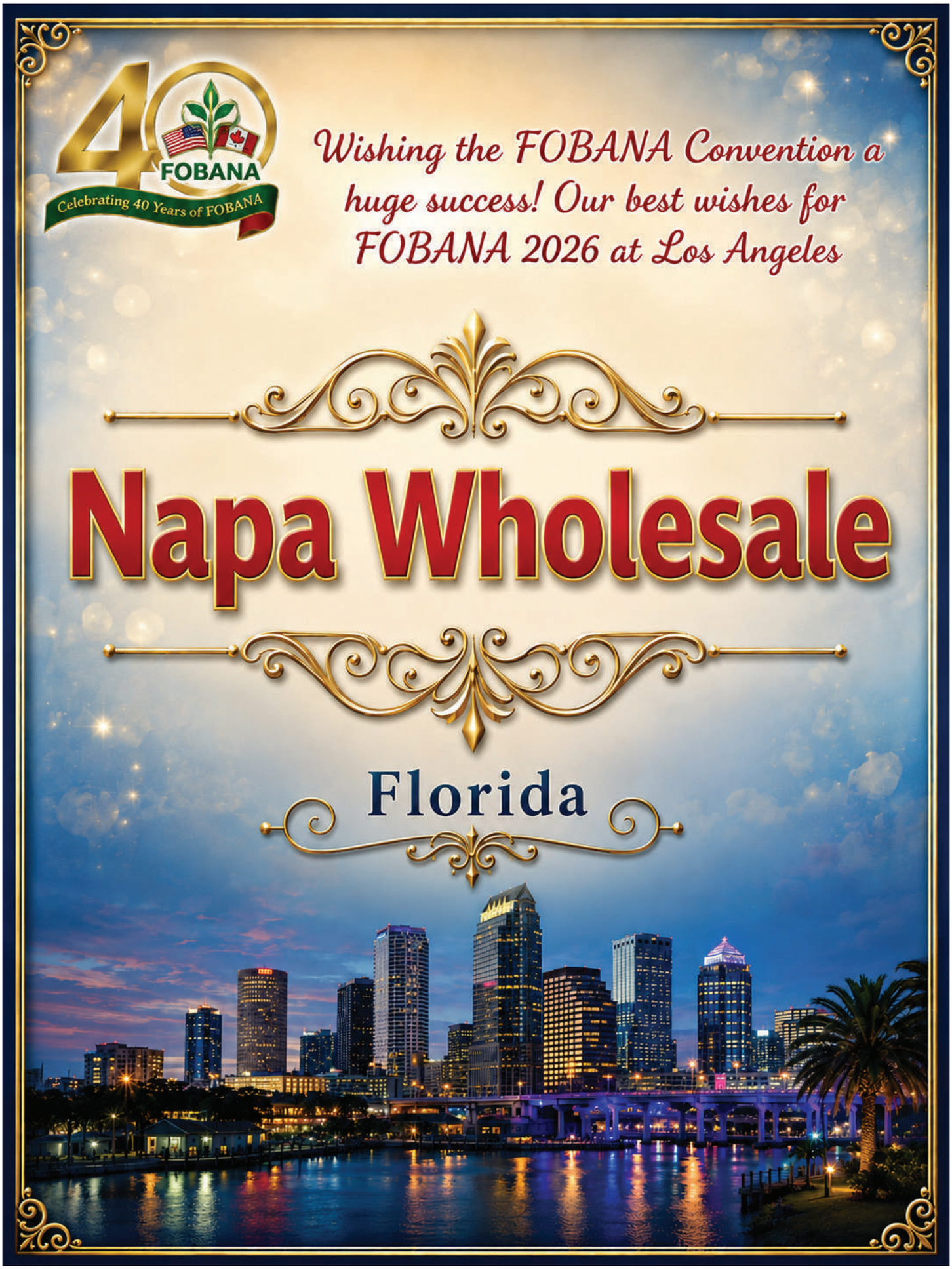


Shahid & Roshny Alam



Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles

Mo Showkat Anjin


40
FOBANA
Celebrating 40 Years of FOBANA
Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles
Napa Wholesale
Florida

Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Mohammad R Islam

President

Phone: 818-927-7011

310-405-2542

www. Mrimsolutions.com

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন সফল হোক, স্বার্থক হোক
শুভ কামনায়-

Aqeem Kabir & Sayeda Kabir

Folsom, California

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California.

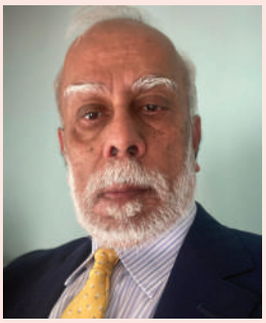


Allen Illias Khan



How Bangladeshi Cuisine Builds Community Across North America

Niaz A Khan, Ph.D.



For immigrants, food often becomes much more than something placed on the dinner table. It carries memories of home, preserves family traditions, and creates connections between generations. For the Bangladeshi community in North America, cuisine has become one of the strongest links between the homeland and the adopted country. Whether in New York, Toronto, Atlanta, Dallas, Los Angeles, or Vancouver, the familiar aroma of biryani, beef bhuna, shorshe ilish, or freshly made pitha can instantly transport people back to Bangladesh. In a world where migration often separates families and communities by thousands of miles, food has emerged as a powerful force that brings people together.

The Bangladeshi presence in North America has grown significantly over the past several decades. Along with professional achievements, educational success, and civic engagement, immigrants have brought with them a rich culinary tradition rooted in the culture of Bengal. Rice, fish, lentils, vegetables, and aromatic spices remain central to Bangladeshi cooking, reflecting the agricultural heritage of a country shaped by rivers and fertile land. While many immigrants leave behind familiar landscapes, they often recreate a sense of home through the foods they prepare and share.

For first-generation immigrants, cooking traditional meals often serves as an emotional connection to family members and places left behind. A meal consisting of rice, dal, fish curry, and vegetables may seem ordinary, yet it carries profound meaning. Such meals remind immigrants of childhood memories, family gatherings, and celebrations in Bangladesh. In many households across North America, recipes passed down from parents and grandparents continue to preserve family histories that might otherwise fade with time. Through food, immigrants maintain a living connection to their cultural roots.

Community organizations throughout the United States and Canada have long recognized the unifying power of food. Cultural events, religious celebrations, and community gatherings almost always feature traditional Bangladeshi dishes. Whether celebrating Pohela Boishakh, Eid, Victory Day, Independence Day, or International Mother Language Day, food occupies a central role in bringing people together. At these events, individuals from different regions of Bangladesh share meals, exchange stories, and strengthen relationships. A plate of biryani or a serving of pitha often becomes the starting point for conversations that bridge regional, generational, and professional differences.

Organizations such as FOBANA have helped create spaces where Bangladeshi Americans and Canadians can celebrate their shared heritage. At annual conventions and community festivals, food serves as both a cultural symbol and a social connector. Attendees may come from different professions, political perspectives, or geographic locations, but they find common ground through familiar tastes and traditions. In this sense, cuisine functions as a form of cultural language understood across generations and backgrounds.

Food also plays a vital role in transmitting culture to younger generations. Many second- and third-generation Bangladeshi Americans and Canadians have limited direct experience living in Bangladesh. For them, cuisine often provides one of the most accessible connections to their heritage. Family dinners, holiday celebrations, and cooking traditions offer opportunities to learn about customs, values, and family history. Preparing semai during Eid, making pitha during winter gatherings, or learning a grandmother's recipe for fish curry can become meaningful cultural experiences. These activities allow



younger generations to participate actively in traditions rather than simply hearing stories about them.

The rise of Bangladeshi restaurants across North America has further strengthened community ties. In neighborhoods with significant Bangladeshi populations, restaurants frequently serve purposes beyond business. They become informal community centers where people meet friends, discuss current events, celebrate milestones, and maintain social networks. New immigrants often find guidance and support in these spaces, while longtime residents reconnect with familiar faces and traditions. These establishments contribute to the social fabric of the diaspora while helping preserve cultural identity.

At the same time, Bangladeshi restaurants have introduced North American audiences to the distinctive flavors of Bengali cuisine. While many people are familiar with South Asian food in general, increasing numbers are discovering dishes unique to Bangladesh. Items such as kacchi biryani, fuchka, haleem, bhorta, and mishti offer opportunities for cultural exchange and understanding. Through food, people from diverse backgrounds gain insight into Bangladeshi culture, history, and traditions. In many cases, a meal becomes the first step toward broader cultural appreciation.

Technology has also transformed the way culinary traditions are shared. Social media platforms, cooking channels, and online communities allow Bangladeshis throughout North America to exchange recipes, cooking techniques, and family traditions. A family in Georgia can learn a traditional recipe from relatives in Dhaka through a video call. Community groups share cooking demonstrations, restaurant recommendations, and cultural content that help preserve culinary knowledge. These digital connections strengthen relationships within the diaspora while ensuring that traditions remain relevant in a rapidly changing world.

Hospitality remains another defining feature of Bangladeshi culture. Across North America, inviting guests to share a meal continues to symbolize warmth, generosity, and friendship. New students, recent immigrants, visiting relatives, and neighbors are often welcomed with home-cooked meals that provide comfort and familiarity. Such gatherings help newcomers establish support networks and foster a sense of belonging. In communities where people may be far from extended family, shared meals often create relationships that resemble family bonds.

As Bangladeshi communities continue to grow and evolve, their cuisine evolves as well. North American ingredients, lifestyles, and tastes sometimes influence traditional recipes, leading to creative adaptations. Younger generations may experiment with fusion dishes while maintaining the essential flavors and values associated with Bengali cooking. These innovations demonstrate that cultural traditions are not static; they adapt to new environments while preserving their core identity.

At its core, Bangladeshi cuisine serves as far more than nourishment for the body. It preserves memories, strengthens families, fosters community, and builds bridges between cultures. Throughout North America, food remains one of the most visible and meaningful expressions of Bangladeshi identity. From family kitchens and community festivals to restaurants and FOBANA conventions, traditional dishes continue to bring people together.

In every bowl of dal, every plate of biryani, and every handmade pitha lies a story of migration, resilience, and belonging. These foods remind Bangladeshis across North America of where they came from while helping them build vibrant communities where they are today. Through cuisine, generations remain connected, friendships are formed, and cultural heritage continues to flourish thousands of miles from the land where it began.

Dr. Niaz Khan serves as a Professor of Communications at Georgia Gwinnett College in Lawrenceville, Georgia. His widely published research and books explore public speaking, media and society, and the Bangladeshi diaspora. Dedicated to education, media literacy, and cultural empowerment, Dr. Khan actively fosters community engagement through public speaking, cross-cultural dialog, and academic scholarship.



Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California

Golam Rahman Rokon Uddin

Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Mamunur Rashid & Rawshon Akhter

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন সফল হোক, স্বার্থক হোক
সকল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও শুভানুধ্যায়ীদের

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

Samia Chowdhury

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California.



Sohela Safur Hasan (Lovely)
Houston, Texas

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন
সফল হোক, স্বার্থক হোক
শুভ কামনায়-

Moonrul Khan
Southlake,Texas

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California.

AMIR HOSSAIN
Mallets Bay, Cannecticut

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন
সফল হোক, স্বার্থক হোক
সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই
শুভ কামনা-

Raihanul Chowdhury





ছোটগল্প

উত্তরণ

ফারহানা সিনথিয়া



বিমান গো গো শব্দে রানওয়েতে ছুটে চলে। কিছুক্ষণ বাদেই ধাতব যন্ত্র যেন পেলব পাখির মতো আকাশে উড়ে যায়। নেহা বিমানের জানালায় চোখে রেখে মিলিয়ে যাওয়া শহর দেখে। ঘর-বাড়ি যেন ম্যাচবাক্সের মতো ছোট। মুগ্ধ চোখের সামনে রুপালি সুতার মতো ক্ষীণ নদীর জল চিকচিক করে ওঠে। তারও পরে বিমান তরল মেঘের পাহাড় বেয়ে উড়ে চলে মুক্ত আকাশে। মেঘের পাহাড় ডিঙানোর সৌভাগ্য সবার হয় না। নেহার ভালো লাগে। এই যে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ওড়াউড়ি, এমন কপাল নিয়ে সবাই আসে না। কারও স্বপ্ন অঙ্কুরেই ঝরে যায়।

সবাই নেহার মতো সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। সে জানে এখানে আসতে তার কত কাঠখড় পোহাতে হয়েছে। মুক্ত আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সবার পূরণ হয় না। অনেকের কাছে এই আকাশের স্বপ্ন দেখাও অলীক; স্পর্শ করা তো দূরের কথা। সে অফিসের কাজে নিউ ইয়র্ক যাচ্ছে। ম্যানহাটানের একটা আকাশছোঁয়া বিল্ডিংয়ের অফিসে মিটিং। স্বপ্ন আকাশের সমান হলেও সে জানে তা সে স্পর্শ করতে পেরেছে। এ-ইবা কম কী?

উড়োজাহাজে ইন্টারনেট সেবা আছে। নেহা টুক করে নীল-সাদা জগতে উঁকি দেয়। মেঘ দেখেও একসময় একঘেয়ে লাগে। সৌন্দর্যও একঘেয়ে হয়। পুরোনো হয়। একটা ছবিতে চোখ আটকে যায়। হালকা নীল জামা পরা এক মেঘবালিকার ছবি যেন। মেঘের রাজ্যে আছে বলেই মেঘের উপমা মনে পড়ল। মেয়েটির কোলে একটি শিশু। সে মুগ্ধ হয়ে ছবিকে দিকে তাকিয়ে রইল। দুই ভাই-বোনের ছবি হবে। মেয়েটি কৈশোর পেরোয়নি। কোলে তার ভাইকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মেয়েটির বড় স্বপ্নাতুর চোখ দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক এ রকম একটা ছবি তার ও আছে। দেশের বাড়িতে এলবামের কোনায় সযত্নে রক্ষিত আছে। ছবির সাথে ক্যাপশন দেখে ভ্রু কুঁচকে গেল নেহার। এ কী! এই তেরো বছরের মেয়ের কোলে তার শিশু সন্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে? অন্তর্জালে বিক্রি হয় রুচিবোধ-বিবেক; লাইক, কমেন্ট আর শেয়ারের বন্যায় ভেসে যায় ন্যায়নীতি বোধ। যিনি ছবিটি শেয়ার করেছেন, তিনি লিখেছেন—এই মেয়েটিকে ভিকটিম ভাবার কোনো কারণ নেই। কমেন্টে টিকটক আর রিলের ভিডিও দেখলেই বুঝতে পারবেন মেয়েটি কত খারাপ। নীল-সাদা জগতের সাধু পুরুষ আর সতী নারীরা কঠিন গালিগালাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঢুকলে মনে হয় এখানে সবাই সাক্ষাৎ ফেরেশতা। কেউ কোনো অন্যায় করেন না।

নেহার মনটা খারাপ হয়ে গেল। বহু বছর আগের একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সাদা রঙের প্যান্ডেল টাঙিয়ে বিয়ের স্টেজ বানানো হয়েছে। বাড়ির দরজার সামনে সাদা রঙের গেট। 'বর আসছে' চিৎকারের মাঝখানেই সে দেখছিল লিপি আপু ফ্যাকাসে হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। কেউ একজন হাতপাখা নিয়ে তাকে বাতাস করতে থাকল। ঘরের ফ্যান জোরে চালিয়ে দেওয়া হলো। বড়রা চোখ রাঙিয়ে শাসানি দিল নেহাকে, এই অজ্ঞান হবার খবর যেন বাড়ির বৈঠকখানা পর্যন্ত না যায়। গেলে নেহার পিঠের একটা হাড়ও আস্ত থাকবে না। লিপি আপা সুন্দরী ছিলেন। একমাথা লম্বা চুল। হাতের আঙুলগুলো লম্বা। একহারা গড়নের লিপি আপার বড় চোখ, টিকোলো নাক আর ফরসা গায়ের রং। তবে সে একটু বোকাসোকা ধরনের ছিল। বাড়ির সবার তা-ই বলত। ক্লাস সিক্সে দুবার ফেল করেছিল। তাই বাড়ির সবাই ঠিক করল তাকে এইটে ওঠামাত্রই বিয়ে দিতে হবে।

লিপি আপার জ্ঞান ফিরল মিনিট দশক পরে। এরপর তাকে সোজা করে বসিয়ে রাখা হলো। লম্বা চুল শক্ত করে খোঁপা বাঁধা হলো। নেহার মনে হলো আঁটোসাঁটো খোঁপায় আপার কষ্ট হচ্ছে। একবার যেন অস্ফুটে চিৎকার করে উঠল। হয়তো চুলের কাঁটা লেগে ব্যথা পেয়েছে। সেই শব্দে সেজো চাচির কোনো হেলদোল হলো না। পরপর দুটি মেয়ে জন্ম দেওয়ার অপরাধে গঞ্জনা সহ্য করেছেন। যতবার ক্লাসে ফেল করেছে, তখনও শুনেছেন মায়ের মতো বুদ্ধিশুদ্ধি পেয়েছে। এখন



তিনি দায়মুক্ত হওয়ার একটা উপায় পেয়েছেন।

নেহার মা বলে উঠলেন, 'ভাবি, মেয়ের বয়স কম হয়ে গেল না বিয়ে দেবার জন্য? আরও কিছুদিন পরেই দিতেন।'

চাচি বিরক্ত গলায় জবাব দিলেন, 'শোনো জুঁই, এই মেয়ে পড়াশোনা করে তেমন বিদ্যেধরী হবে না। ফুপুদের দেখো না। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে খায়। ও কলেজ-ইউনিভার্সিটি পাস করে কী করবে? না যাবে বাইরে, না করবে চাকরি। ওদের বংশে সেই ধাত নেই। বরঞ্চ কিছুদিন পরেই মুটিয়ে যাবে। তার আগে চেহারা ভালো থাকতে থাকতে ওকে আমি পার করি। তোমার ভাসুর ওর বিয়ে ঠিক করেছেন। তার কথা এই বাড়ির আইন। কোনো নড়চড় হবে না।'

'তাই বলে আঠাশ বছরের ছেলের সাথে?'

'হ্যাঁ। তা-ই তো ভালো। আমার মেয়ে জেদি আছে। বয়সে বড় স্বামী হলে ভয় পাবে। কথা শুনবে। এসব তুমি বুঝবে না।'

এই কথা বলে চাচি যত্ন করে খোঁপার চারপাশে গোলাপ ফুল লাগাতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। ফুলের কাঁটা বিঁধে গেল তার হাতে। ফরসা হাতে এক বিন্দু রক্ত কেমন জলজল করতে লাগল। নেহা অন্যদিকে তাকাল। তার রক্ত দেখলে ভয় লাগে।

লিপি আপাও রক্ত দেখলে ভয় পেত। কোরবানি ঈদের সময় সে বাড়ি থেকে বের হতো না। ছোটবেলায় কোরবানির জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল সাদা রঙের একটা ছাগল। বাড়ির ছোটরা সেই ছাগলকে কাঁঠাল পাতা খাইয়েছিল। ছাগলটা অকারণে ডাকত না। তবে যেদিন কোরবানি দেওয়া হবে, কীভাবে যেন বুঝতে পেরেছিল। সেদিন ছাগলটা আর্তস্বরে ডেকেছিল। বড় করুণ আকুতি। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আকুল হয়ে ডেকেছিল। লিপি আপা সেদিন ছাগলের গলা ধরে কেঁদেছিল। বাড়ির বড়দের কাছে বারবার অনুরোধ করেছিল যেন ছাগলটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কোরবানির জন্য নিয়ে আসা প্রাণী কখনো কসাইয়ের ছুরি থেকে নিস্তার পায় না। নেহার মনে হলো আজ লিপি আপাও মুক্তি চাইছে। কেউ আপার না বলা কথা বুঝতে পারছে না।

নেহা টুকটুক করে স্টেজের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বরের মাথায় মস্ত বড় পাগড়ি, সাদা শেরওয়ানি আর মুখে রুমাল। নেহা লক্ষ করল বরের মুখে মস্ত গোঁফ। বরের দাঁত যেন কেমন। রুমাল সরিয়ে যখন হাসল, তখন দেখল খয়েরি রঙের দাঁত। তা দেখে নেহার স্প্যাগেটি মনস্টারের কথা মনে হলো। সে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। লিপি আপার ঝকঝকে সুন্দর দাঁত। দাদি বলতেন, লিপি যখন হাসে, মনে হয় চারদিকে আলো ঝলমল করে ওঠে।

চারপাশে ফিসফাঁস শোনা গেল। পাড়া-প্রতিবেশীরা বলাবলি করছে, বরের বয়স আঠাশ নয়। আরও বেশি। একজন বলে উঠল, মেয়েটার মাথায় দোষ আছে। ভরা সন্ধ্যায় একা একা ছাদে ঘুরে বেড়ায়। ওর খারাপ বাতাস লেগেছে।

লিপি আপাকে সাদা আর লাল রঙের কুমকুম দিয়ে সাজানো হচ্ছে। দুই চোখের মাঝে প্রথমে টিপের মতো নকশা করা হলো। তারপর দুই ভ্রুর ওপরে সাদা-লাল কুমকুম দিয়ে কল্কির নকশা করা হলো। আপার ঠোঁটে হাসি লেগে ছিল। তবে চোখে নীরব অভিমান। এই বাড়ি থেকে যে তাকে বিদায় করে দেওয়া হচ্ছে, সে বুঝতে পারছে।

কাজি সাহেব যখন কবুল পড়াতে এলেন, তখন একটা গোল বাধল। ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে যে বিয়ের কনে এতক্ষণ বসে ছিল, সে বেঁকে বসল। তার মুখ দিয়ে যেন কোনো শব্দ বের হচ্ছে না। সেজো চাচি বললেন, ও ইশারায় কবুল বলেছে। কাজি সাহেব ধন্দে পড়ে গেলেন। বললেন, আমি পরিষ্কারভাবে মেয়ের মুখে তিনবার কবুল শুনতে চাই। এবার চাচি আপাকে চোখ রাঙালেন। নেহার সেদিনও ছাগলটার কথা মনে পড়েছিল। অসহায় প্রাণীটা তবু চিৎকার করতে পেরেছিল। চাচির চোখরাঙানির সামনে লিপি আপা তিন কবুল বলে ফেলল।

আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, বাড়ি থেকে বিদায় নেবার সময় লিপি আপা এক ফোঁটা চোখের পানি ফেলল না। সেজো চাচি হেঁচকি তুলে কাঁদলেন। জমিলা ফুপু অজ্ঞান হয়ে গেলেন। লিপি আপা নির্বিকার চোখে দেখলেন। তারপর বিয়ে উপলক্ষে বানানো সাদা গেট দিয়ে বের হয়ে গেলেন। নেহার ধারণা ছিল, আপা একবার পেছনে ফিরে তাকাবে। সে তাকাল না। যেন আপা জেনে গিয়েছিলেন শেষবারের মতো তিনি এই বাড়ির চৌকাঠ ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছেন।



ফিরানি আসার সময়ে মলিন মুখ দেখে অনেকেই নানা প্রশ্ন করেছিল। লিপি আপা দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করেছিল। কারও প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। কারও কৌতূহল মেটায়নি। নীরবে নিজের ভবিতব্য মেনে নিয়েছিল। বিয়ের পর আপা বাপের বাড়িমুখো আর হয়নি। এ বাড়ির কারও চিঠির জবাব দেয়নি। বাড়ির সবার সাথে কথা বলার মাত্রা কমিয়ে দিয়েছিল। ফোন করলে অবশ্য নেহার সাথে গল্প করত। জিজ্ঞেস করত পাড়ার বিড়ালগুলো কেমন আছে? আপা বিড়াল ভালোবাসতেন।

চাচিরা বলাবলি করতেন, আসলে ওকে বিয়ে দিয়েই ঠিক কাজ করা হয়েছে। এমনিতেও বছর বছর ফেল করছিল। তার চেয়ে বরং এখন সংসারে মনোযোগী হয়েছে। এ জন্যই বাপের বাড়ির কারও কথা মনে পড়ে না।

আপার প্রেগন্যান্সির খবরেও বাড়ির সবাই খুশি হয়েছিল। আপাকে যখন বাড়ি আনতে চেয়েছিল সবাই, সে বেঁকে বসল। বলল, সে আসতে চায় না। একবারে বাচ্চা হবার পর বেড়াতে আসবে। নেহার ধারণা, আপার শশুরবাড়ি থেকে বেড়াতে আসার অনুমতি মেলেনি।

এর বছরখানেকের মাঝেই আপাকে আনতে গিয়েছিল বাড়ির সবাই মিলে। হাসপাতালের বিছানায় সাদা চাদরে মোড়ানো আপা শান্ত মুখে ঘুমিয়ে ছিল। তবে সেদিন আপার পায়ের কাছে রক্ত দেখেছিল। গর্ভবতী অবস্থায় এক্লাম্পসিয়া হয়ে আপা মারা গিয়েছিল।

শেষবারের মতো বাড়ি ফিরে এসেছিল। সেদিন অবশ্য আপাকে তার ঘরে আনা হয়নি। উঠানের কাছে শুইয়ে রাখা হয়েছিল খাটিয়ার ওপর। বাদ আসর আপাকে দাফন করা হয়েছিল।

অদ্ভুত ব্যাপার, সেদিন পাড়ার বিড়ালগুলো আপাকে একনজর দেখার জন্য হাজির হয়েছিল। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, মোড়ের ভুলু নামের কুকুরটা বাড়ির দরজায় এসে সন্ধ্যা অব্দি বসে ছিল। ভুলুর এক ঠ্যাং খোঁড়া ছিল। গায়ে ছিল পুড়ে যাওয়া দাগ। আপা মাঝে মাঝে ভুলুকে খাবার দিত।

এতকাল পরে নীল-সাদা জগতে সম্পূর্ণ অচেনা এক বালিকার মুখ দেখে নেহার পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। লিপি আপার কথা মনে পড়ে গেল। যেই জীবন সে বহু পেছনে ফেলে এসেছে। আকাশে ওড়ার সময় যেমন ম্যাচবাক্সের মতো বাড়ি, রুপালি সুতার মতো নদী সে ফেলে এসেছে; ঠিক সে রকম জীবনে উত্তরণের সাথে সে পেছনে ফেলে এসেছে স্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া তার বোনের গল্প।




FOBANA
Celebrating 40 Years of FOBANA
Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles
Gold Sponsor
Nasir Khan (Moe)
CEO
Titanium Guru, Alloy Metals Co.
HOLLYWOOD
Hilton



মঞ্চের আলোয় শিকড়ের সন্ধান: প্রবাসে রঙ্গমঞ্চের জন্মকথা

মঞ্জুর চৌধুরী



'সৃষ্টিশীলতা' এক কঠিন নেশা। নিকোটিন, অ্যালকোহল কিংবা অন্য কোনো আসক্তির চেয়ে কোনো অংশেই যেন কম নয়। সৃষ্টিশীলতায় আক্রান্ত মানুষ সেই নেশার টানেই নিজের মতো আরেকজন মানুষকে খুঁজে নেয়—সে দেশে হোক কিংবা বিদেশে।

লেখক, নাট্যনির্মাতা এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রও এই সৃষ্টিশীলতা। তিনি সিনেমাপাগল মানুষ। স্বপ্ন দেখেন, কোনো একদিন একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন। সেই স্বপ্নের প্রস্তুতি হিসেবেই তার নাটক নির্মাণ—মঞ্চনাটক, টেলিভিশন নাটকসহ নানা মাধ্যমে গল্প বলার চেষ্টা। তখনো ডালাস শহরে এত বিপুলসংখ্যক বাঙালির বসতি গড়ে ওঠেনি। সেই ডালাসে বসে বাংলা নাটক নির্মাণ! শুনলে যে কারও মনে হতে পারে, লোকটার মাথা নষ্ট নাকি?

আমাদেরও বোধহয় মাথা খানিকটা নষ্ট ছিল। ছাপার অক্ষরে পড়া গল্পকে জীবন্ত চরিত্রে রূপ দেওয়ার আগ্রহ আমাদেরও প্রবল। ফলে আমরাও তার দলে ভিড়ে গেলাম।

প্রবাসের অসম্ভব ব্যস্ত জীবন, পেশাগত ও পারিবারিক দায়িত্ব এবং নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও একে একে বেশ কিছু টেলিভিশন নাটক তৈরি হলো। পাশাপাশি আমরা মঞ্চেও ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। দেশের প্রখ্যাত নাট্যকারদের বিখ্যাত সব নাটক মঞ্চস্থ করেছি, দর্শকের প্রশংসাও পেয়েছি। তারপরও কোথাও যেন একটা অতৃপ্তি রয়ে যাচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল, আমরা ঠিক নিজেদের মতো করে নাটক নির্মাণ করতে পারছি না। দর্শককে এমন কিছু দিতে চাইছিলাম, যা হয়তো তারা আগে কল্পনাও করেননি। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে মঞ্চের ভাষা, দৃশ্যকল্প ও গল্প বলার পদ্ধতি নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে চাইছিলাম।

ঢাকা থিয়েটারের ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং নাট্যাচার্য সেলিম আল দীনের ৭৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে শহীদুজ্জামান সেলিমের নির্দেশনায় 'শকুন্তলা' নাটকটি নির্মাণের সময় সেই তাড়না আরও তীব্র হয়ে উঠল।

তখনই মনে হলো, এবার আমাদের নিজেদের একটি থিয়েটার দল দরকার। এমন একটি দল, যেখানে নিজেদের ভাবনা ও কল্পনাকে নিজেদের মতো করে মঞ্চে নিয়ে আসার স্বাধীনতা থাকবে।

সেই অদম্য ক্ষুধা থেকেই জন্ম নিল রঙ্গমঞ্চ থিয়েটার—আমাদের নিজস্ব থিয়েটার।

প্রথম প্রযোজনার সন্ধানে

নতুন দলের প্রথম প্রযোজনা কী হবে, প্রশ্নটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শেষ পর্যন্ত আমরা ফিরে গেলাম আমাদের অত্যন্ত প্রিয় কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের কাছে। তার বিখ্যাত মিসির আলী সিরিজের 'জ্বীন কফিল' গল্পটি অবলম্বনে নাটক নির্মাণের সিদ্ধান্ত হলো।

হুমায়ূন আহমেদ আমাদের প্রিয় কথাশিল্পী। তার বই পড়েই আমাদের অনেকের সাহিত্য ও কল্পনার জগতে প্রবেশ। তাই রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনাটি তাকে উৎসর্গ করাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল।

তবে 'জ্বীন কফিল' বেছে নেওয়ার পেছনে আমার ব্যক্তিগত একটি তাড়নাও ছিল। এক রাতে হঠাৎ কী যেন হলো! মনে হলো, 'জ্বীন কফিল'-এর লতিফার গল্পটিকে দর্শকের সামনে হাজির করতে না পারলে মনের ভেতর একটা খচখচানি থেকেই যাবে। সেই রাতেই বসে গেলাম নাটকের পাণ্ডুলিপি লিখতে।

একসময় এমন এক ঘোরের মধ্যে ঢুকে গেলাম যে চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারছিলাম না। চোখের সামনে তখন একে একে এসে দাঁড়াচ্ছেন মিসির আলী, ইমাম, লতিফা, লেখক, কালু খাঁ, মোক্তার...। তাদের কথাবার্তা, চলাফেরা, দ্বন্দ্ব, ভয়, সংশয়—একটির পর একটি দৃশ্য হয়ে পাণ্ডুলিপিতে জায়গা করে নিচ্ছে।

জানতাম, এই ঘোর যদি একবার কেটে যায়, তাহলে হয়তো আর কখনোই এভাবে বসা হবে না।

লেখা শেষ করে অবশ্য বুঝতে পারলাম, কী জটিল এক কর্মযজ্ঞে হাত দিতে যাচ্ছি!

যে গল্প মঞ্চের জন্য লেখা হয়নি

'জ্বীন কফিল'-এর গল্পটি চলচ্চিত্র বা টেলিভিশন নাটকের জন্য যতটা উপযোগী, মঞ্চে উপস্থাপনের জন্য ঠিক ততটাই কঠিন। গল্পটির স্থান, সময়, আবহ এবং দৃশ্যান্তরের ধরন মঞ্চে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে অসংখ্য কারিগরি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। প্রচলিত মঞ্চনির্মাণের কিছু রীতিও আমাদের ভাঙতে হবে—এটা শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে গেল।



এককথায়, গল্পটি মঞ্চের কথা মাথায় রেখে লেখা হয়নি। তারপরও আমরা আনন্দের সঙ্গেই চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলাম। কারণ আমরা যে ধরনের গল্প দর্শকের সামনে বলতে চাইছিলাম, 'জ্বীন কফিল'-এ তার প্রায় সব উপাদানই ছিল—রহস্য, মনস্তত্ত্ব, মানবিক সম্পর্ক, ভয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব এবং বাস্তব ও অতিপ্রাকৃতের মাঝখানের এক অদ্ভুত জগৎ।

আর সৃষ্টিশীলতাকে কি সব সময় নিয়মের বেড়াজালে আটকে রাখা যায়? কিংবা আদৌ তা উচিত?

'জ্বীন কফিল' নির্বাচনের আরেকটি কারণ ছিল মিসির আলী। আমাদের জানামতে, হুমায়ূন আহমেদের এই কিংবদন্তিতুল্য চরিত্রটিকে এর আগে মঞ্চে উপস্থাপনের নজির আমাদের চোখে পড়েনি। নতুন দল হিসেবে তাই আমাদের মধ্যে একধরনের সাহসী আকাঙ্ক্ষা কাজ করেছিল—মিসির আলীকে মঞ্চে নিয়ে আসার এই ঝুঁকিটা আমরাই নিই না কেন?

সেই অর্থে 'জ্বীন কফিল' শুধু রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনাই নয়, আমাদের জন্য ছিল এক নতুন নাট্যভাষা অনুসন্ধানেরও সূচনা।

নির্মাণের কঠিন পথ

নাটকটি নির্মাণ করতে গিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম, কাজটি আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন।

তবে সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল, যতবারই আমরা কোনো বাধার মুখোমুখি হয়েছি, ততবারই নতুন কোনো সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। নাটকের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি শিল্পী ও কলাকুশলীর মধ্যে গল্পটির প্রতি, নিজের চরিত্রের প্রতি এবং নাটকের সামগ্রিক বক্তব্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস ছিল।

সামনে থেকে সেই কর্মযজ্ঞের নেতৃত্ব দিয়েছেন নাটকের নির্দেশক ফরহাদ হোসেন। নাটকটিকে যতটা সম্ভব নিখুঁত করে তুলতে রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন তিনি। চোখের নিচে কালি জমেছে, মাইগ্রেনের যন্ত্রণায় ভুগেছেন; তারপরও খুঁটিনাটি নিয়ে আপস করেননি। এমনকি নাটকের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও দৃশ্যগত রেফারেন্স সংগ্রহের জন্য ছুটে গেছেন পৃথিবীর প্রায় বিপরীত প্রান্তে—বাংলাদেশে।

লেখকের ড্রয়িংরুমের দৃশ্যের ব্যাকড্রপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে নুহাশ পল্লীর সেই ড্রয়িংরুমের দৃশ্য, যেখানে বসে স্বয়ং হুমায়ূন আহমেদ লেখালেখি করতেন। এই ছোট ছোট বিষয় আমাদের কাছে কেবল দৃশ্যসজ্জা ছিল না; ছিল মূল সৃষ্টির আবহের যতটা সম্ভব কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা।

মঞ্চ যখন হয়ে ওঠে আরেক জগৎ

'জ্বীন কফিল'-এর মঞ্চায়নে আমাদের অন্যতম প্রধান নিরীক্ষা ছিল দৃশ্যপট বা ব্যাকড্রপের ব্যবহার।

থিয়েটার হলে ডিজিটাল স্ক্রিন ও ব্যাক-প্রজেকশনের সুবিধা থাকায় আমরা প্রতিটি দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যপট বদলাতে পেরেছি। গ্রাম, ভাঙা মসজিদ, রহস্যময় বাড়ি কিংবা লেখকের ড্রয়িংরুম—প্রতিটি পরিবেশকে মঞ্চের পেছনের দৃশ্যপটের মাধ্যমে আলাদা আবহ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রযুক্তিকে প্রদর্শন করা নয়; বরং প্রযুক্তিকে গল্প বলার একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা। যেন দর্শক শুধু অভিনেতাদের অভিনয় দেখছেন না, বরং ধীরে ধীরে গল্পটির ভেতর প্রবেশ করছেন।

দর্শকদের প্রতিক্রিয়া থেকে মনে হয়েছে, সেই প্রচেষ্টা অনেকটাই সফল হয়েছিল। অনেকেরই অনুভূতি ছিল—চরিত্রগুলো যেন সত্যিই সেই গ্রামে, সেই ভাঙা মসজিদে কিংবা সেই রহস্যময় বাড়িতে উপস্থিত থেকে অভিনয় করছে।

ডালাসের বাংলা নাটকের দর্শকদের জন্য এটি ছিল কিছুটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা।

দর্শক যখন গল্পের অংশ

নাটকের সবচেয়ে বড় সাফল্য অবশ্য প্রযুক্তি কিংবা দৃশ্যসজ্জা নয়, দর্শকের সঙ্গে গল্পটির সংযোগ। চরিত্রগুলো দর্শকের হৃদয় এতটাই স্পর্শ করেছিল যে তাদের আনন্দে দর্শক হেসেছেন, আবার তাদের বেদনায় চোখের জলও ফেলেছেন।

আর এই দর্শকদের একটি অংশ এসেছিলেন হয়তো দশ-পনেরো মিনিট নাটক দেখবেন বলে। কেউ এসেছিলেন পরিচিতজনের সঙ্গে দেখা করতে, কেউ আড্ডা দিতে, কেউ হয়তো চা-শিঙাড়া খেতে। শুধুই নাটক দেখার লক্ষ্য নিয়ে এসেছিলেন, এমন দর্শকের সংখ্যা শুরুতে হয়তো খুব বেশি ছিল না।

কিন্তু মঞ্চের পর্দা ওঠার পর ধীরে ধীরে তারা গল্পের অংশ হয়ে গেলেন। শেষ দৃশ্যে যখন ঘোষণা এল, নাটক শেষ, তখনো অনেক দর্শক যেন আসন ছেড়ে উঠতে চাইছিলেন না। তুমুল করতালি আর দর্শকের উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রঙ্গমঞ্চ থিয়েটারের অভিষেক হলো।

তারপর শুরু হলো আরেক মধুর বিড়ম্বনা। সাক্ষাতে কিংবা ফোনে দর্শকের প্রশ্ন—পরবর্তী প্রযোজনা কবে? বছরে একটি কেন? একাধিক প্রযোজনা নয় কেন?

একটি নতুন থিয়েটার দলের জন্য এর চেয়ে আনন্দের চাপ আর কী হতে পারে!

প্রবাসে নতুন দর্শক তৈরির স্বপ্ন

রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রযোজনার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি সম্ভবত অন্য জায়গায়। আমরা হয়তো প্রথম পরিবেশনার মাধ্যমেই এমন কিছু



নতুন দর্শকের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি, যারা নিয়মিত বাংলা নাটকের দর্শক নন। বিশেষ করে এমন একটি প্রজন্ম, যারা বাংলাদেশ ও বাংলা সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে প্রবাসে বেড়ে উঠছে।

তাদের কেউ কেউ বাবা-মায়ের সঙ্গে অনেকটা অনিচ্ছা নিয়েই নাটক দেখতে এসেছিল। বাংলা ভাষাটাও হয়তো তাদের পুরোপুরি আয়ত্তে নেই। অথচ নাটক শেষে তাদেরই কেউ ভাঙা ভাঙা বাংলায় এসে বলেছে, 'খুব ভালো লেগেছে! আবারও দেখতে চাই!'

এই একটি বাক্য আমাদের কাছে অনেক বড় অর্জন।

প্রবাসে বাংলা নাট্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্ভবত এখানেই। নাটক শুধু বিনোদন নয়; ভাষা, সংস্কৃতি, স্মৃতি এবং শিকড়ের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের একটি জীবন্ত সংযোগও তৈরি করতে পারে। মঞ্চের আলো নিভে যাওয়ার পরও সেই সংযোগ যদি একজন তরুণ দর্শকের মনে থেকে যায়, তবে নাট্যচর্চার শ্রম অনেকটাই সার্থক হয়ে ওঠে।

আমরা দর্শককে একটি সুন্দর গল্প দেখাতে চেয়েছিলাম। নিজেদের দায়িত্বের প্রতি সৎ থাকার চেষ্টা করেছি। দর্শকের ভালোবাসা সেই দায়িত্ব এখন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই দায়িত্বের ভার আমরা মাথা পেতে নিতে চাই।

রঙ্গমঞ্চের জন্ম কোনো একটি নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য নয়। আমরা চাই, প্রবাসে বাংলা নাটক এমন একটি জায়গা তৈরি করুক, যেখানে আমাদের গল্প, আমাদের ভাষা, আমাদের স্মৃতি এবং নতুন প্রজন্মের অভিজ্ঞতা একসঙ্গে মিশতে পারে। প্রচলিত পথকে সম্মান জানিয়েই আমরা নতুন পথের সন্ধান করতে চাই।

'জ্বীন কফিল' সেই যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

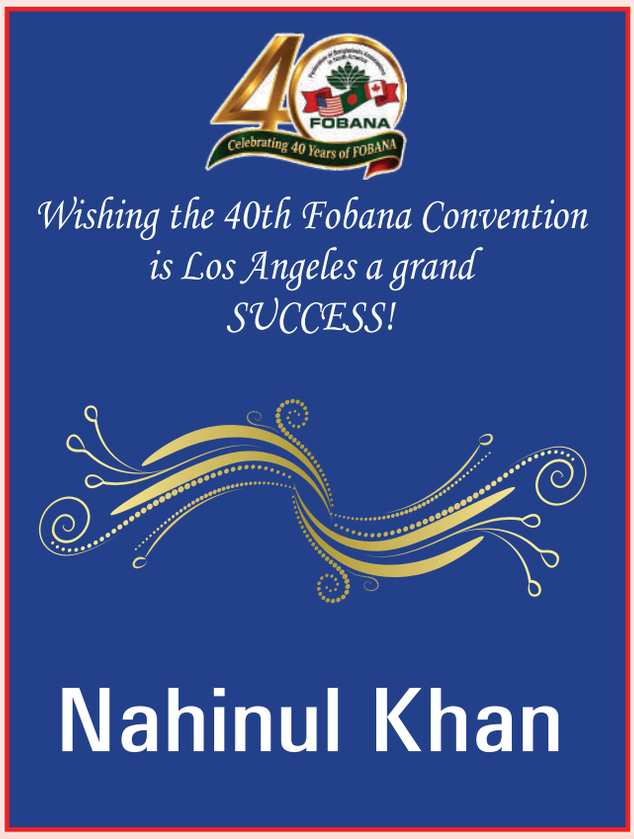
সামনের পথ দীর্ঘ।

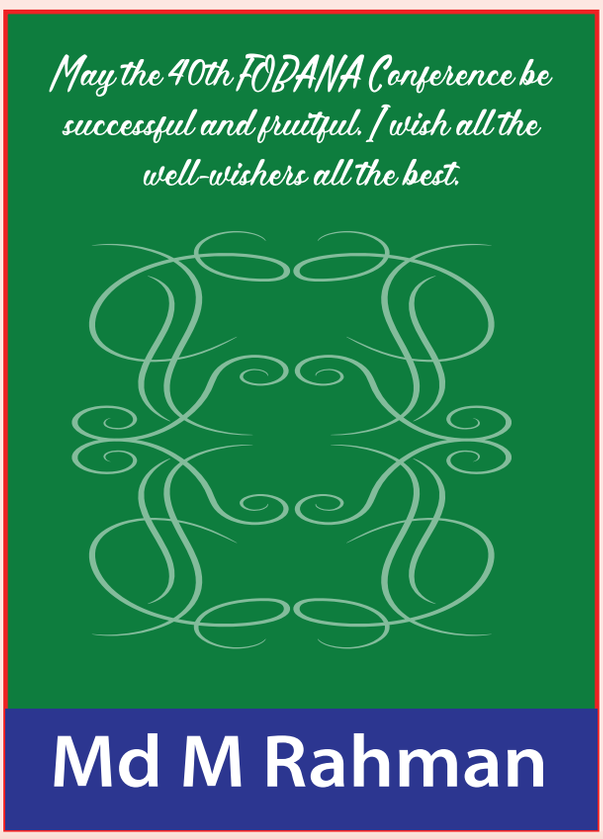
আমাদের গল্প বলাও তাই কেবল শুরু।

***(মঞ্জুর চৌধুরী,** মঞ্জুর চৌধুরী পেশায় একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট ও রিয়েল্টর। প্রবাসজীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সাহিত্যচর্চা, অভিনয় এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তার আগ্রহ ও অনুরাগের প্রধান ক্ষেত্র।*

ফেসবুকভিত্তিক জনপ্রিয় সাহিত্যগ্রুপ ক্যানভাসের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি নতুন ও সম্ভাবনাময় লেখক-লেখিকাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছেন।

তিনি রঙ্গমঞ্চ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কার্যনির্বাহী আহ্বায়ক হিসেবে নাট্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন।)





Wishing the FOBANA convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Rashel Bhuiyan

Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles

HAFIZ UDDIN

Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Anthony Pius Gomes

Woodbrige, Virginia

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন
সফল হোক স্বার্থক হোক
শুভ কামনায়–



Mohammad S. Reza

MRN Company LLC

Property & Land Investment

Henderson, Navada



কবিতা

ভেজা লণ্ঠন

অনামিকা নেওয়াজ



তোমাকে নিয়ে লিখতে গেলে মনেপড়ে ঘুঘু ডাকা
নির্জন দুপুর,
উজ্জ্বল আলোর ব্যালকনি আর,
ঝুঁকে থাকা নীল আকাশটা।
তোমাকে নিয়ে লিখতে গেলে মনে পড়ে গাছগুলো
শূন্যতা থেকে নেমে আসা ম্লান হলদেটে আলো
আরো একটা দিন ফুরিয়ে যেতে যেতে ডানা ভেঙে
পড়েছে যখন,
তখন ঝুপ করেই সন্ধ্যা নামলো

আর রাত নেমে এলে
জুড়িয়ে যেতো শহর,
জ্বলে উঠতো লাল আলোর লণ্ঠন
ব্যালকনির দরজা খুলে দিলে আকাশটা নিথর,
শুধু দূরের ফ্ল্যাটে দেখতে পাচ্ছি
অগুন্তি সংসার, আর এক তারা একাকী ফুটে উঠেছে
আকাশে,
ওইসব সাংসারিক রাতে,,
আমিও চেয়েছি হতে ওদের মতোই,
লালচে আলোর ঝাড়বাতি, বৃষ্টির রাত, ফজর, আর
ঘুমন্ত পদ্ম ফুল,
মৌমাছির মতো পুষ্প চন্দ্রিমা।

আরো একটা রাত গড়িয়ে গেছে ভোরের দিকে, আযান,
আলো আর নিভে আসা সুখ!
গলিপথ ফিরে গেছে দূরের প্রবাসে
অন্ধকার আলো আর ব্যালকনি জুড়ে
শুধু কিছু ক্লিপ - মেলা আছে তারে,
স্মৃতিরা বৃষ্টি স্নাত হলে,
কেউ যেন টাঙিয়ে রাখে
ভেজা স্মৃতি, ভেজা রাত, লালচে আলো আর,
ভেজা এক লাল লণ্ঠন।



‘চেতনায় ভূমি’

শাহানা পারভীন

পাঁশুটে নীলাভ আলোয় পৃথিবী ঘুমোয়,
অজানা পাহাড় ঘেঁষে পাখিরা ডানা মেলে,
বিস্মৃতির ঘ্রাণময়তায় - জেগে ওঠে ফুলেল সকাল।
ঠিক তখনি কে যেন আমার ভেতর অনর্গল কথা বলে,
অবিরত মিহি সুরে গান গায়।
তেপান্তরেও শুনতে পাই,
বিস্মৃতির কতোশতো কথা-গল্পগাথা,
ভীষণভাবে দেখতেও পাই, নিঃশব্দতার ছায়ালতা!
চেতন-অচেতন মনের সকল দুয়ারে-
তুমুলভাবে সবুজ গোলাকার রক্তের কনিকায় জমাট বাঁধে –
প্রবহমান নদীর মতোই
দুঃখ জাগানিয়া আমার বর্ণমালা,
কোটি
‘নিরাক ভূমি’
তবুও তোমায় ভালোবেসে কী
ভীষণ অহংকারী আমি, হে আমার জন্মভূমি।



এসেছিলেম আমি

মুক্তা সিন্‌হা



সুরঞ্জনা এসেছিল ফিরে
কিন্তু কথা রাখনি তুমি
নক্ষত্রের রূপালী রাতের ঐশ্বর্য্য
বিলাতে পারনি তারে
তাতে আগুন ছিল, ছায়া মেলতে পারনি!
যুবতীর ধ্যান-মগ্ন মনে কৃষ্টির নৈরাজ্যও গড়নি!

সুরঞ্জনা ফিরে এসেছিল, -কিন্তু
মাঠের হিল্লোলিত তরঙ্গের আভাস ছিলনা কোথাও
হৃদয়ের কোমল স্পর্শ তরে ফিরে এসেছিল সে-
বেদনের তোড়ে অশ্রুসিক্ত মুখটি
তোমার রোমহীন বক্ষের মধুর পেলবতা পায়নি।

তোমার সাথে প্রাণভরে কথা বলতে এসেছিল
পাহাড়ের মত কঠিন মুখে কোন কথা রচিত হয় নি!
প্রেমের ঘাসে বাসা বুনতে এসেছিল সে
ঈর্ষার দাবানলে ছাই হ'ল তা।

তাই আমার হৃদয়ের ব্যাখ্যা
না হয় আমারই থাক
কিছু না হয় না-ই পেলাম
শুধু শুদ্ধ হৃদয়ের অপেক্ষায়
জীবন ভেসে যাক।

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন
সফল হোক, স্বার্থক হোক সকল
শুভানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ কামনা-



Bashir Ather
Riverside, CA

Best wishes for a successful
40th FOBANA Convention
in California



Saifuddin Kutubi
CEO
Protection Four Security LLC
323-788-7643



ফোবানার সুখ-দুঃখের পাশে ছাব্বিশ বছর



ছাবেদ সাথী

কিছু পথচলা ক্যালেন্ডারের পাতায় মাপা যায় না; সেগুলো মাপা হয় স্মৃতি, মানুষের ভালোবাসা আর সময়ের পরীক্ষায়। আমার কাছে ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকা—ফোবানা—ঠিক তেমনই এক নাম। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয়, সময়ের প্রবাহে সেই প্রতিষ্ঠানই হয়ে উঠেছে আমার সাংবাদিক জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

২০০০ সালে নিউ ইয়র্কের ঐতিহাসিক ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে প্রথম ফোবানা সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলাম একজন তরুণ সংবাদকর্মী হিসেবে। হাতে ছিল নোটবুক, কাঁধে ক্যামেরা আর মনে ছিল সীমাহীন কৌতূহল। কে জানত, সেই প্রথম পদচারণই আমাকে টানা ছাব্বিশ বছরের এক দীর্ঘ যাত্রার সঙ্গী করে তুলবে! এরপর একে একে কেটে গেছে বহু বছর। পাল্টেছে শহর, পাল্টেছে আয়োজক, পাল্টেছে নেতৃত্ব, পাল্টেছে সময়। কিন্তু ফোবানাকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের আবেগ বদলায়নি।

আগামী ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬, ক্যালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সাল সিটির হিলটন লস অ্যাঞ্জেলেস হোটেলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফোবানার ৪০তম সম্মেলন। চল্লিশ বছর—একটি সংগঠনের জন্য এটি শুধু একটি সংখ্যা নয়; এটি ইতিহাস, অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও সাফল্যের এক দীর্ঘ মহাকাব্য।

এই দীর্ঘ পথচলায় আমি দেখেছি আনন্দের উল্লাস, আবার দেখেছি বিভেদের বেদনা। দেখেছি হাজারো মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ, আবার দেখেছি মতবিরোধের উত্তাপ। কখনো সম্মেলনের মঞ্চ করতালিতে মুখর হয়েছে, কখনো করিডোরে হয়েছে তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু প্রতিটি ঘটনার মধ্যেই ছিল একটি অভিন্ন পরিচয়—আমরা সবাই বাংলাদেশি, আমরা সবাই এই প্রবাসের সন্তান।

সাংবাদিক হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল ঘটনাকে যেমন দেখেছি, তেমনভাবেই পাঠকের সামনে তুলে ধরা। প্রশংসা যেমন লিখেছি, তেমনি প্রয়োজনে কঠিন প্রশ্নও করেছি। কারণ সাংবাদিকতার প্রথম শর্ত ব্যক্তি নয়, সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। অনেক সময় আমার লেখা কারও কাছে অস্বস্তির কারণ হয়েছে, আবার অনেকেই সেই লেখায় নিজের বক্তব্যের প্রতিফলন খুঁজে পেয়েছেন। আমি বিশ্বাস করি, যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক সমালোচনা কোনো সংগঠনের শত্রু নয়; বরং সেটিই তাকে আরও পরিণত ও শক্তিশালী করে।

কোভিড-১৯ মহামারি শুধু বিশ্বকে থামিয়ে দেয়নি; প্রবাসী সংগঠনগুলোকেও কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। ফোবানাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। নেতৃত্ব, দিকনির্দেশনা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা প্রশ্ন সামনে আসে। সেই সময় আমি নীরব দর্শক হয়ে থাকিনি। একজন সাংবাদিক হিসেবে যা দেখেছি, যা যাচাই করেছি এবং যা কমিউনিটির জন্য প্রয়োজনীয় মনে করেছি, তা-ই লিখেছি। আজ ফিরে তাকিয়ে মনে হয়, সেই কঠিন সময়ে কলম ছিল আমার একমাত্র শক্তি, আর সত্য ছিল আমার একমাত্র সাহস।

ছাব্বিশ বছরে আমি অসংখ্য মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। অনেককে নেতৃত্বে আসতে দেখেছি, অনেককে বিদায় নিতে দেখেছি। কেউ আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাদের অবদান ফোবানার ইতিহাসে অম্লান হয়ে আছে। আবার নতুন প্রজন্মও এগিয়ে আসছে, নতুন চিন্তা নিয়ে, নতুন স্বপ্ন নিয়ে। এটাই একটি জীবন্ত সংগঠনের সৌন্দর্য।

আমার কাছে ফোবানা মানে শুধু তিন দিনের সম্মেলন নয়। এটি মানে প্রবাসে বাংলা ভাষার উচ্চারণ, রবীন্দ্রসংগীতের সুর, নজরুলের চেতনা, স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা, মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা, বহুদিন পর



প্রিয়জনের সঙ্গে আলিঙ্গন, আর হাজার মাইল দূরে থেকেও বাংলাদেশকে হৃদয়ে বাঁচিয়ে রাখার এক অনন্ত প্রয়াস।

আজ যখন ফোবানা চল্লিশে পা রাখছে, তখন আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঐক্য। মত থাকবে, মতভেদও থাকবে—এটাই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। কিন্তু মতভেদ যেন বিভাজনে পরিণত না হয়। কারণ ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী, প্রতিষ্ঠান দীর্ঘস্থায়ী; আর কমিউনিটির স্বার্থ সবার ঊর্ধ্বে।

আমি এমন একটি ফোবানার স্বপ্ন দেখি, যেখানে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা আর তরুণদের উদ্ভাবনী শক্তি পাশাপাশি চলবে। যেখানে নারী নেতৃত্ব আরও শক্তিশালী হবে, তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে, প্রযুক্তি ও স্বচ্ছতার মাধ্যমে সংগঠন আরও আধুনিক হবে এবং উত্তর আমেরিকার প্রতিটি বাংলাদেশি নিজেকে এই প্ল্যাটফর্মের অংশ বলে গর্ব অনুভব করবেন।

লস অ্যাঞ্জেলেসের আসন্ন সম্মেলন সেই নতুন অধ্যায়ের সূচনা হোক। ভিন্নমত থাকুক, কিন্তু বিভেদ নয়; প্রতিযোগিতা থাকুক, কিন্তু প্রতিহিংসা নয়; থাকুক কেবল সম্মান, সহযোগিতা এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার।

ফোবানার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সংবাদ সংগ্রহের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক আবেগের সম্পর্ক। সুখে-দুঃখে, সাফল্যে-সংকটে, প্রশংসায়-সমালোচনায় গত ছাব্বিশ বছর ধরে আমি এই সংগঠনের পথচলার একজন নীরব সাক্ষী। সেই সাক্ষ্যই আমাকে আশাবাদী করে যে, অতীতের অভিজ্ঞতাকে শক্তিতে রূপান্তর করে ফোবানা আগামী চার দশকে আরও সমৃদ্ধ, আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশি কমিউনিটির গর্ব হয়ে উঠবে।

পেছনে ফিরে তাকালে দেখি, ছাব্বিশ বছর যেন চোখের পলকে কেটে গেছে। কিন্তু প্রতিটি সম্মেলন, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি মানুষের মুখ আজও স্মৃতির পাতায় স্পষ্ট। সুখের দিন যেমন ছিল, তেমনি ছিল দুঃখের দিনও। আর সেই কারণেই আজও বলতে পারি, ফোবানার সুখ-দুঃখের পাশে গত ছাব্বিশ বছর ছিলাম, আছি, ভবিষ্যতেও থাকব।

কারণ ফোবানা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশিদের সম্মিলিত ইতিহাস, আত্মপরিচয় এবং আগামী দিনের স্বপ্ন।





সাউথ কেরোলিনার চার্লসটনে দাস বিক্রির অকশন প্লেসে কয়েকটা দিন

জুয়েল সাদত



প্রতি বছর সামারে আমেরিকানদের মতো আমরাও ঘুরে বেড়াই। নানা শহর, নানা স্টেট যুক্তরাষ্ট্রকে জানার, শেখার ও দেখার শেষ নেই। ২০২৪ সালে মিশিগানের ফোর্ড মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম। গাড়ির বরপুত্র ফোর্ড মিউজিয়াম না দেখলে অনেক কিছুই অপূরণ থাকত। মোটর গাড়ির ইতিহাসে ফোর্ড অনন্য ভূমিকা রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রেডিডেন্টের গাড়িগুলো ওখানে আছে। এবার সামারে বাই রোডে প্ল্যান করলাম দুটো জায়গায়—জর্জিয়ার সাভানা ও সাউথ কেরোলিনার চার্লসটন শহরে।

২০২৫ সালের ২১ জুন সকাল ১০টায় যাত্রা করে কিসিমি থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় পৌঁছালাম সাভানায়। যে হোটেলটায় দুদিন থাকব বলে ঠিক করেছিলাম, সেটায় চেক ইন করে ছেলে-মেয়েদের মন খারাপ কারণ ওয়াই-ফাই কাজ করছিল না। তাও আবার ইন্ডিনিয়ান মেনেজম্যান্ট। অনেক কষ্টে হোটেল ক্যান্সেল করে পাশেই আরেকটি হোটেলে উঠে যাই। আমি আমার স্ত্রী মাহফুজা, মেয়ে ওয়াদিয়া (২১), ওয়াসি (১৫), ওয়াফিক (১৪) ও ওয়াফাসহ (১০) আমাদের ছয়জনের বহর। হোটেলে খাওয়া-দাওয়া করেই আমরা চলে যাই সাভানা (জর্জিয়ার) বিখ্যাত টাইবি আইল্যান্ড। আইল্যান্ড সম্পর্কে অনেকের ধারণা নেই, আইল্যান্ডগুলো অনেক সুন্দর, গোছাল।

সাভানা যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া স্টেটের সবচেয়ে পুরোনো শহর। এটি ১৭৩৩ সালে স্থাপিত হয়। একসময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল। এখানে জনসংখ্যা ১ লাখ ৪৭ হাজার। এখানকার একটি অসাধারণ জায়গা টাইবি আইল্যান্ড। ৫ দশমিক ৪ মাইলের আইল্যান্ডে লোকসংখ্যা ৩ হাজার ১২৭ জন। সাভানা রিভারের মাধ্যমে সাউথ কেরোলিনার সঙ্গে জর্জিয়া সংযুক্ত। অসাধারণ লোকেশন। বাড়িঘরগুলো ২০০ বছরের পুরোনো। টাইবি আইল্যান্ড একটি কোস্টাল এরিয়ার বর্ডার। সাভানার মতো একটি পুরোনো শহরে দুটি মসজিদের অস্তিত্বের খবর পেলাম। মুসলিমদের পদচারণা পৃথিবীর বৃহৎ দেশ যুক্তরাষ্ট্রের আনাচকানাচে, ছোট ছোট শহরের অজপাড়াগাঁয়ে। যে শহরেই যাই মসজিদ খুঁজি।

সাভানায় দুদিন থাকার প্ল্যান ছিল, সাভানায় অনেক কিছু দেখার পর মনে হলো সাউথ কেরোলিনায় আরও বিশ্বয় অপেক্ষা করছে। তাই হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম, চিন্তা করলাম সারা দিন ঘুরে বিকালে সাউথ কেরোলিনায় পৌঁছাব। ২২ জুন ২০২৫, সকালে গেলাম সাভানায় একটি এয়ারফোর্স মিউজিয়ামে। যুক্তরাষ্ট্র যতগুলো যুদ্ধ করেছে, সেখানে বিমানবাহিনীর গুরুত্ব ছিল। মিউজিয়ামে সেগুলোর বিরত্বগাথা আছে।

শুক্রবার সাভানায় মসজিদ জিহাদে জুমার নামাজ পড়লাম। তারপর আমরা মুসলিম বিশ্বের আইকন মরহুম মুরশির জানাজা পড়লাম। সাভানার সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হিস্টরিক্যাল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যখানে ব্যয়বহুল জায়গা। আফ্রিকান-আমেরিকানরা কয়েক শ বছর আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে আছে। সাভানায়ও আফ্রিকান-আমেরিকানদের বিচরণ অনেক পুরোনো। এখানে আফ্রিকান মুসলমানরা ৩৪ বছর আগে এই মসজিদ বানায়, অনেকটা অবিশ্বাস্য, কিন্তু আজ বাস্তবে দেখলাম। অনেক সুন্দর ও গোছাল মসজিদ। নামাজ পড়ে অনেক ভালো লাগল।

আটলান্টার জর্জিয়ার সাভানা অনেক পুরোনো হিস্টরিক্যাল সিটি, কোস্টাল এরিয়া হওয়ায় জায়গাটা অসাধারণ। ডাউন টাউনটা অনেক সুন্দর, শত শত বছর আগের পুরোনো বাড়িঘরগুলো সেই রকমই আছে। দেখার ও শেখার অনেক কিছু, অনেক পরিছন্ন শহর। ২২ জুন জুমার নামাজ পড়ে আরও বেশ কিছু জায়গা ঘোরাঘুরি করে সাভানা ছেড়ে সাউথ কেরোলিনার পথে যাত্রা করলাম। আড়াই ঘণ্টার পথ, ড্রাইভ করছি আর অপরূপ হাইওয়েগুলো দেখছিলাম।

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



DIAMOND SPONSOR

ARIF AHMED ASRAF

General Secretary
Bangladesh Associatio of Florida

President
Moon Trading Corporation



Tamanna Ahmed & Arif Ahmed family



Our Culture, Our Pride

(Storytelling of a Bangladeshi apparel brand- World Wear)

Novan Iftekhar



Growing up in Massachusetts, I hardly had any Bengalis around me. While I was always proud of my heritage, there weren't many opportunities to express it. Most of my friends came from different backgrounds, and I wanted something fashionable and modern that represented Bangladesh. Something I could wear confidently around them, not just at cultural events.

The problem was, I couldn't find it.

Most Bangladesh apparel felt outdated or wasn't something I'd choose to wear every day. Instead of settling, I decided to create it myself.

That's how World Wear was born.

It started with one idea: to design a Bangladesh jersey that people would genuinely be excited to wear. But over time, that idea evolved into something much bigger. I realized that every culture deserves apparel that people are proud to wear—not only during festivals or sporting events, but in everyday life.



People often ask why I continue expanding World Wear beyond Bangladesh. The answer is simple: my love for Bangladesh taught me to appreciate the beauty of every culture. Being proud of where I come from has made me care more.

I am incredibly proud to be both Bengali and American. Those two identities have shaped who I am. But they've also taught me that our shared humanity extends far beyond our own communities. Whether it's the resilience of the Palestinian people, communities in the Democratic Republic of the Congo enduring decades of hardship, or people in Sudan, Syria, Haiti and other parts of the world facing unimaginable challenges, I believe every nation and every people deserve dignity, peace, and the opportunity to celebrate their identity with pride.



To me, culture should never divide us—it should connect us. When we are secure in who we are, we become more curious about others, more compassionate, and more willing to stand beside





people during their hardest moments.

Being Bengali American has never meant choosing between two identities. It means embracing both. My Bangladeshi roots have shaped my values, while growing up in America inspired my creativity and entrepreneurial mindset. Together, they gave me the confidence to build something that reflects both who I am and what I believe.

Our generation has the opportunity to redefine what it means to celebrate our heritage. We don't have to preserve our culture only through traditions—we can express it through business, healthcare, technology, art, sports, education, and entrepreneurship. Every contribution we make becomes part of our community's story.

As FOBANA celebrates 40 years, I hope the next generation continues to dream bigger. I hope we become known not only for where we came from, but for what we contribute to the world. For me, it all started with a simple question:

"Why isn't there something cool and modern that represents Bangladesh?"

That question became a jersey I was proud to wear. The jersey became a brand. And the brand became a reminder that when we wear our own culture with pride, we create space for others to do the same.

FOBANA
Celebrating 40 Years of FOBANA

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন সফল হোক,
স্বার্থক হোক সকল শুভানুধ্যায়ীদের
জানাই শুভ কামনা–



SHAZIA HOQ
Montebello, California

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in Los Angeles



Tuhin Khan
&
Family

Los Angeles, California

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in Los Angeles



Md Mojibuddin and his family

Los Angeles, California

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



Jamiul Islam Belal

ফোবানার ৪০তম সম্মেলন
সফল হোক স্বার্থক হোক
শুভ কামনায়–

Hasanat Kazol

বাংলাদেশ ও কলকাতার বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ইন্দিরা গান্ধী কালচারাল ইনস্টিটিউট ও আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে সংগীত পরিবেশনের সুযোগ হয়েছে। 'দার খুলে' ও 'মুক্তাস সং'সহ কয়েকটি অ্যালবাম বের হয়েছে।



এবার ফোবানার মঞ্চে সংগীত পরিবেশনা আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

৪০তম ফোবানা সম্মেলন ২০২৬-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সুরের মূর্ছনায়, সংস্কৃতির আলোয়– ফোবানা এগিয়ে যাক, এগিয়ে যাক বাংলাদেশি সংস্কৃতি।

মুক্তা মজুমদার

সংগীতশিল্পী

Mukta's Website:
www.muktamajumder.com

YouTube:
https://youtube.com/@shuronjona-tune?si=B-IfFmGxq36Ls8Vv

Facebook:
https://www.facebook.com/muktama-jumderofficial?mibextid=wwXIfr

Wishing the FOBANA convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Monjur Chowdhury & Family

Wishing the 40th Fobana Convention is Atlanta a grand SUCCESS!

Mehjabin Naz

40 FOBANA Celebrating 40 Years of FOBANA

Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles

Shimul Kanti Barua

FYidoctors™

Trusted care. Advanced technology.
Right here in *your community.*

Dr. Tameen Ahmed

Optometrist

At FYidoctors, Dr. Ahmed Provides personalized, comprehensive eye care for patients of all ages.

The goal is to help you see clearly today and protect your vision for tomorrow.





- Comprehensive Eye Exams
- Contact Lens Exams & Fittings
- Dry Eye Evaluations
- Diabetic & Medical Eye Care
- Emergency Eye Care
- Designer Eyewear & Premium Lenses

BURBANK
3808 Riverside Drive, Suite 100
Burbank, California, 91505
(818) 843-2214

NORTHRIDGE
18661 Devonshire Street
Northridge, California, 91324
(818) 368-1234

SUN VALLEY
8447 Laurel Canyon Blvd.
Sun Valley, California, 91352
(818) 504-2020

Schedule Your Eye Exam Today!

Visit us online
us.fyidoctors.com

Your vision is our focus. We look forward to caring for you and your family!

FYidoctors California | us.fyidoctors.com


" উত্তরণের পথে আগামীর প্রত্যয়ে প্রবাস বাংলাদেশ "
40TH FOBANA CONVENTION LOS ANGELES
40th FOBANA
Convention 2026
40th
FOBANA
CONVENTION
2026
MASTER
Of Ceremony
DATE
SEPTEMBER
4 5 6
VENUE UNIVERSAL HILTON
555 UNIVERSAL HOLLYWOOD DR,
UNIVERSAL CITY, CA 91608
Hilton

Best wishes for a successful
40th FOBANA Convention 2026



Sabrina Haque
Muhammad Haque (Raju)

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



Dr. Hasan Rahman &
Shaheen Akther

Best wishes for a successful
40th FOBANA Convention
in California



MOHAMMAD MUNIM
CEO

New Generation Homes Inc.

Wishing the 40th Fobana Convention is Atlanta a grand SUCCESS!



Zahedul Mahmud Zami
Rabeya Zahed

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



Mr & Mrs Shafiul Islam

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



Layek Ahmed
General Secretary
Jalalabad Association of California Inc.

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California



Ali Reza
Franchisee

Denny's

(949) 278-9599
areza01@hotmail.com

Welcome to America's Diner



Wishing the 40th Fobana Convention is Los Angeles a grand SUCCESS!



Shaila Rumee & Ahsan Hafeez

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.

Md. Waliwallah Talukder

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California



Nasir Syed Jabul
General Secretary
Bangladesh Unity Federation of Los Angeles (BUFLA)

Wishing the 40th Fobana Convention is Atlanta a grand SUCCESS!



Rana Khan
and
Mim Khan

FOBANA
Celebrating 40 Years of FOBANA

May the 40th FOBANA Conference be successful and fruitful. I wish all the well-wishers all the best.



Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles



Sadrul Alam & Family

Best wishes for a successful 40th FOBANA Convention in California

RITZ EQUITY

RITZ Equity
— We build Houses —

A Multi Family Investment Firm and Real Estate Developer

ILIAS Tiger Sikder
Founder & CEO
President
Bangladesh Unity Federation of Los Angeles (BUFLA)



sikder@ritzequity.com
PH: 1-805-458-0507

Real Estate Investment | Multi Family Development | Trusted Partnership | Long Term Growth

OUR ATTORNEYS


Raju Mahajan, Esq.
Founder & Principal Attorney


Chelsea Smith, Esq.
Supervising Attorney


Erin Beidler, Esq.
Associate Attorney & Team Lead


Alexandria Jourdain, Esq.
Associate Attorney & Team Lead


Sheldon Leigh Schenck, Esq.
Associate Attorney


Zachary Duncan Martz, Esq.
Associate Attorney


Emmanuel Opoku, Esq.
Associate Attorney

BRIDGING WORLDS BUILDING FUTURES
raju law
IMMIGRATION & INVESTMENT ATTORNEYS

98.7%
SUCCESS RATE
FOR OUR IMMIGRATION AND INVESTMENT CASES

MORE INFO

833-725-8529 (24x7)
www.rajulaw.com
info@rajulaw.com

Washington DC
+1 301-919-3610
+1 301-919-5050
corporate.manager@rajulaw.com
4520 East-West Hwy #780
Bethesda, MD 20814

Los Angeles
+1 323-824-4179
+1 323-824-6444
asstt.manager.la@rajulaw.com
3450 Wilshire Blvd., Level 12
Suite 1200-109 CA 90010

Atlanta
+1 770-655-9166
+1 458-272-5793
asstt.manager.ga01@rajulaw.com
5465 Buford Hwy NE, Suite 103
Doraville, GA 30340

New York
+1 929-662-6008
+1 934-345-7003
+1 202-705-4513
manager.ny@rajulaw.com
160-01 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432

Portugal
+1 240-507-5767
manager.portugal@rajulaw.com
Rua Major Caldas Xavier, n.º 53, 3.º esquerdo, 2675-311 Odivelas, Portugal

Dubai
+971 50 229 8020
manager.dubai@rajulaw.com
2908, 29th Floor, Platinum Tower
JLT, DMCC Free Zone, Dubai, UAE

Dhaka
+880 1602-270365
+880 1728-383454
+880 1760-697648
manager.dhaka@rajulaw.us
UTC Building, Suite 03, Level 11
08 Panthapath, Dhaka 1215



FOBANA Activity



















FOBANA Activity



















FOBANA Activity



















FOBANA Activity

















Quality INN
BY CHOICE HOTELS®

Get your money's worth.



GET YOUR MONEY'S WORTH

Quality Inn Ridgecrest

760-375-9731

507 S. China Lake Blvd. • Ridgecrest, CA 93555

GOLD AWARD
CHOICE HOTELS®
2017





FREE
All American Breakfast
Wi-Fi
Microwave & Frig
Spacious Rooms
Suites
Government & Contractor Rates
All Rooms Non-Smoking
And much more.

CHOICE privileges™
REWARDS

SERVING NATIONWIDE

MULTI STATE OFFICE LOCATIONS:
ATLANTA & CHICAGO

24 years of excellence. Your trusted insurance agency, dedicated to the community, delivering unparalleled quality.



OUR INSURANCE SERVICES DEDICATED IN:

RATED

BUSINESS · OBAMACARE · AUTO · HOME · GAS STATION · HOTEL/MOTEL · LIFE



JASHIM 'JOSH' UDDIN
CEO / LICENSED AGENT

PLANET® INSURANCE

WWW.PLANETINSURANCE.NET

FOR SERVICE: (770) 932-4243

OUR PROUD CARRIERS

TRAVELERS · MetLife · STATE AUTO · CHUBB · AIG · KEMPER · CNA · Safeco Insurance · MARKEL · Allstate · Liberty Mutual Insurance · AmTrust · Nationwide · THE HARTFORD · STILLWATER · attune · PROGRESSIVE · ZURICH · WESTFIELD · MUTUAL OF ENUMCLAW INSURANCE · FARMERS INSURANCE · FOREMOST INSURANCE GROUP · PHILADELPHIA INSURANCE COMPANIES · DONEGAL INSURANCE GROUP · NIAGARA INSURANCE · TexasMutual · National General Insurance

Wishing the FOBANA Convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles

TRT Capital

Real Estate Division Lic # 01885529

Alam Khandakar (Msc, MBA)

Director

NMLS # 290659

BRE # 01488037



Cell/Text : (909) 732-8800

Off: (877) 833-5878 x. 367

Fax : (626) 214-9353

E-mail : alamk.trt@gmail.com

3110 E. Garvey Avenue South
West Covina, CA 91791

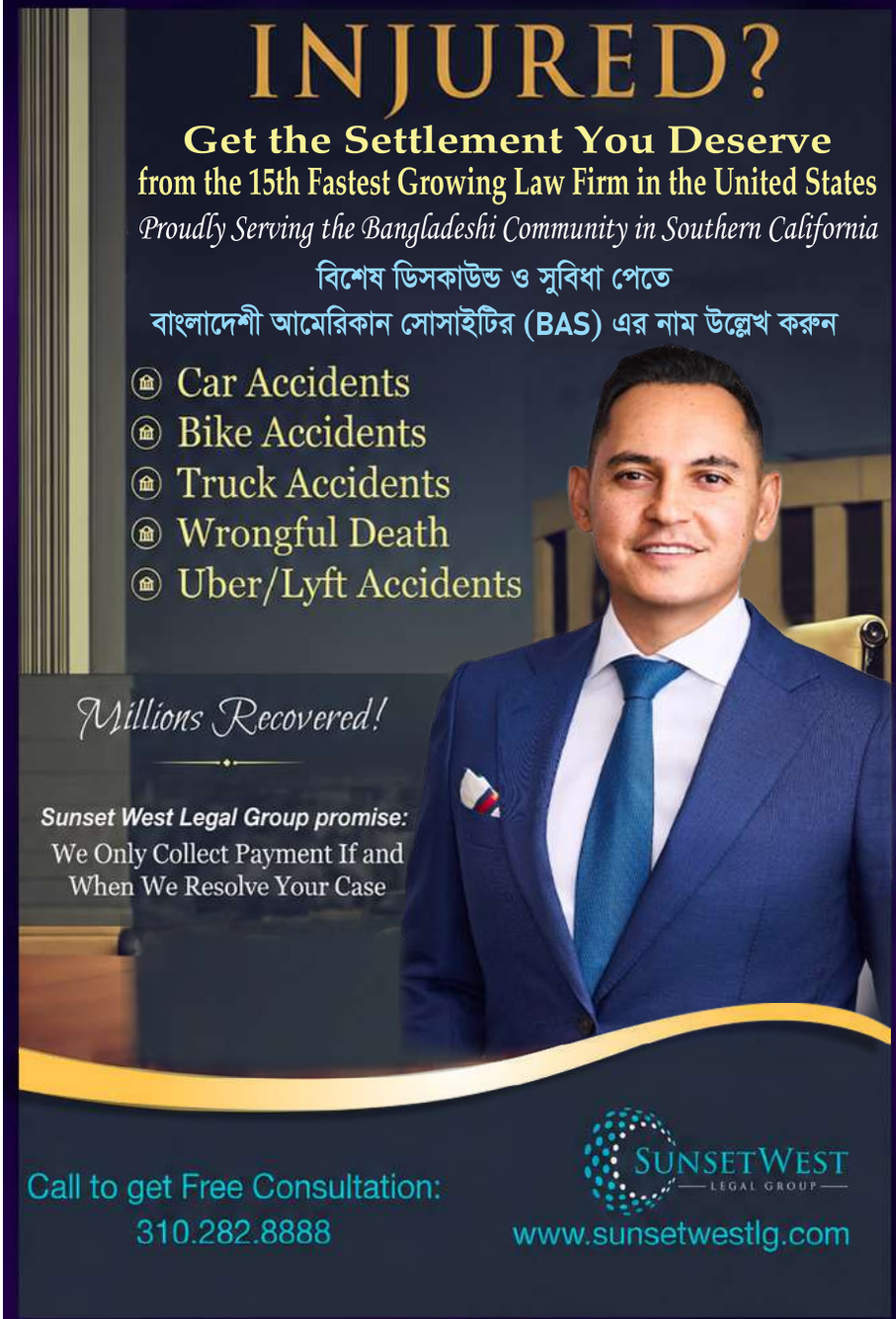
FHA • VA • CONVENTIONAL



Helping you build a better future, one home at a time.

Wishing the 40th FOBANA convention a huge success! Our best wishes for FOBANA 2026 at Los Angeles

Diamond Sponsor





PAYTON KASHANI

President and Founding Partner of Sunset West Legal Group, PC.